بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

তাবলীগ জামায়াতের মুরুব্বিগণের গুরুত্বপূর্ণ

বয়ান সংকলন

(আল্লাহর দ্বীনের জন্য জীবন উৎসর্গকারী সকল জ্বীন্ ও ইন্সানের কল্যাণে উৎসর্গীকৃত)

প্রকাশক ঃ
মুহাম্মদ সাইদুল ইসলাম।

প্রকাশকাল ঃ
জিলহাজ্জ, ১৪৩৩ হিজরী
নভেম্বর, ২০১২ইং

মূদ্রণ ঃ খিদমাহ প্রিন্টার্স, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ০১৮১৭-৬৩৫১৯০

প্রাপ্তিস্থান ঃ
৩৭৭/বি, খিলগাঁও (তালতলা), ঢাকা-১২১৯ এবং
বাড়ী নং-৩১, সড়ক নং-৫, সেক্টর-১০, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০

(বিনামূল্যে বিতরণের জন্য)

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, ঐতিহ্যবাহী জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ ঢাকার স্বনামধন্য মুহাদ্দিস, বেফাকুল মাদারাসিল আরাবিয়্যাহর সহকারী মহাসচিব হযরত মাওলানা আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া সাহেবের

অভিমত

নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লি 'আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মা বা'আদ, আল্লাহ তা'আলা কালামে পাকে ইরশাদ করেছেন, 'আমিই এ দ্বীনকে অবতীর্ণ করেছি আর আমিই একে সংরক্ষণের দায়িত্ব নিচ্ছি।' মহান আল্লাহ প্রতিশ্রুতি মুতাবিক যুগে যুগে দ্বীন সংরক্ষণের বিভিন্ন পন্থা মানুষের সামনে উদ্ভাসিত করেছেন। কখনো সায়র-সফরের মাধ্যমে, কখনো পীর-মুরিদীর মাধ্যমে, কখনো তা'লীম ও তারবিয়্যাতের মাধ্যমে, কখনো ওয়াজ-নসীহতের মাধ্যমে, কখনো কিতাবাদি রচনা ও প্রকাশের মাধ্যমে তিনি মানুষের দ্বারা দ্বীন সংরক্ষণের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে আসছেন। বর্তমানে অন্যান্য ধারার পাশাপাশি দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মাঝে দ্বীন প্রচারের এক গুরুত্বপূর্ণ খিদমত আঞ্জাম পাচ্ছে। সাধারণ মানুষের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাবলীগের মেহনত ব্যাপক মকবুলিয়াত অর্জন করেছে। মানুষ এ মেহনতের বদৌলতে ব্যাপকভাবে উপকৃত হচ্ছে। উপ-মহাদেশের গন্ডি পেরিয়ে বিশ্বের প্রায় সবদেশে এ মেহনতের সিলসিলা জারী রয়েছে। বাংলাদেশ এর উর্বর ভূমি এ মেহনতের মারকাযিয়্যাতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। আলহামদুলিল্লাহ! প্রতি বছরই বাংলাদেশে বিশ্ব ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বের বহুদেশের বুযুর্গ মুবাল্লিগগণের পদচারণা হয় এ ক্ষুদ্র দেশে। তারা দ্বীনের জন্য ইসার ও কুরবানী, দাওয়াতের গুরুত্ব, এ কাজের মেজায ও বৈশিষ্ট, দাওয়াতের নিয়ম-পদ্ধতি, তাশকীলের তরীকা, দা'ঈর গুণাবলীসহ বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বয়ান রাখেন। সেগুলো শ্রোতারা শুনে উপকৃত হন, হিদায়াত লাভ করেন, কেউ কেউ পছন্দনীয় বিষয়গুলি কলমবদ্ধ করে সংরক্ষণও করে থাকেন।

ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম সাহেব ছিলেন তাবলীগ জামায়াত বাংলাদেশের মজলিশে শুরার অন্যতম সদস্য। তিনি মুরুব্বীদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বয়ান সংরক্ষণ করে তৎকালীন খিলগাঁওয়ের বাসিন্দা ও তবলীগের অন্যতম সাথী জনাব মুহাম্মদ সাইদুল ইসলামের মাধ্যমে কম্পিউটারে কম্পোজ করিয়ে নেন। বিগত ২রা শাওয়াল, ১৪৩৩ হিজরী ইঞ্জিনিয়ার সাহেব এ নশ্বর জগতের মায়া কাটিয়ে পরপারের পথে পাড়ি জমান। জনাব মুহাম্মদ সাইদুল ইসলামের পিসিতে কম্পোজকৃত বয়ানগুলো সংরক্ষিত ছিল; যার গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও সার্বজনীন ফায়দার কথা বিবেচনা করে তিনি পুস্তকাকারে প্রকাশের ইচ্ছা করেন।

জনাব মুহাম্মদ সাইদুল ইসলাম এক সময় আমার নৈশ মাদরাসায় লেখাপড়া করে মিশকাত পর্যন্ত ভালোভাবেই অধ্যয়ন করেছিলেন। তার সাথে আমার গভীর আন্তরিকতা রয়েছে। সে সুবাদে তিনি আমাকে পরিকল্পিত পুস্তকের পান্ডুলিপিটি দেখে দেওয়ার অনুরোধ করেন। ব্যক্তিগত ব্যস্ততা থাকলেও তার অনুরোধ রক্ষা করতে হয়। বইটি পড়তে গিয়ে আমার কাছে মনে হয়েছে যে, তাবলীগ জামায়াতের জন্য দিক-নির্দেশনামূলক বহু হিদায়াত এতে রয়েছে। এ দ্বারা তাবলীগের কর্মীরা যেমন উপকৃত হবেন, তেমনই সাধারণ পাঠকরাও এ দ্বারা ব্যাপকভাবে উপকৃত হতে পারবেন। ফলে বইটি সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও বস্তুনিষ্ঠ করার জন্য সম্পাদনার প্রয়োজনটুকু পূরণ করে দিতে চেষ্টা করি। তাবলীগের কাজে নিজে তেমন সময় দিতে না পারলেও এ কাজটির প্রতি আমার দরদ ও আন্তরিকতা রয়েছে। কারণ এতে সাধারণ মানুষ ব্যাপক ভিত্তিতে উপকৃত হয়। তাই এ কাজের সহায়ক যে কোন উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। এ পুস্তকটি সম্পাদনার দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে এ মহৎ কাজের সাথে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করার বাসনাই ছিল আমার মূল প্রেরণা। হয়ত কিয়ামাতের দিন এর উসিলায় আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিবেন, এ প্রত্যাশাই তাঁর দরবারে। আমীন!

আবুল ফাতাহ

২৬/১০/১২ইং

প্রকাশকের কথা

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম। ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা রাসুলিহিল কারীম। তাবলীগ জামায়াত বাংলাদেশের কাকরাইল মসজিদস্থ প্রবীণতম শুরা সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম সাহেব গত ২রা শাওয়াল, ১৪৩৩ হিজরী (২১ আগষ্ট, ২০১২ইং) ঈদ-উল-ফিতরের পরদিন (মঙ্গলবার) ইন্তিকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি -------- রাজিউন)। উনাকে আমি খালুজান বলে ডাকতাম। দীর্ঘ দেড় যুগের বেশী সময় এক মহল্লায় বসবাসের সুবাদে মরহুম খালুজানের কাছাকাছি যাবার সুযোগ হয় আমার। দ্বীনের দাওয়াতী কাজে মরহুমের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার স্বাক্ষী হিসেবে দু'আ করছি, আল্লাহ তাঁর কবর আলোকিত করে তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করুন। আমীন!

হযরত খালুজান (রহ.) তাবলীগ জামায়াতের যে মুরুব্বিদের সাহচর্যে সমৃদ্ধ হন, তাঁদের মধ্যে বিশ্ব তাবলীগ জামায়াতের ২য় আমীর হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসূফ (রহ.), ৩য় আমীর হযরত মাওলানা ইনামূল হাসান (রহ.), মদীনা শরীফের আমীর হযরত মাওলানা সাঈদ খান (রহ.) ও মিয়াজী মেহরাব (রহ.) এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ বয়ান সংরক্ষণের জন্য মাওলানা নজির আহমদ ও মাওলানা হেদায়েতুল ইসলাম সাহেবের সহায়তায় বাংলায় অনুবাদ করিয়ে খালুজান (রহ.) কম্পিউটারে কম্পোজ করে দিতে বলেন। এছাড়া তাঁর নির্দেশে কয়েকটি পত্রসহ Participation by Muslim ladies in Tableeg, Hazratjee's Advice to Umoor (promt) of Masjid Waar Jamaat, Guide-lines for Jamaat travelling to Foreign Country কম্পিউটারে কম্পোজ করি। খালুজান (রহ.) কর্তৃক প্রত্যায়নের পর এগুলো সংরক্ষণ করি। তাঁর ইন্তিকালের পর এগুলো পুস্তিকাকারে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণের প্রাক্কালে তাবলীগ জামায়াত বাংলাদেশের কাকরাইল মসজিদস্থ সম্মানিত শুরায়ে ফায়সাল জনাব ওয়াসিফ-উল-ইসলাম সাহেবের সাথে পরামর্শ করি। তিনি উদ্যোগটিকে ভাল বলে মত প্রকাশ করেন। গুরুত্বপূর্ণ এসব বয়ান থেকে মুবাল্লিগ ভাইগণ দিক নির্দেশনা পাবেন বলে আশা করছি। পাঠকদের সুবিধার্থে একটি পাতায় কিছু শব্দার্থ দেওয়া হল।

নানা ব্যস্ততার মাঝে কষ্ট স্বীকার করে বাংলা অংশের সম্পাদনা করেছেন হযরত মাওলানা আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া ও ইংরেজী অংশ সম্পাদনা করেছেন ডঃ ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ শাহারুল হক সাহেব। আমার স্ত্রী ও পুত্রদ্বয়সহ জনাব ইলিয়াস উদ্দিন মাহমুদ একাজে নানাভাবে আমাকে সহায়তা করেন। আমি তাঁদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ। আল্লাহ পাক আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস কবুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে সর্বাধিক কল্যাণ দান করুন। আমীন!

বিনীত- মুহাম্মদ সাইদুল ইসলাম।

সূচীপত্র

প্রকাশিত বিষয়ে ব্যবহৃত আরবী শব্দের অর্থঃ

আকীদা ঃ বিশ্বাস।
আখ্লাক ঃ সৎ-সভাব।
আযীয ঃ প্রিয়/সম্মানিত।
আয্মত ঃ বড়ত্ব।
ইক্রাম ঃ সম্মান করা।
ইখ্তিলাফ ঃ মতভেদ।
ইসার ঃ ত্যাগ।
ইখ্লাস ঃ নিষ্ঠা।
ইজ্তিমা ঃ সম্মেলন।
ইত্মিনান ঃ তৃপ্তি/প্রশান্তি।
ইরাদা ঃ ইচ্ছা পোষণ।
ইয়াকীন ঃ প্রত্যয়/দৃঢ় বিশ্বাস।
ইস্তিক্সার ঃ বৃদ্ধি কামনা করা।
ইস্তিখ্লাস ঃ খালেস/নির্ভেজাল করা।
ইস্তিগাসা ঃ সাহায্য চাওয়া।
ইস্তিহ্যার ঃ উপস্থিতি।
ইস্লাহ ঃ বিশুদ্ধ হওয়া।
ইহ্তিসাব ঃ ধর্তব্য/গণ্য।
উম্মত ঃ মুসলিম জাতিস্বত্ত্বা।
উমুমী ঃ ব্যাপক/সাধারণ।
উসূল ঃ মূলনীতি।
কানা'আত ঃ অল্পে তুষ্টি।
খুসুসী ঃ বিশিষ্ট।
খুশু-খুজু ঃ দেহ-মনের স্থিরতা।
গাশ্ত ঃ চলাফিরা।
জয্বা ঃ আগ্রহ/উদ্দীপনা/প্রেরণা।
তরীকা ঃ কর্মপন্থা।
তাওয়াক্কুল ঃ নির্ভরশীলতা।
তাক্ওয়া ঃ বেঁচে থাকা/খোদাভীরুতা।
তাকাযা ঃ চাহিদা।
তারবিয়্যাত ঃ প্রশিক্ষণ।
তাশ্কিল ঃ তৈরী করা/রূপদান করা।
তাহ্রীক ঃ নড়াচড়া/আন্দোলন।
তাহিয়্যাত ঃ পবিত্রতার বর্ণনা।
দা'ঈ ঃ দাওয়াতদাতা।
নুস্রত ঃ সহযোগিতা/সাহায্য।
ফাসিক/ফাজির ঃ কবীরা গুণাকারী।
ফিত্না ঃ বিপর্জয়।
ফিকির ঃ চেষ্টা/চিন্তা।
মদয়্ ঃ দাওয়াত প্রাপ্ত ব্যক্তি।
মাক্সাদ ঃ উদ্দেশ্য।
মজ্মা ঃ একত্রিত হওয়ার স্থান।
মারকায ঃ কেন্দ্র।
মাস্নুন ঃ সুন্নাত।
মাহ্বুবা ঃ প্রিয়।
মুখালিফ ঃ বিরোধী/প্রতিপক্ষ।
মুতাকাল্লিম ঃ বক্তা।
মুতাওয়াক্কিল ঃ তাওয়াক্কুলকারী।
মুবাল্লিগ ঃ প্রচারক।
মুশাহাদা ঃ প্রত্যক্ষ করা।
মুজাকারা ঃ পরস্পর আলোচনা।
মুজাহাদা ঃ সাধনা।
রিয়াযত ঃ সাধনা।
রুখ্সত ঃ ছুটি।
শিকায়াত ঃ অভিযোগ/দোষারোপ।
শুহ্রাত ঃ প্রসিদ্ধি।
সাদাকাত ঃ দান।
সাদেগী ঃ সাদাসিদা জীবন যাপন।
সিফাত ঃ গুণ।
হাকীকত ঃ স্বরূপ।
হিদায়াত ঃ সফলতা লাভ।
হুব্বুল-আয়েশ ঃ বিলাসিতা।

১। ১৯৬৫ইং সালে ঢাকার রমনা পার্কে রুখসতী জামায়াতের উদ্দেশ্যে

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ (রহ.) এর বয়ান ঃ

ভাই ও বন্ধুরা! মুহাম্মদ (সা.) এর তরীকা ধনী, গরীব, আলেম সর্বশ্রেণীর মানুষের আয়-উপার্জন, চাকুরী-বাকুরী, খাওয়া-পরাসহ ঘুমন্ত বা জাগ্রতাবস্থা তথা ২৪ ঘন্টা মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ ও কামিয়াবী দান করে। অন্যদিকে রাসূল (সা.) এর তরীকা ব্যতিত মানুষ রাজত্ব, চাকুরী, ব্যবসা, কৃষি, শিক্ষা, চিকিৎসা, খাওয়া, শোয়া ও পারিবারিক-জীবনে দুশ্চিন্তা ও কষ্টে থাকে। মেহেনত করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূল (সা.) এর তরীকা চালু করা গেলে সবাই শান্তি পাবে; এমনকি অমুসলিমরাও দুনিয়ায় অস্থিরতা হতে রেহাই পাবে। সোনা-রূপা, জমি-জায়গা, দালান-কোঠা, কল-কারখানা, খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থাপনা মানুষের বাহ্যিক শক্তিতে চলে না বরং তা' আত্মিক শক্তিতে চলে। রাজত্ব হাতে এসে গেলে দ্বীন চালু হয়ে যাবে এমন নয় বরং হিদায়াতের আলোকে অন্তর আলোকিত হলে দ্বীনের ব্যবস্থাপনা চলবে। আল্লাহ পাক বলেন, অর্থ ঃ **জ্যোতির উপর জ্যোতি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করেন তাঁর জ্যোতির দিকে। আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন ও আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। সে সব গৃহ, যাকে সমুন্নত করতে ও যাতে তাঁর নাম স্মরণ করতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে সে সব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্‌র স্মরণ হতে এবং সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান হতে বিরত রাখে না, তারা ভয় করে সে দিনকে যে দিন অনেক অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পরবে; যাতে তারা যে আমল করে তজ্জন্য আল্লাহ তাদেরকে উত্তম পুরস্কার দেন ও নিজ অনুগ্রহে তাদের প্রাপ্যের অধিক দেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন।** (সূরা-নূর, আয়াত-৩৫অংশ, ৩৬, ৩৭, ৩৮)। আল্লাহর জ্যোতি নিজস্ব ও চিরস্থায়ী, কিন্তু সূর্যের জ্যোতি সৃষ্ট। হিদায়াতের জ্যোতি অন্তরে প্রবিষ্ট হলে ঐ ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম ও রাসূল (সা.) এর তরীকায় লাভ দেখতে পায় ও সেপথে চলতে থাকে এবং আল্লাহর হুকুম ও রাসূল (সা.) এর তরীকা ছাড়ার মধ্যে ক্ষতি দেখে ও সেপথ থেকে বিরত থাকে।

হিদায়াতের জ্যোতিতে আল্লাহর কুদরত ও জান্নাত-জাহান্নাম দেখা যায়; ঐ জ্যোতি হৃদয়ে লুকায়িত থাকে, কবরে যা' চেহারায় প্রকাশ পায়। আল্লাহ পাক বলেন, অর্থ ঃ **তাদের জ্যোতি সম্মুখে ও দক্ষিণ পার্শ্বে ধাবিত হবে। তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান করুন ও আমাদের ক্ষমা করুন, নিশ্চয় আপনি সর্ব-বিষয়ে সর্ব-শক্তিমান।** (সূরা-তাহ্‌রীম, আয়াত-৮ এর অংশ)। ঐ জ্যোতি কারো মধ্যে প্রথম দিনের চাঁদের মত, কারো মধ্যে তারকার মত, কারো মধ্যে বিজলীর মত, কারো মধ্যে পূর্ণিমার চাঁদের মত এবং কারো

মধ্যে জলন্ত অঙ্গারের মত। হিদায়াতের আলোতে রাসূল (সা.) এর তরীকায় চলতে থাকলে আখিরাতে পুলসিরাত পার হয়ে ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে। ঐ জ্যোতি অর্জনের জন্য মেহেনতের সাথে আল্লাহর কাছে দু'আ করতে থাক। মেহেনতের পর দু'আ কবুল হয়; কালিমা ও নামাজের মেহেনতের দ্বারা ঐ জ্যোতি লাভ হয়। অন্যদের উপর কালিমা ও নামাজের মেহেনতের পরে মেহনতকারী ও ময়দানে অবস্থানকারী উভয়ের হিদায়াত মিলে।

নামাজরত ব্যক্তি দাঁড়ানো, রুকু, সিজদা, বৈঠক; এ চার অবস্থার কোন এক অবস্থায় থাকে। দাঁড়ানোবস্থায় তিলাওয়াত, রুকু-সিজদায় তাস্‌বীহ পাঠ, বৈঠকে তাহিয়্যাত ছাড়া অন্য কাজ যেমনঃ কারও সাথে কথা বলা বা চলাফেরা করায় নামাজ ভঙ্গ হয়। দ্বীনের মেহেনত নামাজের মতই বিশেষ আমল। (১) ফযীলতের আগ্রহ, (২) কালেমার ইয়াকীন, (৩) শরীয়তের জ্ঞান, (৪) আল্লাহর ধ্যান ও (৫) ইখলাস; এ পাঁচ গুণের সাথে নামাজ পড়লে নামাজীর দু'আ কবুল হয়। দু'আ দ্বারা জ্যোতি মিলে, নামাজী আল্লাহ্‌র দিকে ঝুকে পড়ে ও তাকে হিদায়াত দেওয়া হয়। আল্লাহর আদেশে সবকিছু হওয়ার ইয়াকীন ও রাসূল (সা.) এর তরীকা অনুসরণে নামাজ পড়ে যা' চাইবে আল্লাহ পাক তা' দিবেন। ফযীলতের আগ্রহে আল্লাহর ধ্যানে শরীয়ত অনুসরণ করে নামাজ পড়বে। উল্লেখিত পাঁচ গুণ অর্জনের মেহেনত নিজে কর ও অন্যকে পাঁচ গুণের উপর উঠানোর মেহেনত কর। এভাবে নিজের ও অন্যের হিদায়াত মিলবে; আল্লাহ্‌ ইখলাস দান করবেন। রাসূল (সা.) ও সাহাবা কিরাম (রাযি.) এর তরীকায় জামায়াতবন্দী হয়ে মানুষের ময়দানে জান-মাল নিয়ে নিজে চলা ও অন্যকে চালানো চাই। দ্বীনের মেহ্‌নতের এ উত্তম পন্থার প্রভাবে উম্মতের জন্য হিদায়াতের দরজা খুলে যাবে। আল্লাহর রাস্তায় (১) দাওয়াত, (২) তা'লীম, (৩) যিকির, (৪) নামাজ; ২৪ ঘন্টা সময় চার কাজে ব্যয় করবে। দাওয়াতের কাজ সঠিকভাবে করা হলে দু'আ কবুল হবে ও হিদায়াত মিলবে। দাওয়াত ও তাবলীগ ইজ্‌তিমায়ী আমল; যা' দ্বারা মানুষকে হিদায়াতের রাস্তায় আনা যায়। দাওয়াত চার প্রকারঃ (১) উমুমী, (২) খুসুসী, (৩) ইজ্‌তিমায়ী, (৪) ইন্‌ফিরাদী। দাওয়াতের একটি ক্ষেত্র ও অন্যটি তরিকা। উমুমী গাশ্‌তের ক্ষেত্র বাজার ও খুসুসী গাশ্‌তের ক্ষেত্র দোকান বা বাসা। একত্রিত ব্যক্তিদের দাওয়াত দেওয়া ইজ্‌তিমায়ী ও এক/দুই জনকে দাওয়াত দেওয়া হলো ইন্‌ফিরাদী। জামায়াতের সাথে দাওয়াত দেওয়া রাসূল (সা.) ও সাহাবা কিরাম (রাযি.) এর তরীকা। একা দাওয়াত দেওয়ার চেয়ে জামায়াতের সাথে দাওয়াত আল্লাহ্‌র নিকট অধিক পছন্দনীয়। জামায়াতের সাথে দাওয়াতে মানব জাতির হিদায়াত আসে। মানব জাতির প্রতি কুরআনের দাওয়াত; দাওয়াতের মধ্যে নামাজের তরীকা এলে অন্তর বিশুদ্ধ হয় ও ইয়াকীন মিলে।

ইয়াকীনের সাথে নামাজের তরীকায় যাদের দাওয়াত দেওয়া হবে ও যারা দা'ঈর সহযোগী হবে; আল্লাহ্‌ দা'ঈসহ সবাইকে হিদায়াত দিবেন। হিদায়াতের জন্য দাওয়াত ও নামাজের তরীকা শিক্ষা কর, যাতে দাওয়াত কবুল হয়। একজন আমীরের অধীনে জামায়াতবন্দী হয়ে যিকির ও ফিকিরের সাথে চলবে। মেহ্‌নত করে সবকিছুর ইয়াকীন অন্তর থেকে বের করে এক আল্লাহ্‌র ইয়াকীন অন্তরে ঢুকাও। শাসক, বিচারক বা ধনীরা দাওয়াতের কাজে লাগলে দ্বীন চালু হয়ে যাবে-কোন দা'ঈর এরূপ বিশ্বাস নবীদের বিশ্বাসের বিপরীত। পরিবেশের ইয়াকীন অন্তরে প্রবেশ করতে না দিও না বরং এক আল্লাহর ইয়াকীন অন্তরে পোষণ কর। দাওয়াতের তরীকা ভুল হলে সৃষ্টির ইয়াকীন অন্তরে প্রবেশ করবে। চৌধুরীপনা ও মালের ইয়াকীন নিয়ে দাওয়াতের কাজে চলাফেরায় চৌধুরীর চেয়ে যারা বড় তাদের ইয়াকীন, এমনকি সমস্ত শহরের মালের ইয়াকীন অন্তরে প্রবেশ করবে ও দা'ঈ বা মদয়ূ কারো হিদায়াত মিলবে না। চৌধুরীপনা ও মালের ইয়াকীন অন্তর থেকে বের কর এবং যাদের সাথে দাওয়াতের কাজে সাক্ষাৎ হয় তাদের বা তাদের মালের ইয়াকীন অন্তরে প্রবেশ করতে দিও না। দাওয়াতের কাজের সময় নামাজের তরীকা অনুসরণ কর। নামাজের প্রতিটি রুকন যথাঃ উঠা-বসা-রুকু-সিজ্‌দায় মনোযোগী থাকতে হয়, উমুমী ও খুসুসী গাশ্‌তের সময় কান, চোখ ও মুখকে তেমনই মনোযোগী রাখা চাই।

নামাজের মধ্যে দাড়ানোবস্থায় সিজদার স্থানে, রুকুতে দু' পায়ের মাঝখানে, সিজদায় নাকের ডগায় ও সালামের সময় কাঁধের দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। নামাজে মনোযোগী হলে পাশে দাড়ানো মন্ত্রী/কোটিপতির প্রতি খেয়াল থাকবে না কিন্তু অমনোযোগী হলে রুকুতে মোজার দিকে, সালামের সময় অন্যের দিকে দেখবে ও অন্তরে ঐগুলির ইয়াকীন জন্মাবে। নামাজের মধ্যে ইমামের তিলাওয়াত শুনবে অথবা নিজের তাস্‌বীহ্‌, তাকবীর ও দু'আ পাঠ শুনবে। নিজের নীচু স্বর শুনবে, ইমাম ছাড়া অন্যের উচ্চস্বর শুনবে না। নিজের ও অন্যের হিদায়াতের জন্য উমুমী ও খুসুসী গাশ্‌তে নামাজের পুর্ণ অনুসরণ হওয়া চাই। এক স্থান বা শহর থেকে অন্য স্থান বা শহরে যেতে চক্ষুর উপর নিয়ন্ত্রণ রাখ; যতটুকু না দেখলেই নয় ততটুকু দেখ। রাস্তার উভয় দিকের মানুষ ও দোকানের প্রতি লক্ষ্য না করে তাদের পরিণতির কথা চিন্তা কর। যাদের দাওয়াত দিবে তাদের বা তাদের মালের দিকে দেখবে না বরং জমিনের দিকে দেখ অর্থাৎ খেয়াল কর যে, সব কিছুর পরিণতি মাটি। খুসুসী গাশতে গিয়ে কার্পেট বা সোফায় বসে ঐগুলোর দিকে খেয়াল করবে না। তা' করলে ঐগুলোর হিসাব করতে থাকবে ও এদিক ওদিকের জিনিসপত্র দেখতে থাকবে ও হিদায়াত থেকে দূরে সরে যাবে। তখন তোমার কথা ময়না পাখির বুলির মত লাগবে। দাওয়াতের সময় মুতাকাল্লিমের কথা ইমামের কিরা'আতের মত শোন। যখন মুতাকাল্লিম চুপ থাকে তখন মনে

মনে আল্লাহর যিকির কর। উক্ত নিয়মে দাওয়াত ও গাশ্‌ত হওয়া চাই। উমুমী বা খুসুসি গাশ্‌তে বিস্তারিত কথার পরিবর্তে সংক্ষিপ্ত কথা উত্তম। সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত ও জরুরী কথা হলোঃ লা' ইলা'হা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদূর রাসূলুল্লাহ; যে কালিমা পাঠ করে মুসলমান হতে হয়। কালিমার হাকীকত হলো ঃ কোন কিছু থেকে কিছু হয় না, যা' কিছু হয় আল্লাহর হুকুমে হয় ও মুহাম্মদ (সা.) এর তরীকায় সফলতা, অন্য কোন তরীকায় সফলতা নাই; এতটুকু বলার পর বলবে মস্‌জিদে দ্বীনের আলোচনা হচ্ছে, দয়া করে মস্‌জিদে চলুন।

খুসুসী গাশ্‌তে দাওয়াতী ব্যক্তির মনে তাসির না হলে বা সে বিরক্ত হলে, দাওয়াতের পরে তাশ্‌কিল ছাড়াই ফিরে আসবে। পীর-মাশায়েখ বা আলেমদের সাথে দু'আর জন্য সাক্ষাৎ করবে, দাওয়াত দিবে না। অন্য কোন দিকে বড় হলে দাওয়াত দিবে ও তাসির অনুসারে তাশ্‌কিল করবে। অধিক তাসির হলে চিল্লা বা ৩-চিল্লার জন্য তাশকিল করবে। তাসির কম হলে গাশ্‌ত ও মসজিদের আমলে শরীক হতে বলবে। তাসির আরও কম হলে ছেলে বা চাকরকে গাশ্‌তে পাঠানোর অনুরোধ করবে। তাসির মোটেই না হলে তাশ্‌কিল জুতা মারার মত লাগবে, তাই তাশ্‌কিল ছাড়া ফিরে আসবে। মানুষকে পুরা দ্বীনের দাওয়াত দিতে হবে; জ্ঞান না থাকা বা সৎ-সাহসের অভাব অথবা অভ্যাস না থাকায় তা' করতে না পারলে নামাজের কথা বলে মসজিদে নিয়ে যাবে। মসজিদে নিয়ে যাওয়ার পর নামায পড়াও এবং অবস্থা বুঝে তাশ্‌কিল কর। কেউ দাওয়াতের কাজকে ঘৃণার চোখে দেখলে সংক্ষিপ্ত কথা বলে তাশ্‌কিল ছাড়া সালাম দিয়ে ফিরে আসবে। উমুমী গাশ্‌তে সবাইকে মসজিদে জমায়েতের চেষ্টা কর। ইরাদা বা ওয়াদা নিয়ে ছেড়ে দিবে না বরং সংক্ষেপে কালিমার হাকীকত ও দ্বীনের মেহেনতের গুরুত্ব বলে মসজিদে পাঠাও। নামাজ না পড়ে থাকলে নামায পড়াও ও মজ্‌মায় বসিয়ে দাও। গাশ্‌ত এমন সময় শেষ কর, যাতে ওযু করে তাক্‌বীরে উলার সাথে নামাজ পড়া যায়। মসজিদের বাইরে গাশ্‌তের মাধ্যমে দাওয়াতের দ্বারা মানুষকে মসজিদে পাঠাতে থাক; একই সাথে মসজিদে দাওয়াতের কাজ চলবে। ফরজ নামাযের পর সুন্নত পড়েই মজ্‌মা বসাবে। বয়ান কে করবে পূর্বেই তা' ঠিক করে নিবে। বয়ানের মধ্যে কালিমার ইয়াকীন, নামাজের উৎসাহ ও দ্বীনের শিক্ষা থাকা চাই। নবী-রাসূল ও সাহাবা কিরাম (রা.) দ্বীনের পথের ইমাম হওয়ায় বয়ানের মধ্যে তাঁদের ত্যাগের ঘটনা আসা চাই।

গাশ্‌তের সময় খাবারের ব্যবস্থা কর, যাতে কারো খাওয়ার দাওয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, আমাদের খাবার তৈরী হচ্ছে বরং আপনি অন্যকে সাথে নিয়ে মস্‌জিদে আসুন; এতে নগদ জামায়াত বের হবে। চিল্লার জন্য তৈরী না হলে তিন দিন বা এক দিনের জন্য হলেও আল্লাহর রাস্তায় বের করা চাই।

মুকামী কাজে উদ্বুদ্ধ কর। প্রতিদিন দুই বার তা'লীম করবে ও তা'লীমের জন্য পূর্বে লোক ঠিক করে নিবে। সপ্তাহে দুই গাশ্‌তে জুড়বে ও সবাইকে দ্বীনের মেহেনতের কোন না কোন উসূলের উপর উঠানোর চেষ্টা করবে যেন সবাই নামাজী হয়ে যায়। কোন বিনিময় গ্রহণ ছাড়া আল্লাহর রাজি-খুশীর জন্য দাওয়াতের কাজ করলে আল্লাহ অন্তরকে হকের দিকে রুজু করে দিবেন; এ ইয়াকীন থাকা চাই। ইখ্‌লাসের সাথে কাজ কর ও দাওয়াতের কাজে সারা পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়। দাওয়াতের কাজের উসিলায় মানব জাতির কল্যাণের দু'আ কবুল হয়। আম্বিয়াদের সাথে এমনই করা হয়েছে। দাওয়াতের পর তা'লীম, যিকির ও নামাজে রত হলে দাওয়াতের কাজে রূহ আসে।

তা'লীম চার প্রকারঃ (১) ফাযায়েলের কিতাব শুনা, (২) দ্বীন শিক্ষা করা, (৩) দ্বীন শিক্ষা দেওয়া, (৪) দু'আ-দরূদ মুখস্ত করা।

যিকির চার প্রকারঃ (১) কুরআনের তিলাওয়াত, (২) তাস্‌বিহ্‌ পাঠ, (৩) মাসনুন দু'আ ও (৪) পীর-মাশায়েখের ওযীফা।

নামাজ চার প্রকারঃ (১) প্রতি ওয়াক্তের ফরজ নামাজ, (২) সুন্নত নামাজ, (৩) ক্বাযা নামাজ ও (৪) নফল নামাজ। নফল নামাজ তিন প্রকারঃ (১) সময় ও সংখ্যা নির্দিষ্ট, (২) সংখ্যা নির্দিষ্ট কিন্তু সময় অনির্দিষ্ট, (৩) সময় ও সংখ্যা অনির্দিষ্ট। প্রথম প্রকারঃ ৪-১২ রাকাত তাহাজ্জুত, ইশরাক, চাশ্‌ত ও ৬ রাকাত আওয়াবীন। দ্বিতীয় প্রকারঃ তাহিয়াতুল মস্‌জিদ, তাহিয়াতুল্‌ ওযু, সালাতুত্‌ তওবা, সালাতুত্‌ তাস্‌বীহ, সালাতে ইস্তিখারা ও সালাতুল্‌ হাজত; বাকী সব নফল নামাজ তৃতীয় প্রকারের অন্তর্ভূক্ত। রাসূল (সা.) অবসর সময়কে নফলের জন্য সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। হাদীসে যত নফল ইবাদতের কথা বলা হয়েছে জামায়াতের সফরে ঐ গুলোর অভ্যাস করা চাই। আল্লাহর রাস্তায় দাওয়াত, তা'লীম, যিকির ও নামাজ আসল কাজ; এ চার কাজে ২৪ ঘন্টা ব্যয় করা হিদায়াত অর্জনের পথ। সর্বদা এ চার কাজে লেগে থাকা চাই।

অবশ্য আরও চার প্রকার কাজ যরুরত হিসাবে করতে হয়। যেমনঃ (১) কথা-বার্তা, (২) পেশাব-পায়খানা, (৩) খাওয়া-দাওয়া ও (৪) নিদ্রা যাওয়া। এতে যত কম সময় ব্যয় করবে মর্যাদা ততই বৃদ্ধি পাবে। ঘরবাড়ী ও রাজনীতির আলোচনা না করা চাই। পেশাব-পায়খানায় একা একা যাওয়ার সময় রাস্তায় যিকির করা ও দুই জনে তা'লীম বা দাওয়াতের আমলের সাথে যাওয়া চাই। যিকিরের সাথে খাবে ও শোবার সময় তাস্‌বীহ পাঠ বা ঈমানের কথা বলবে, শেখা ও শেখানোর মধ্য দিয়ে ঘুমিয়ে পড়বে। ছয় ঘন্টা নিদ্রার জন্য যথেষ্ট মনে করা। পেশাব-পায়খানা ও খাওয়া-দাওয়ায় যথাসম্ভব কম সময় লাগাবে। চারটি বিষয় থেকে বেঁচে থাকায় আল্লাহর মদদ লাভ ও স্থায়ী হিদায়াত লাভ হবে এবং

দাওয়াতী কাজের জন্য গায়েবী পথ খুলে যাবে। ঐ চারটি বিষয় হলঃ (১) সাওয়াল, (২) বাহানা, (৩) অতিরিক্ত ব্যয় করা ও (৪) অনুমতি ছাড়া কারও কিছু ব্যবহার করা। ধনী-গরীব, ওলামা-মাশায়েখ সবাই আল্লাহর মুখাপেক্ষী।

আল্লাহ পাকের নিকট গোপনে বা প্রকাশ্যে চাওয়া হলো দু'আ; হে আল্লাহ! ইসলামকে চমকিয়ে দিন, জামায়াত বের করে দিন, আমাদের রিযিক ও যান-বাহণের ব্যবস্থা করে দিন। গাইরুল্লাহর নিকট মনে মনে চাওয়াকে বাহানা ও প্রকাশ্যে চাওয়াকে সাওয়াল বলে। যার নিকট চাওয়া হবে সে লাভবান হবে। তখন আল্লাহ পাকের রাস্তা ঠিক হবে যখন আল্লাহর নিকট চাইতে শিখবে। পরাশক্তিকে পাল্টাতে হলেও তার জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ কর। আল্লাহর নিকট চাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোল; অন্যথায় তোমার মধ্যে বাহানার সৃষ্টি হবে, এমনকি সওয়ালের আশ্রয় নিতে হবে। কাউকে আসতে দেখলে অন্তর বলবে, সে হয়তো দাওয়াত দিবে ও মহিলার রান্না মিলবে; আমরা পুরুষ মানুষ কিভাবে রান্না করি? এজন্য জামায়াত কোথায়ও পৌছার পর পরই খাবার ব্যবস্থা করা চাই। বাহানা ও সওয়াল দ্বারা দু'আ কবুলের পথ রুদ্ধ হয়। দাওয়াত খাওয়ায় সময়ের অপচয় হয়। প্রথমতঃ যাতায়াত ও খাওয়ায় সময় বেশী লাগে, দ্বিতীয়তঃ খাওয়ার সময় বেশী খাওয়া হয়; সুস্বাদু খাবার হলেতো কথাই নাই।

অনুমতি ছাড়া সাথী বা অন্য কারো কোন জিনিস ব্যবহার করা হারাম। কেউ কোন জিনিস ব্যবহারের অনুমতি দিলেও দুইটি বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখা চাই। যার জিনিস তার প্রয়োজনের সময় তা' ব্যবহার না করা ও যে কাজের জিনিস সে কাজ ছাড়া অন্য কাজে তা' ব্যবহার না করা। যেমনঃ বদ্না দিয়ে বরফ না ভাঙ্গা, চাকু দিয়ে পেরেক বের না করা, বালিশের কভার দিয়ে ঝোল না মুছা অর্থাৎ যে জিনিস যে কাজে ব্যবহার করায় ক্ষতি হবে ও জিনিসের মালিক দুঃখ পাবে সে কাজে সে জিনিস ব্যবহার না করা। অন্যথায় জিনিসের মালিক ঐ সময় রাগ গোপন রাখলেও বাক-বিতন্ডার সময় তার রাগ প্রকাশ করে দিবে যা' হৃদয়কে জ্বালিয়ে দিতে পারে।

নিজের কাজ নিজে করা, জামায়াতের আমীর, সাথী ও মুসলিম-অমুসলিম সকল মুখাপেক্ষীর খেদমত করা চাই। সকলের জুতা গুছিয়ে রাখা ও প্রস্রাব-পায়খানা পরিস্কার করায় নফ্স ঠিক হবে, বিনয় আসবে, আল্লাহর সন্তুষ্টি মিলবে ও দু'আ কবুল হবে।

আল্লাহর ঘর মসজিদের ব্যবহার ঠিক হলে ইসলাম জিন্দা হবে, ব্যবহার ঠিক না হলে কিয়ামত নিকটবর্তী হবে। মসজিদ সংলগ্ন কক্ষে খাওয়া ও ঘুমানো হওয়া চাই। মসজিদে থাকতে হলে মালপত্র গুছিয়ে রেখে বারান্দায় থাকা চাই। কেরোসিন তেল ও পিয়াজ-রসুন মস্জিদের বাইরে রাখবে। মসজিদে উচ্চ শব্দ

করা হারাম হওয়ায় উচ্চস্বরে ডাকাডাকি করবে না। উমর (রাযি.) মসজিদে কঙ্কর নিক্ষেপ করে ডাকতেন। বাইরে হারানো দ্রব্যের ঘোষণা মসজিদে নিষিদ্ধ। মসজিদের আদবের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইতিকাফের নিয়তে থাকা ও দুনিয়াবী কথা না বলা। দুনিয়াবী কথার প্রয়োজন হলে মস্জিদের বাইরে গিয়ে সেরে নিবে। মস্জিদে কবর, কিয়ামত, জান্নাত-জাহান্নাম তথা দ্বীনি কথা বলবে।

নামাজের পর চার প্রকার দু'আ করবেঃ (১) হিদায়াতের জন্য সফরের তাওফীক চাওয়া, (২) দ্বীনি শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া, (৩) অমুসলিমদের মুসলমান হওয়া ও (৪) যাদের ভাগ্যে হিদায়াত নাই, তাদের ও বাতিল শক্তির সহায়কদের ধ্বংসের দু'আ করা। আল্লাহর রাস্তায় যারা বের হয়েছে, যারা বের হবে ও যারা সময় দিয়ে ফিরেছে, তারা মুকামী কাজ না করলে বৃষ্টির নালার মত হবে; তাদের ঝর্ণা বানানো চাই। মুকামী গাশ্ত, তা'লীম ও জামাতের নুসরত করা চাই। নিজের গ্রাম বা শহর মদীনার মত বানাও। রাসূল (সা.) সবাইকে মদীনা থেকে বের করেছেন। মদীনার সবাই নামাজী ছিলেন; শিক্ষক ও ছাত্র ছিলেন। ইল্মের সাথে যিকির এবং ইকরাম ও আখলাকের সাথে কাজ করবে; প্রত্যেকে গাশ্তে জুড়বে ও অন্যদের মসজিদে নিয়ে যাবে। পুরানোরা জামায়াতের তদারকির জন্য ও নুতনরা শিখার জন্য যাবে। আল্লাহর রাস্তায় যারা বের হয়েছে তাদের ঘরবাড়ীর খোঁজ-খবর নিলে তাদের সমান সওয়াব মিলবে। দাওয়াতের কাজের পরিবেশ বানাও।

২। মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান সম্বলিত

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ (রহ.) এর বয়ান ঃ

মন ভাল নয়, সারারাত ঘুম না হওয়া সত্ত্বেও দরকারী মনে করে বলছি। যে ব্যক্তি আমার কথা শুনে ও বুঝে আমল করবে আল্লাহ তাকে উজ্জল করবেন, অন্যথায় ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

মুহাম্মদ (সা.) ও সাহাবা কিরাম (রাযি.) অনেক কষ্ঠ ও ত্যাগের বিনিময়ে উম্মত গঠন করেছিলেন। মদীনার ইহুদীরা সর্বদা চেষ্টা করতো যাতে মুসলমান ঐক্যবদ্ধ থাকতে না পারে বরং তাদের ঐক্য বিনষ্ট হয়। যতদিন উম্মত ঐক্যবদ্ধ ছিল ততদিন কয়েক লক্ষ মুসলমান সারা পৃথিবীতে বিজয়ী ছিল। তাদের পাকা ঘর বা পাকা মসজিদ ছিল না; এমনকি তাতে বাতি পর্যন্ত জ্বলতো না। ৯ম হিজরীতে তামীম দারী (রাযি.) মুসলমান হয়ে মসজিদে নববীতে বাতি জ্বালান। আরবের বিভিন্ন গোত্র ও বংশের মানুষ ইসলামে দাখিল হয়ে এক উম্মতে পরিণত হওয়ার পর মসজিদে নববীতে বাতি জ্বালানো হল। তবে রাসূল (সা.) হিদায়াতের যে আলো নিয়ে আসেন তা' আরব ও আরবের বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। উম্মত গঠিত হওয়ার পর মুসলমান পৃথিবীর যে দিকে গিয়েছে দেশের পর দেশ তাদের অনুগত হয়েছে। ধন-সম্পদ ও বিবি-বাচ্চাকে উপেক্ষা করে নিজের বংশ, ভাষা ও দেশের ভিত্তিতে সাহায্যকারী না হয়ে সবাই উম্মত গঠনে আল্লাহ ও রাসূল (সা.) এর বাণীর দিকে লক্ষ্য করতেন। উম্মতের ঐক্যের জন্য পুনরায় আল্লাহ ও রাসূল (সা.) এর আদেশ-নিষেধের মোকাবেলায় ধন-সম্পদ ও বিবি-বাচ্চাকে উপেক্ষা করতে হবে। উম্মত ঐক্যবদ্ধ থাকাবস্থায় একজন মুসলমান কোথাও নিহত হলে পুরা উম্মত ব্যথিত হত। এখন হাজার হাজার মুসলমানকে হত্যা করা হলেও কেউ কিছু মনে করে না। বিশেষ এলাকা বা গোত্রের নাম উম্মত নয় বরং হাজার গোত্র ও বিভিন্ন এলাকার সমন্বয়ে উম্মত গঠিত হয়। কোন এলাকা বা গোত্র নিজের ও অন্য এলাকা বা গোত্র অন্যের মনে করায় উম্মতের ঐক্য নষ্ট করতঃ রাসূল (সা.) ও সাহাবা কিরাম (রাযি.) এর মেহেনত ধ্বংস করা হল। উম্মতের অনৈক্যের ফলে মুসলমান নিজেরা নিজেদের হত্যা করছে ও ইহুদী, খৃষ্টান বা বিধর্মীদের পক্ষ হতে তাদের হত্যা করা হচ্ছে। পুনরায় মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হলে দুনিয়ার কোন শক্তি তাদের ক্ষতি করতে পারবে না। মুসলমান স্বজন, বংশ বা এলাকার ভিত্তিতে নিজেদের ঐক্য নষ্ট করতে থাকলে খোদার কসম! সৈন্য ও অস্ত্র তোমাদের রক্ষা করতে পারবে না। উম্মতের ঐক্য বিনষ্ট ও রাসূল (সা.) এর ত্যাগ ধ্বংস করে মুসলমান মার খাচ্ছে ও নিহত হচ্ছে।

অন্তরের ব্যাথার কথা বলছি! মুসলমানদের মধ্যে উম্মতের ছিফাত না থাকা তাদের ধ্বংসের কারণ। রাসূল (সা.) এর উম্মত গঠন ও উম্মতের মর্যাদার কথা

মুসলমান ভুলে গেছে। আল্লাহর সাহায্য ও উম্মতের ঐক্যের জন্য নামায, যিকির ও মাদরাসার শিক্ষা যথেষ্ট নয়। আলী (রাযি.) কে হত্যাকারী ইবনে মুলজিম এমন যিকিরকারী ছিল যে, তাকে কতল করার সময় লোকজন উত্তেজিত হয়ে তার জিহবা কাটার কথা বললে জিহবা কাটা ছাড়া অন্য কোন শাস্তিতে তার আপত্তি ছিল না; কারণ জীবনের শেষ মূহূর্ত পর্যন্ত সে জিহবার সাহায্যে আল্লাহর যিকির করতে চাইছিল। রাসূল (সা.) বলেন ঃ আলী (রাযি.) এর হত্যাকারী উম্মতের নিকৃষ্ট ও দুর্ভাগ্যবান ব্যক্তি। আবুল ফযল ও ফয়জী মাদরাসায় শিক্ষা লাভ করে নোক্‌তা ছাড়া হরফে কুরআনের তাফসীর লিখেছিল; তারাই বাদশাহ আকবরকে পথভ্রষ্ট করে দ্বীন ধ্বংস করে। ইবনে মুলজিমের যিকির ও আবুল ফজলের ধর্মীয় শিক্ষা আল্লাহর মদদ ও উম্মতের ঐক্যের পরিপন্থী ছিল। শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.) সৈয়দ আহমদ শহীদ (রহ.) ও তাদের সাথীগণ দ্বীনদার হিসেবে উত্তম ছিলেন। তাঁরা সারহাদ এলাকায় গেলে স্থানীয় মুসলমানরা তাঁদের প্রাধান্য দেন। শয়তান তাদের কিছু লোকের অন্তরে একথা প্রবিষ্ট করালো যে, সারহাদে তাঁদের কথা চলবে কেন? ঐ লোকদের বিরোধিতার ফলে শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.) ও সৈয়দ আহমদ শহীদ (রহ.) এর বহু সাথী তথায় শহীদ হন। এভাবে সারহাদের কিছু সংখ্যক মুসলমানের এলাকাভিত্তিক মনোভাব উম্মতের ঐক্য নষ্ট করে দেয়। শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ ভারতবর্ষে ইংরেজদের রাজত্ব দিয়ে দিলেন। স্বজন, বংশ ও এলাকার ভিত্তিতে উম্মতকে বিচ্ছিন্ন করা আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয়।

প্রথম খলীফা নির্বাচনের সময় সা'আদ-বিন-উবাদা (রাযি.) আনসার ও মুহাজীরদের পক্ষ থেকে দুইজন খলীফার প্রস্তাব করেন। সর্বসম্মতিক্রমে আবু বকর (রাযি.) খলীফা নির্বাচিত হওয়ায় উম্মতের বিভক্তি রোধ হয় কিন্তু সা'আদ (রাযি.) কে তাঁর কথার খেসারত দিতে হয়। বর্ণিত আছে ঃ জ্বীন তাঁকে হত্যা করে। 'খাজরাজ গোত্রের সর্দার সা'আদ-বিন-উবাদা (রাযি.) কে তীর নিক্ষেপে তাঁর কলিজা ভেদ করতে ভুল করি নাই।' কবিতাকারে কথাগুলি আবৃতিকারীকে দেখা যায় নাই। এ ঘটনা উপমাস্বরূপ; এতে শিক্ষণীয় হল, যত ভাল মানুষ হোক না কেন কেউ নিজ গোত্র, এলাকা বা স্বজনের জন্য উম্মতের ঐক্য নষ্ট করে বা করতে চায়, তাকে তার পরিণাম ভোগ করতে হয়। সর্বস্তরের মুসলমান দ্বন্দ ভুলে রাসূল (সা.) এর কাজে লেগে গেলে উম্মত ঐক্যবদ্ধ হবে।

লেন-দেন, আচার-আচরণ ও ব্যবসা-বাণিজ্য ঠিক না থাকা উম্মতের ঐক্য নষ্ট করার সামিল। এক ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের মানুষ অন্য ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের মানুষের উপর জুলুম বা অবিচার করা, ন্যায্য পাওনা না দেওয়া, কষ্ট দেওয়া, তুচ্ছ জ্ঞান করা বা লাঞ্ছিত করায় বিচ্ছিন্নতা শুরু হয় ও ঐক্য নষ্ট হয়। শুধু

কালিমা ও তাসবীহ পাঠে উম্মত তৈরী হয় না। লেনদেন ও আচার-আচরণে সকলের অধিকার রক্ষা ও সবার সম্মান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উম্মতের ঐক্য প্রতিষ্ঠা হবে। নিজের স্বার্থ ত্যাগ করায় উম্মতের মধ্যে ঐক্য তৈরী হবে। রাসূল (সা.), আবু বকর (রাযি.) ও উমর (রাযি.) সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে সবকিছু বিসর্জন দিয়ে উম্মত তৈরী করেন। উমর (রাযি.) এর খিলাফতকালে একবার কোটি টাকার সম্পদ বায়তুল মালে জমা হলে তা' বন্টনের পরামর্শ করা হয়। পরামর্শকারীগণ বিভিন্ন গোত্র ও স্তরের লোক ছিলেন এবং রাসূল (সা.) এর সাহচর্যে পুন্যবান ও সম্মানী হিসেবে গণ্য ছিলেন। তাঁরা পরামর্শ করে বলেন যে, সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে ক্রমাধিকারের ভিত্তি হবে রাসূল (সা.) এর বংশ, আবু বকর (রাযি.) এর বংশ ও উমর (রাযি.) এর বংশ। উমর (রাযি.) এর নিকট একথা উপস্থাপন করা হলে তিনি বলেন যে, এ উম্মত যা' কিছু পেয়েছে বা পাচ্ছে তা' রাসূল (সা.) এর বদৌলতে। কাজেই রাসূল (সা.) এর নিকটতমদের সর্বাধিক ও তৎপর তাঁর বংশ হিসেবে ক্রমাধিকার ঠিক করা হোক। সে হিসেবে প্রথম বনী হাশেম, দ্বিতীয় বনী আবদে মন্নাফ, তৃতীয় বনী কুসাই, চতুর্থ বনী কেলাব, পঞ্চম বনী কা'ব, ষষ্ঠ বনী মুররার সন্তানদের সম্পদ বন্টন করা হোক। এতে উমর (রাযি.) এর গোত্র বহু পিছে পড়ে ও তাদের সম্পদের অংশ অনেক কমে যায় কিন্তু উমর (রাযি.) সিদ্ধান্ত দিয়ে দেন ও মাল প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নিজের গোত্রকে অনেক পিছে ফেলেন; এভাবে উম্মত তৈরী হয়।

উম্মত তৈরীর জন্য সুসম্পর্ক গড়া ও মতভেদ দূর করার প্রচেষ্টা থাকা চাই। রাসূল (সা.) এর এক হাদীসের সারাংশ, 'কিয়ামতের দিন একজনকে আনা হবে যিনি নামায, রোযা, হজ্ব, তাবলীগ সবই করেছেন কিন্তু তাকে আযাবে নিক্ষেপ করা হবে; কারণ তার কোন কথায় উম্মতের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়। তাকে বলা হবে, ঐ কথার শাস্তি ভোগ কর যে কথায় উম্মতের ক্ষতি হয়েছিল। অতঃপর অন্য একজনকে আনা হবে যার নামায, রোজা, হজ্ব, তাবলীগ কম ও সে আল্লাহর আযাবের ভয়ে অনেক বেশি ভীত থাকবে কিন্তু তাকে অনেক সওয়াব দ্বারা সম্মানিত করা হবে। এ দয়া কোন্ আমলের বিনিময়ে তা' সে জানতে চাইবে। তাকে বলা হবে, 'তুমি এক সময় এমন কথা বলেছিলে, যাতে উম্মতের মধ্যে বিদ্যমান দ্বন্দ্ব মিটে পরস্পর মিল হয়; এসব সওয়াব তোমার ঐ কথার পরিবর্তে।' উম্মতের ঐক্য বা বিচ্ছেদ ও জোড় বা মতভেদ সৃষ্টির জন্য জিহবা সবচেয়ে বেশি দায়ী। কোন কথায় মিলন হয় বা ভাঙ্গা অন্তর জোড়া লাগে আবার কোন কথায় অন্তর ভাঙ্গে। আল্লাহ সব কথা শুনেন; বান্দা যখন এ খেয়াল রাখে তখন জিহবা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। মুখ হতে দ্বন্দ্ব লাগার মত কথা বের হলে বাদানুবাদ শুরু হয় ও কখনও লাঠি চলতে শুরু করে। এজন্য প্রয়োজন জিহবাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা।

মদীনা শরীফে আউস ও খাজরাজ নামে প্রধান দুইটি গোত্র বাস করত। পুরুষানুক্রমে তাদের মধ্যে বিরোধ ও শত্রুতা চলছিল। রাসূল (সা.) মদীনায় হিজরত করলে তাদের সবার ইসলামের সৌভাগ্য লাভ হয়; ইসলামের বরকতে তাদের পূর্বের বিরোধ মিটে যায়। এমতাবস্থায় ইহুদীরা তাদের পুনরায় বিরোধে লাগাতে চেষ্টা করে। উভয় গোত্রের লোকের উপস্থিতিতে একজন কুটবুদ্ধির লোক তাদের পুরানো বিরোধ সম্পর্কে কিছু কবিতা পাঠ করে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। প্রথমতঃ একে অপরের সাথে বাক-বিতন্ডা শুরু করে ও পরে উভয় দিক থেকে অস্ত্র আনা হয়। রাসূল (সা.) কে কেউ সংবাদ দিলে তথায় গিয়ে বললেন, 'আমার জীবিতাবস্থায় তোমরা মারামারি কাটাকাটি করবে!' হুযূর (সা.) এর দরদ ভরা সংক্ষিপ্ত খুৎবায় উভয় গোত্র বুঝতে পারে যে, শয়তান তাদের উত্তেজিত করেছে। উভয় গোত্র দুঃখ প্রকাশ করে মিলে গেল। অতঃপর আয়াত অবতীর্ণ হলো, **'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর এবং আত্মসমর্পনকারী না হয়ে কোন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না।'** (সূরা আল্-ইমরান, আয়াত-১০২)। যে আল্লাহকে সর্বদা স্মরণে রাখে, তাঁর ক্রোধ ও শাস্তিকেয় ভয় করে, তার আদেশ-নিষেধ মানতে থাকে, শয়তান তাকে উত্তেজিত করতে পারে না; সে উম্মতের অনৈক্য ও সমস্ত মন্দ হতে বাঁচতে পারে। **'তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু (কুরআন ও ইসলাম) দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ কর ঃ তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু ও তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরাতো অগ্নিকুন্ডের প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ তা' থেকে তোমাদের রক্ষা করেছেন।'** (সূরা আল্-ইমরান, আয়াত-১০৩অংশ)। সবার সাথে শয়তান আছে; তোমাদের মধ্যে এমন এক জামায়াত থাকবে, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকবে ও ভাল কাজের আদেশ দিবে এবং খারাপ কাজ ও বিপথগামী হওয়া থেকে ফিরাবে। **'তোমাদের মধ্যে এমন একদল হোক যারা কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দিবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে; তারাই সফলকাম।'** (সূরা আল্-ইমরান, আয়াত-১০৪অংশ)। রাসূল (সা.) এর নামায, যিকির ও ইল্মের উপর মেহেনত এবং খারাপ কাজ হতে ফিরানোর মেহেনতের ফলে উম্মতের ঐক্য হয়ে থাকে। **'তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে, নিজেদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করেছে। তাদের জন্য মহা শাস্তি রয়েছে।'** (সূরা আল্-ইমরান, আয়াত-১০৫)।

দ্বীনের সকল বিষয় মিলের জন্য এসেছে; নামাজ ও রোজার মধ্যে মিলন আছে, হজ্জের মধ্যে বিভিন্ন গোত্র, দেশ ও ভাষার মানুষের সম্মেলন হয়। তা'লীমের হালকা মিলনের জন্য; মুসলমানের সম্মান, ভালবাসা, একে অপরকে হাদিয়া দেওয়া-নেওয়া মিলন ও জান্নাতে যাওয়ার আমল। এসব আমলের জন্য

মেহেনতকারীর চেহারা কিয়ামতের দিন উজ্জ্বল থাকবে। পক্ষান্তরে হিংসা-বিদ্বেষ ও পরনিন্দা-কুটনামী, একে অন্যকে তুচ্ছ করা, মনে কষ্ট দেয়া- এসব পরস্পর ভাঙ্গন, মতভেদ ও দোযখে যাওয়ার পথ। এসব কাজের জন্য আখেরাতে চেহারা কালো থাকবে। **'সেদিন কিছু মুখ উজ্জল হবে ও কিছু মুখকালো হবে; যাদের মুখ কালো হবে তাদেরকে বলা হবে, ঈমান আনার পর কি তোমরা কুফ্‌রী করেছিলে? কাজেই তোমরা শাস্তি ভোগ কর, যেহেতু তোমরা কুফরী করতে। আর যাদের মুখ উজ্জ্বল হবে তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে থাকবে, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।'** (সূরা আল-ইমরান, আয়াত-১০৬ ও ১০৭)।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! এসব আয়াত তখন অবতীর্ণ হয় ইহুদীরা আনসারদের মধ্যে যখন ভাঙ্গন সৃষ্টি ও তাদের দুই গোত্রকে একে অপরের বিরুদ্ধে লাগানোর চেষ্টা করছিল। মুসলমানদের ঝগড়া ও অনৈক্যকে কুফুরী বলা হয়েছে ও আখিরাতে আযাবের ভয় দেখানো হয়েছে। উম্মতের ঐক্য নষ্ট করার কাজ চলছে; যার চিকিৎসা হল নিজেদেরকে রাসূল (সা.) এর মেহেনতে লাগিয়ে রাখা। মুসলমানদের মসজিদে নিয়ে আস; মসজিদে যেন ঈমানের আলোচনা, তা'লীম ও যিকিরের বৈঠক হয় এবং দ্বীনের মেহেনতের পরামর্শ হয়। বিভিন্ন স্থান হতে বিভিন্ন স্তরের ও ভাষার মানুষ মসজিদে নববীর নিয়মে একত্রিত হলে উম্মত ঐক্যবদ্ধ হবে। শয়তান পরস্পর বিরোধ সৃষ্টি করার সুযোগ পাওয়ার মত কাজ হতে বিরত থাকবে। তিন জন একত্রে বসার সময় খেয়াল রাখা যে, চতুর্থ আল্লাহ সাথে আছেন। চার বা পাঁচ জন বসলে মনে করবে যে, আল্লাহ পঞ্চম বা ষষ্ঠ সাথে আছেন। তিনি আমাদের সব কথা শুনেন ও দেখেন। আমরা উম্মতের ঐক্যের কথা, নাকি উম্মতের অনৈক্যের কথা বলছি। আমরা অগোচরে কারো বিরোধিতার পথ তৈরী বা দোষ বলছি কিনা! রাসূল (সা.) এর রক্ত ও তাঁর অভুক্ত থাকার বিনিময়ে এ উম্মত তৈরী হয়েছিল। এখন আমরা সাধারণ কথা নিয়ে উম্মতের ঐক্য নষ্ট করছি। জুম'আর নামাজ ত্যাগের জন্য তত ধরা হবে না, উম্মতের অনৈক্যের জন্য যত ধরা হবে। যদি উম্মতের মধ্যে ঐক্য এসে যায় তবে মুসলমান অপমানিত হবে না। পরাশক্তি তাদের সামনে নতিস্বীকার করবে। **'আজিল্লাতিন আলাল্ মুমিনীন'** অর্থঃ **'তারা মুমিনদের প্রতি কোমল'** (সূরা মায়িদা, আয়াত-৫৪অংশ) এর উপর আমল করলে উম্মতের মধ্যে ঐক্য আসবে। এক মুসলমান অপর মুসলমানের মোকাবেলায় নিজকে ছোট মনে করা ও নম্রতা অবলম্বন করা শিখবে। তাবলীগের মাধ্যমে এর অনুশীলন করা হয়। মুসলমানের মধ্যে যখন এ গুণ আসবে, তখন তারা দুনিয়াতে **'আয়িজ্জাতিন আলাল্ কাফিরীন'** (সূরা মায়িদা, আয়াত-৫৪অংশ) অর্থঃ **তারা কাফেরের বিরুদ্ধে কঠোর হবে।** সে কাফের ইউরোপ বা এশিয়া যেখানেরই হোক।

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! আল্লাহ ও রাসূল (সা.) ঐসব কাজকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন যার দ্বারা অন্তরের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয় বা হওয়ার আশঙ্কা থাকে। দুই দুই জন বা চার চার জন কানে কানে কথা বললে শয়তান অন্তরে কু-ধারণা সৃষ্টি করতে পারে, যা' নিষেধ করা হয়েছে ও তা' শয়তানের কাজ বলা হয়েছে। তেমনি অন্যকে হেয় করা, ছোট করা বা লজ্জিত করা হতে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। অন্যের অজানা দোষ খোঁজা বা জানা দোষ অন্যের সাথে আলোচনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। পিছনে কথা বলাকে হারাম করা হয়েছে। কারো জানা দোষকে অন্যের নিকট প্রকাশ করার নাম গীবত। যা' কিছু দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে, উম্মতের ঐক্য নষ্ট করে, সে সব কিছুকে হারাম করা হয়েছে। একে অপরকে সম্মান করা, যা' দ্বারা উম্মত জুড়ে যায় ও উম্মত ঐক্যবদ্ধ হয়, তার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অন্য ব্যক্তি হতে নিজের সম্মান চাওয়া নিষেধ করা হয়েছে, কেননা তাতে উম্মত বিচ্ছিন্ন হয়। উম্মত তৈরীর জন্য সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, আমি সম্মান পাওয়ার উপযুক্ত নই বরং অন্যকে সম্মান করতে হবে। অন্যরা উপযুক্ত আমি তাদের সম্মান বা তাদের ইক্‌রাম করি। আমিত্বকে ত্যাগ করলে উম্মত তৈরী হবে। উম্মত তৈরী হলে তার নিকট সম্মান পাওয়া যাবে। সম্মান ও অপমান আল্লাহ পাকের হাতে; যা' পরাশক্তির নিয়মে নাই। আল্লাহর কাছে নীতি ও নিয়ম আছে। যে ব্যক্তি, সম্প্রদায় বা গোত্র সম্মান লাভের আমল করবে, আল্লাহ তাকে বা তাদের সম্মানিত ও উজ্জল করবেন। যে ব্যক্তি বা সম্প্রদায় ধ্বংস হওয়ার কাজ করবে আল্লাহ পাক ঐ ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে ধ্বংস করবেন। আম্বিয়াদের বংশধর ইহুদীরা উসূল নষ্ট করায় আল্লাহ পাক তাদের ধ্বংস করে দিয়েছেন। সাহাবা (রাযি.) মূর্তিপূজকদের সন্তান ছিলেন; তাঁরা উসূল মেনে চলায় আল্লাহ তাদের উজ্জল করেছেন। আল্লাহ পাকের সাথে কারো আত্মীয়তা নাই; তার নিকট উসূল বা নিয়মের প্রাধান্য।

বন্ধুগণ! ঐ মেহেনতে নিজকে নিয়োজিত কর, যা' দ্বারা মুসলমান ঈমানদার, নামাজী, যিকিরকারী, তা'লীমকারী, সম্মানকারী ও ঐক্য প্রতিষ্ঠাকারী হয়। কানে কানে কথা বলার মত, নাফরমানী করার মত, নিজের ভাই ও সাথীদের অপদস্থ করার মত উম্মত না হয়। মুসলমান অপরের দোষ তালাশ, পরনিন্দা ও গীবত করার মত না হয়। যদি কোন এলাকায় সঠিক উসূলের উপর মেহেনত শুরু হয়, তাহলে পুরা দুনিয়ায় তার প্রভাব পড়বে। বিভিন্ন এলাকা ও ভাষার মানুষকে একত্রিত করে জামায়াত পাঠানো ও উসূলের খেয়াল রাখার উপর গুরুত্ব দেয়া দরকার। ইনশাআল্লাহ এতে উম্মতের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে ও শয়তান বা নফ্‌স ক্ষতি করতে পারবে না। অতঃপর হযরতজী (রহ.) গ্রামাঞ্চলে মেহেনত করে পরিবেশ তৈরীর উপর গুরুত্ব আরোপ করে দু'আর সাথে বয়ান শেষ করেন।

৩। বিশ্ব তাবলীগ জামায়াতের দ্বিতীয় আমীর

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ (রহ.) এর শেষ বয়ান ঃ

নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লি 'আলা রাসুলিহিল কারীম। আসমান ও জমিনে আল্লাহর সকল সৃষ্টি ক্ষণস্থায়ী। ক্ষণিকের পেট ভরা ও পিপাসা মেটা, কখনও সুস্থতা আবার অসুস্থতা, কখনও শান্তি আবার অশান্তি, অল্প সময়ের লালন-পালন ও সাময়িক প্রয়োজন পূরণ, কখনও সম্মান ও কখনও অসম্মান, স্বল্প সময়ের জীবন ও হঠাৎ মৃত্যু; এ সবই ক্ষণস্থায়ী। আল্লাহ মানুষের জন্য ক্ষণস্থায়ী ও চিরস্থায়ী ব্যবস্থা যেমনঃ ক্ষণস্থায়ী সম্মান ও স্থায়ী সম্মান, ক্ষণস্থায়ী সুস্থতা ও স্থায়ী সুস্থতার ব্যবস্থা রেখেছেন। আল্লাহ মানুষের মধ্যে পৃথিবীতে ক্ষণস্থায়ী সফলতা দানকারী আবার মরণের পরে চিরস্থায়ী সফলতা দানকারী সম্পদ রেখেছেন। এজন্য একজন মানুষের মধ্যে যে সম্পদ রয়েছে আসমান-জমিনের মূল্য তার সমান হতে পারে না। যদি মানুষের আত্মিক সম্পদ নষ্ট হয়, তবে আস্‌মান ও জমিন দ্বারাও তা' ঠিক হয় না। যদি মানুষের আত্মা ঠিক হয় ও আত্মিক সম্পদ প্রকাশিত হয়, তবে আস্‌মান ও জমিন লাভের চেয়েও অধিক সফলতা আসে। আত্মিক সম্পদ অনেক বড় জিনিস; এ সম্পদের প্রথম কথা ও প্রধান ভিত্তি মুখে আল্লাহ বলা। শুধু মুখে আল্লাহ বলাও অনেক বড় সম্পদ; এক জন আল্লাহ বলার লোক পৃথিবীতে থাকা পর্যন্ত জমিন ও আসমান ঠিক থাকবে। একজন আল্লাহ বলার লোক না থাকলে, আল্লাহ জমিন ও আসমান ছিন্ন-ভিন্ন করে দিবেন। যদি মানুষের মধ্যে অন্য কোন সম্পদ না থাকে, শুধু সে মুখে আল্লাহ বলে; তা' এত বড় সম্পদ যে, আসমান ও জমিন যা'র উপর দাঁড়িয়ে আছে। মানুষের মধ্যে নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত না থাকলেও সে মুখে আল্লাহ বলে তা' এত বড় সম্পদ যে, এতে আস্‌মান ও জমিন দাঁড়িয়ে থাকবে। যদি মানুষের মধ্যে এতটুকু সম্পদ না থাকে, তবে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ মারা যাবে এবং জল-স্থল ও বাতাসের সমস্ত প্রাণী, উদ্ভিদ ও জড়-পদার্থ ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ বলা এত বড় সম্পদ যে, আসমান-জমিন যার উপর কায়েম আছে। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, অর্থ ঃ **যারা বলে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, অতঃপর অবিচল থাকে, তাদের নিকট ফেরেশ্‌তা অবতীর্ণ হয়ে বলে, তোমরা ভীত ও চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদের যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও।** (সূরা হা'মীম সিজ্‌দা, আয়াত-৩০)।

আল্লাহ রব্! এ শুধু শব্দ নয় বরং এ এক মেহেনতের নাম। যদি বলা হয় যে, রাজত্ব, দোকান, চাকুরী বা চাষাবাদ দ্বারা লালিত-পালিত হই; এ কথা শুধু কোন শব্দ নয় বরং এগুলি মেহেনতের নাম। এসব কথা মুখে বলার পর মেহেনত শুরু হয়। যেমনঃ পশু ক্রয় করে জমিতে লাঙ্গল চালানো, উৎপাদিত শষ্য বিক্রি করা, বিবাহ-শাদী করা ইত্যাদি। তেমনি আল্লাহ আমাদের রব্; এ কথা বলার পর

মেহেনত শুরু হয়। আল্লাহ প্রতিপালক হলে অন্য কিছু বা কারো থেকে প্রতিপালিত হওয়ার বিশ্বাস বের কর। প্রথম মেহেনত হল, আমি জমিন ও আসমান এবং এর মধ্যে যা' কিছু আছে এ সবের দ্বারা প্রতিপালিত নই বরং আল্লাহ আমাকে পালেন; মেহেনত করে এ বিশ্বাস অন্তরে বসানো এবং এ বিশ্বাস শিরা ও উপ-শিরায় প্রবাহের জন্য রাসূল (সা.) এর তরীকায় মেহেনত করা। আল্লাহ আমাকে পালেন! এর হাকীকত অন্তরে স্থির করার জন্য রাজত্ব, সম্পদ, ব্যবসা বা চাষাবাদের মেহেনত নয় বরং এগুলো অন্তর থেকে বের হয়ে মুখে আসবে। আল্লাহ রব্ হওয়ার ইয়াকীনের মেহেনত ছেড়ে রাজত্ব ও সম্পদের মেহেনতের উপর লাগলে আল্লাহ রব হওয়ার ইয়াকীন অন্তর থেকে বের হয়ে মুখে থেকে যাবে। রাসূল (সা.) এর মেহেনত 'আল্লাহ রব'; এ বাক্যের উপর করতে হবে অর্থাৎ মেহেনত করে এ হাকীকত পর্যন্ত পৌছতে হবে, আল্লাহ আমাদের পালেন। আল্লাহর প্রতিপালনের মধ্যে চাষাবাদ বা দোকানের শর্ত নাই; আল্লাহ নিজের হুকুমে লালন-পালন করেন। যদি এর হাকীকত পয়দা হয়, তবে পরাশক্তি আমাদের পায়ের নীচে আসবে। শর্ত হল, শুধু মুখে বললে হবে না বরং অন্তরে এর হাকীকত থাকতে হবে; তবেই দুনিয়ায় সফলতা আসবে ও কবরের আযাব থেকে বাঁচতে পারবে। হুর, বাগান, সোনা-রূপার ইমারত এবং সর্বদা যৌবন ও সৌন্দর্য মিলবে। আল্লাহ রব্; এ কথা মানুষের অন্তরে বসানোর জন্য রাসূল (সা.) এর রিসালাত। জগতে যা' কিছু আছে সে সব সীমাবদ্ধ ও ধ্বংসশীল এবং আল্লাহর কাছে যা' আছে তা' অসীম ও চিরস্থায়ী। আল্লাহ থেকে প্রতিপালনের জন্য রাসূল (সা.) এর তরীকায় মেহেনত করতে হবে।

আল্লাহ শিক্ষাদানকারী ও সংশোধনকারী। আল্লাহকে উপাস্য মেনে তাঁর ইবাদত করে প্রতিপালিত হও। ইবাদতের দ্বারা প্রতিপালিত হওয়ার উপর মেহেনত করা হলে অন্তরে তা' বসবে। নামাজ নিজেকে ব্যবহার করার তরীকা; নামাজ রাসূল (সা.) এর তরীকায় নিজের চোখ, কান, নাক ব্যবহার করতে শিখায়। রাসূল (সা.) জমিন, গাড়ী বা পশু যেভাবে ব্যবহার করেছেন, নামাজ সেভাবে ব্যবহার করা শিখায়। স্বর্ণ, রৌপ্য ও রাজত্ব দ্বারা প্রতিপালিত হওয়ার মধ্যে কি আছে? এ জমি থেকে ফসল তোলার বিষয়ে আমাদের ব্যবহার পদ্ধতি, ব্যবসা বা দোকান থেকে উপকার পাওয়ার বিষয়ে আমাদের ব্যবহারবিধি, শাসন বা রাজত্ব থেকে লাভ নেওয়ার বিষয়ে আমাদের ব্যবহারবিধি। নামাজ কি? সৃষ্টি-জগত থেকে ফায়দা নেওয়া নয় বরং আল্লাহর নিকট থেকে উভয় জগতে কল্যাণ ও কামিয়াবী লাভের জন্য আমাদের ব্যবহার বিধির নাম নামাজ। আল্লাহ লালন-পালন করবেন; এ বিশ্বাসের মধ্যে আমাদের ব্যবহার রাসূল (সা.) এর তরীকায় হতে হবে। রাসূল (সা.) কিভাবে সাওর গুহায় রক্ষা পেলেন, বদরে জয়লাভ করলেন, খন্দকে আক্রমন থেকে মুক্তি পেলেন; এ সবের উত্তর মিলবে নামাজ

পড়ে আল্লাহর কাছে চাওয়ার পর তা' পুরা করার মাধ্যমে। রাসূল (সা.) এর সমস্যা কিভাবে সমাধান হয়েছে; উত্তর হল নামাজের দ্বারা হয়েছে।

আল্লাহর যত ইবাদত রাসূল (সা.) করেছেন, তা' কোন ওলী করেননি। হাদীসে আছে ঃ রাসূল (সা.) এত দীর্ঘ নামাজ পড়তেন যে, নামাজ পড়তে পড়তে শুষ্ক মুশকের মত হয়ে যেতেন; তাঁর পা' মুবারক ফুলে যেত। কোন সাহসী ব্যক্তি নফল নামাজে হুযূর (সা.) এর পিছনে দাড়ালে তার শরীরে ব্যাথা হয়ে সারাদিন সে ব্যাথা থাকত। রাসূল (সা.) এক রাকাতে ৪/৫/৬ পারা কুরআন পড়তেন। একবার নামাজে তিনি যত দীর্ঘ কিয়াম, তত দীর্ঘ রুকু-সিজদা ও জালসা করেন। রাসূল (সা.) চার রাকাত নামাজ এত দীর্ঘ করেন যে, এক সাহাবী তাঁর পিছনে নামাজ পড়ায় অবস্থা করুণ হয়ে পড়ে। রাসূল (সা.) বলেন ঃ তোমার কথা জানলে আমি নামাজ সংক্ষিপ্ত করতাম। আল্লাহর কাছে রাসূল (সা.) উম্মতের প্রতিপালনের জন্য ও শত্রু কর্তৃক উম্মতকে দুনিয়া হতে মিটিয়ে দিতে না পারা এবং উম্মতের পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ না হওয়া কামনা করেন। আল্লাহ বলেন ঃ দুনিয়ায় পাপের শাস্তি হবে। রাসূল (সা.) এ রকম নামাজ পড়েছেন যে, আল্লাহ তাঁর জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি নামাজ পড়ে উম্মতের জন্য কাঁদতেন। রাসূল (সা.) এত কাঁদছেন কেন তা' জানার জন্য আল্লাহ জিব্রাইল (আ.) কে পাঠান। উত্তরে রাসূল (সা.) বলেন ঃ উম্মতের জন্য কাঁদছি। আল্লাহ বলেন ঃ কাঁদবেন না; আপনার উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে খুশি করে দিব। এসব কিছু ইবাদত ও নামাজের দ্বারা হয়েছে। রাসূল (সা.) একদা এত দীর্ঘ সিজদা করেন যে, হুযূরের ইন্তিকাল হয়েছে বলে ধারণা হয়। রাসূল (সা.) বললেন ঃ উম্মতের মাগফিরাতের সুসংবাদ মিলেছে। তাই শুকরিয়া স্বরূপ ঐ লম্বা সিজদা করেছি। একদা রাসূল (সা.) তিন দিন পর্যন্ত ক্ষুধার্ত ছিলেন কিন্তু ঘনিষ্টদের কাছে তা' না বলে মসজিদে নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে বলেন ঃ হে আল্লাহ! রুটি দাও। রাসূল (সা.) ঘরে এসে আয়শা (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি কোন ব্যবস্থা হয়নি বলে জানান। পুনরায় মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ে ঘরে গিয়ে একই জবাব পান এবং ৩/৪ বার এরূপ করেন। ৩য় বা ৪র্থ বারে আয়শা (রাযি.) বলেন ঃ আল্লাহ ব্যবস্থা করেছেন; উসমান (রাযি.) খাবার দিয়ে গেছেন। রাসূল (সা.) কেঁদে বলেন ঃ আল্লাহর কাছে চেয়ে নাও। জুতার ফিতা ছিড়ে গেলেও তা' আল্লাহর কাছে চাও।

আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক! এর হাকীকত হল নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর কাছ থেকে সমস্যার সমাধান লাভ করা; নতুবা 'আল্লাহ রব্' শুধু মুখে থাকবে। নামাজের উপর মেহেনত দ্বারা যখন রুজি, আবাস, সন্তানাদি, সুস্থতা, সম্মান ও নিরাপত্তা বিধান হবে, তখন নামাজ হবে। নিজের নামাজ দ্বারা নিজের সমস্যার

সমাধান ও রাষ্ট্রীয় নামাজ দ্বারা রাষ্টীয় সমস্যার সমাধান করতে হবে। আল্লাহ প্রভু হওয়ার মেহেনত হল, নামাজের উপর মেহেনত করে নিজের গ্রাম বা নগরীর সমস্যার সমাধান করা। রাসূল (সা.) সাহাবা কিরাম (রাযি.) কে এ মেহেনতের উপর উঠান। ঐ সময় কিস্‌রা ও কাইসার আমেরিকা ও রাশিয়ার মত ছিল। নামাজের দ্বারা উভয় শক্তির ধন-ভান্ডার মুসলমানদের পায়ের নিচে আসে ও গ্রাম্য মুসলমান গভর্ণর হয়। উমর (রাযি.) এর খেলাফতকালে এক দুর্ভিক্ষে লোকজন চতুর্দিক থেকে মদীনায় আসতে থাকে। উমর (রাযি.) ব্যবস্থাপনা শুরু ও দু'আ করেন যেন দুর্ভিক্ষে লোক মারা না যায়। মিশরের গভর্নর আমর ইব্‌নুল আস (রাযি.) এর নিকট খাদ্যশষ্য পাঠানোর জন্য পত্র পাঠান। আমর (রাযি.) উত্তর বলেন ঃ খাদ্য শষ্য ভরে উটের এত বড় বহর যাবে যার প্রথম উট মদীনা ও শেষ উট মিশরে থাকবে। খাদ্যশষ্য পৌছতে লাগল। খেলাফতের পক্ষ থেকে প্রতিদিন ৪০/৫০ হাজার লোকের খাবার ব্যবস্থা করা হত। গ্রামের প্রতি ঘরে খাবার পাঠানো হচ্ছিল। বিশাল ব্যবস্থা করা হল কিন্তু দুর্ভিক্ষ বাড়তেই থাকল। এক ব্যক্তি একটা বকরী জবেহ করলে তা'তে হাড়, রক্ত ও চামড়া ছাড়া আর কিছু বের হল না। ঐ ব্যক্তির কণ্ঠ থেকে বের হল ঃ হায় মুহাম্মদ (সা.)! চোখ থেকে অশ্রু বের হল, তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। রাসূল (সা.) স্বপ্নে তাকে বললেন ঃ উমর (রাযি.) কে আমার ছালাম দিয়ে বলবে, তাঁর বুদ্ধির কি হলো? ঘুম ভাঙ্গলে তিনি উমর (রাযি.) এর বাড়ীতে গিয়ে বললেন, হে আমীরুল মুমেনিন! রাসূল (সা.) এর বার্তাবাহকের কথা শুনুন। উমর (রাযি.) ভুলে রাসূল (সা.) এর জামানা মনে করে দৌড়ে দরজার কাছে গেলে স্মরণে এল যে, হুযূর (সা.) এর জামানা নয়। ঐ ব্যক্তির কথায় উমর (রাযি.) কেঁপে উঠে চিন্তা করলেন যে, তার জীবনে পরিবর্তন হয়েছে কিনা! মদীনার লোক জমা করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে, তিনি রাসূল (সা.) এর জীবন থেকে পরিবর্তিত হয়েছেন কি না?' লোকেরা ঐ ব্যক্তির স্বপ্নের কথা শুনলেন। উমর (রাযি.) স্বপ্নের উদ্দেশ্য বুঝলেন যে, যদি নামাজ ও দু'আ কবুল হয়, তবে ব্যবস্থাপনার চক্করে আটকে না থেকে দু'আর উপর জোর দেওয়া হচ্ছে না কেন? তিনি তৎক্ষণাৎ বৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ দূর হওয়ার জন্য আল্লাহ প্রভু হওয়ার ইয়াকীনের সাথে নামাজ পড়ে সংক্ষিপ্ত দু'আ করলেন ঃ 'আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্‌তাগ্‌ফিরুকা ওয়ানাস্‌তাস্‌কিকা' মুখের উপর হাত ফেরানোর আগেই বৃষ্টি শুরু হল। পশুর মধ্যে প্রাণ ফিরে এল। গ্রাম্য লোকেরা বলছিল যে, চর্তুদিকের মেঘ থেকে আওয়াজ আসে ঃ হে উমর! বৃষ্টি চেয়েছ, বৃষ্টি এসেছে।

আল্লাহ প্রতিপালক! নামাজের ফাযায়েল ও মাসায়েলের উপর মেহেনত করে রাসূল (সা.) এর মত নামাজ বানাতে হবে। ওজু, ইমামত, ইকতিদার মাসায়েল জানতে হবে। যারা নামাজে আসে না, তাদের আনার জন্য মেহেনত কর। বাহির ঠিক করে ভিতর ঠিক কর (সুরত বানিয়ে সিরাত বানাও)। যারা মসজিদে আসে

না তাদের মসজিদে আন ও শেখাও। সাহাবা কিরাম (রাযি.) এর জামানায় এ মেহেনতের ময়দান কায়েম করা হয়েছিল। আল্লাহর প্রভুত্বের বুনিয়াদের উপর নামাজ কায়েম ছিল। যখন রাসূল (সা.) এর তরীকায় দুনিয়ায় নামাজ কায়েম হবে, তখন মানব জীবন গড়ে তোলা ও প্রতিবেশীর উন্নতি হবে। এরকম নামাজ বানাও যেন ঈমানের উপর মৃত্যু হয়, কবরের আযাব থেকে মুক্তি পাও ও কিয়ামতে আলো পাও; নামাজকে তারবিয়্যতের জন্য চালু কর। নিজের আয়-উপার্জনের মধ্য থেকে সময় বের কর ও আয়-উপার্জন থেকে প্রতিপালিত হওয়ার ইয়াকীন ত্যাগ কর। আল্লাহ থেকে লালিত-পালিত হওয়ার ইয়াকীন পয়দা কর ও এর দাওয়াত দাও। আল্লাহর জাতের খাজানার সম্মান ও বড়ত্ব শোন। এত বেশি শোন যে, ঐ জাত তোমাদের চোখের সামনে এসে যায়। আল্লাহর ইবাদত এভাবে কর যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ। তা' ঐ সময় হবে যখন আল্লাহর জাত ও সিফাত দেখবে। কালেমা ও নামাজের ফাযায়েল জেনে যিকির ও ইখলাসের সাথে তা' পালন করতে হবে।

মসজিদের কাজ হলো নিজের মধ্যে ও অন্যদের মধ্যে তা' পয়দা করার মেহেনত করা। দোকান ও চাষাবাদের ইয়াকীন ত্যাগ করে মসজিদের আমলের ইয়াকীন অন্তরে পয়দা করতে হবে। রাসূল (সা.) এর মেহেনতের আদলে মসজিদের আমল চালু করতে পারলে শত্রুতা, কুপথে চলা, চুরি-ডাকাতি সব বন্ধ হয়ে যাবে। আল্লাহ রব! বলার বুনিয়াদের উপর এ মেহেনত হবে; এজন্য মসজিদের আমল চালু করতে হবে। রাসূল (সা.) ক্ষুধার্থ ও পিপাসার্ত অবস্থায় মসজিদের আমল করেছেন। ঠান্ডায় শরীর কাঁপছে আর মসজিদে তা'লীম চলছে। আবু সাইদ খুদরী (রাযি.) বলেন যে, সাহাবাদের সমাবেশে রাসূল (সা.) এসে আমাকে চিনতে পেরে বসে বললেন ঃ হে গরীব মুহাজির দল, তোমরা ধনীদের পাঁচ শত বছর পূর্বে জান্নাতে যাবে। এজন্য ইমামতি, ইকতিদা, খুশু-খুজু, কাতার ঠিক করা জরুরী। যদি এ সমস্ত কাজের উপর মেহেনত হয়, তবে ঐ নামাজ হবে যা' দ্বারা আল্লাহ পৃথিবীর ব্যবস্থা বদলিয়ে দিবেন। কর্মকারীদের কুকর্মের জন্য শাস্তি দিবেন। এ জন্য নামাজের পরিবেশ তৈরী করতে হবে, তবেই নামাজের শক্তি প্রকাশ পাবে। যদি আল্লাহকে প্রভু স্বীকার কর তবে এ মেহেনত কর যে, আল্লাহ আমার প্রভু তিনি আমাকে নামাজ ও নামাজের শিক্ষার উপর লালন-পালন করবেন, সুস্থতা দান করবেন ও কর্জ পরিশোধ করে দিবেন। ফাযায়েলের তা'লীম শুনলে জানা যাবে মানুষের হিফাজত মসজিদ আবাদের মাধ্যমে হবে নতুবা আমাদের সব ধ্বংস হবে। হাদীসের বাণী এমন সত্যবাদীর মাধ্যমে জানা যায়, যার মধ্যে মিথ্যার লেশমাত্র নাই। আমরা সম্মান, নিরাপত্তা ও স্বচ্ছলতা কোথায় খুঁজছি? এসব নামাজের মধ্যে পাওয়া যাবে। দাওয়াত, তিলাওয়াত, যিকিরের ইয়াকীন হয়ত নামাজের বাইরে ও ভিতরে ইয়াকীন হয়। আল্লাহু আকবর বলা

অর্থঃ আল্লাহ তারবিয়্যাত করবেন। বিশ্ব জাহানের তারবিয়্যাতকারী আল্লাহ ইবাদতের মাধ্যমে তারবিয়্যাত করবেন। নামাজের কিয়াম, রুকু-সিজদা ও ইবাদতের দ্বারা আল্লাহ লালন-পালন করবেন।

রাসূল (সা.) এর তরীকায় কেবলামুখী হয়ে কুরআন পাঠ, রুকু-সিজদায় আল্লাহ লালন-পালন করবেন। পালনকর্তা ইবাদতের উপর লালন-পালন করবেন। নামাজের কিয়াম রাসূল (সা.) এর তরীকায় হলে আল্লাহ পালবেন। আল্লাহই ইবাদতের তারবিয়্যাত করবেন। রুকুতে মাথা ও পিঠ রাসূল (সা.) এর তরীকায় অনুযায়ী হলে আল্লাহ পালবেন। নামাজের প্রতি অংশে আল্লাহ কর্তৃক প্রতিপালিত হওয়ার ইয়াকীন জমাও। নামাজে বৈঠকের সময় এ বিশ্বাস রাখ যে, আল্লাহই পালেন। নামাজ কিসের দ্বারা ঠিক হবে? ঈমান ও যিকির ঠিক কর এবং ইয়াকীন ও নিয়্যাত ঠিক করার আগ্রহ ও ধ্যান বানাও। নিজের মধ্যে বানাও ও অন্যের উপর মেহেনত কর। নিজের মহল্লা ও অন্য মহল্লায় গাশ্‌ত কর। গ্রামে ও শহরে কেউ যেন বে-নামাজী না থাকে। সমগ্র দুনিয়ায় এর চেষ্টা কর। নবুয়্যাত লাভের পর রাসূল (সা.) মানুষের কাছ থেকে মাল নেওয়ার রাস্তা গ্রহণ করেননি। তায়েফ, তাবুক, ইয়ামান, হাজারামাউত ও নাজদবাসীদের নামাজ ঠিক করেছেন। যে কালেমা পড়বে, নামাজ বানানোর মেহেনত করবে; আল্লাহর প্রভুত্বের ইয়াকীন ঠিক হয়ে যাবে, যা'র জন্য রাস্তা একমাত্র নামাজ। এ অবস্থা চললে দুনিয়ার তরতীব বদলে যাবে। ভিতর থেকে নামাজকে বানাও। মানুষের অন্তরের সাথে সমস্যার সম্পর্ক; অন্তর ঠিক হয়ে গেলে নামাজের বুনিয়াদের উপর ঘর, আচার-আচরণ ও কাজ-কারবার ঠিক কর।

আল্লাহ পাক রাসূল (সা.) এর তরীকা লালন-পালনের জন্য দিয়েছেন, সে রাস্তায় রোজগার ও পারিবারিক জীবন আছে এবং ভিন্ন রাস্তায় রোজগার ও পারিবারিক জীবন আছে। প্রতিপালনের বুনিয়াদের উপর নামাজ ও নামাজের বুনিয়াদের উপর কামাই অর্থাৎ উপার্জন দ্বারা লালিত-পালিত হওয়া নয় বরং আল্লাহই লালন-পালন করেন তবে আল্লাহর হুকমই মেনে নাও। যখন কথা এরকমই তবে কেন কামাই করছ? প্রথমে নামাজ দ্বারা লালিত-পালিত হওয়া। নামাজের পরে দুই রাস্তা কামাই করা অথবা না করা। যদি কামাই না করে সরাসরি আল্লাহর নিকট থেকে নামাজ পড়ে নেওয়া হলেতো ঠিক আছে। শর্ত হল যদি কামাই না কর তবে কোন মানুষের মাল আত্মসাৎ না করা, নিজের অবস্থা প্রকাশ না করা, কোন কিছু না চাওয়া, অপব্যয় না করা, কষ্ট হলে অস্থিরতা প্রকাশ না করা, আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। এসব এসে গেলে রোজগারের প্রয়োজন নাই। ঈসা (আ.), মুহাম্মদ (সা.), আসহাবে-সুফফাহ ও চার সিলসিলার ওলীগণ ছাড়া আরও বহু দৃষ্টান্ত আছে যে, শুধু নামাজ দ্বারা চলেছেন।

যদি রোজগার না কর তবে চাওয়া, চাওয়ার ভান, অস্থিরতা ও ভয় না পাওয়ার কথা। যদি কামাই করতে হয়, তবে এরও পন্থা আছে। যদি রোজগার কর তবে এ বুনিয়াদের উপর কর যে, রোজগার দ্বারা মিলবে না বরং মিলবেতো আল্লাহর নিকট থেকে নামাজ দ্বারা এবং রাসূল (সা.) এর তরীকায় রোজগার দ্বারা আল্লাহ দান করবেন। অর্থের জন্য রোজগার করব না বরং রোজগারের মধ্যে রাসূল (সা.) এর তরীকা চালু করার জন্য রোজগার করব। ইয়াকীন হল আল্লাহই পালবেন; শুধুমাত্র আল্লাহর হুকুম রাসূল (সা.) এর তরীকা পুরা করার জন্য রোজগার। ছবি ও খারাপ নভেল বিক্রি করবে না অর্থাৎ হারাম জিনিস দ্বারা রোজগার করবে না। শুকর, কুকুর ও বিড়াল খাওয়া হারাম। হালাল জিনিসের ক্ষেত্রে রোজগারের দুই তরীকা; এক তরীকা হালাল আর এক তরীকা হারাম। বকরী, গাভী, মুরগী, হরিণ হালাল হলেও তরীকার কারণে এর মধ্যে হালাল ও হারাম হবে। 'বিসমিল্লাহ' বলে হালাল পশু জবাই করা হলে হালাল হবে নতুবা হারাম হবে। আবার হালাল পশুকে 'বিসমিল্লাহ' বলে গর্দান ছাড়া অন্য কোথাও দিয়ে কাটা হলে তরীকা ভুলের জন্য হারাম হবে। প্রথমতঃ রোজগারের তরীকা দেখা, হালাল না হারাম। হালাল জিনিসের মধ্যেও হালাল হারাম তরীকা দেখা। আল্লাহ প্রতিপালক হওয়ার ইয়াকীনের সাথে রাসূল (সা.) এর তরীকা চালু করতে হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রোজগার করবে। ফাযায়েলের আগ্রহ ও মাসায়েলের পাবন্দির সাথে রোজগার কর; যা' নামাজের মধ্যে বলা হয়েছে। যদি রোজগার তথা ব্যবসা, চাকুরী ও চাষাবাদের মাধ্যমে আল্লাহর জাতের সাথে সম্পর্ক হয় তবে দুনিয়াতে উন্নতি ও সম্মান লাভ হবে। রাসূল (সা.) এর তরীকা থাকলে ভূমিকম্প, বন্যা বা বর্ষণের দ্বারা দোকান ও ঘরের বিন্দুমাত্র ক্ষতি হবে না। রাসূল (সা.) এর তরীকায় মাটির ঘরের দোকান হলেও তা' শক্তিশালী। এরপর কামাইয়ের বুনিয়াদের উপর সংসার চালাবে। পোষাক-পরিচ্ছদ কিছু হারাম, কিছু হালাল; খাবার ও চলাফেরা কিছু হালাল, কিছু হারাম।

আল্লাহ প্রতিপালক! এ ইয়াকীনের সাথে রাসূল (সা.) এর তরীকায় ব্যয় কর। রাসূল (সা.) এর তরীকায় খাদ্য ও পোষাক হলে আল্লাহ পালবেন। রাসূল (সা.) এর তরীকায় ছোট ঝুপড়ি কিস্‌রার কিল্লা এবং মুশরীক, বিপথগামী ও ফাসিক-ফাজিরদের পঞ্চাশ লক্ষ টাকার ইমারত থেকে উত্তম। পঞ্চাশ টাকার ঝুপড়িতে যে কল্যাণ আছে, পঞ্চাশ লক্ষ টাকার ইমারতে তা' নেই; এর নাম ঈমান। রাসূল (সা.) এর তরীকায় একশত টাকার জামা এত আরামদায়ক যে, ইহুদী ও খৃষ্টানদের পন্থায় আড়াই হাজার টাকার জামার মধ্যে সে আরাম নেই। আল্লাহ পাক রাসূল (সা.) এর তরীকায় পালবেন; ইহুদী ও খৃষ্টানদের পন্থায় ধ্বংস করবেন। রাসূল (সা.), আবু বকর (রাযি.) ও উমর (রাযি.) এর তরীকায় ঘরের নক্সা করা হলে আল্লাহ লালন-পালন করবেন, অন্যথায় ব্যর্থ করবেন।

রাসূল (সা.) এর তরীকায় বিবাহ-শাদী, চিকিৎসা ও জন্ম-মৃত্যু হতে হবে। নিজের নিয়ম বদলিয়ে হুযূর (সা.) এর তরীকা ধর। যদি ঘরে ইহুদী-খৃষ্টানদের পন্থা অবলম্বন কর, তবে পানির ছিটা ও বাতাসের ধাক্কায় তা' ভেঙ্গে যাবে। অন্যদিকে রাসূল (সা.) তরীকা থাকলে এটম বোমাও তা' ভাঙ্গতে পারবে না। মসজিদে লোহা-পাথর ব্যবহারে মূল্য কোথায়? আল্লাহর হুকুম ও মুহাম্মদ (সা.) এর শরীর থেকে যে তরীকা বের হয়েছে শুধু তাই মূল্যবান। সারা বিশ্বের প্রাসাদ, হীরা-জাওহর রাসূল (সা.) এর পেশাব-পায়খানার মূল্যও রাখে না। রাসূল (সা.) এর তরীকায় পারিবারিক জীবনের আয় ও ব্যয় করলে সম্মানীত হবে। সমগ্র দুনিয়া ফজরের দুই রাকাত নামাযের সমান নয়। একজন লোক ৫০ হাজার টাকা নিয়ে আফ্রিকা গেল, সেখানে অনেক লোক নামাজী হল। ইংরেজী ভাষাভাষী দেশ ও ফ্রান্সে মসজিদ তৈরীতে অর্থ ব্যয় কর। সাদাসিদা জীবন যাপনে রোজগারের বাসনা থাকে না। রোজগারের বাসনা রাসূল (সা.), আবু বকর (রাযি.) ও উমর (রাযি.) এর তরীকানুযায়ী নয় বরং ফেরাউন, কারুন, শাদ্দাদ, মদ্যপায়ী ও যীনাকারীর নক্সায় উঠার জন্য। রাসূল (সা.) এর তরীকায় রোজগারে টাকা ও সময় বেঁচে যাবে। ধনী ও গরীবকে নামাজে দাঁড় করালে সমস্ত দুনিয়ার মানুষের উপর বড় ইহসান করা হবে; স্বয়ং আল্লাহ পাক যার বদলা দিবেন। এক নামাযে আসমান ও জমিনের চেয়েও বড় জান্নাত পাবে। এরপর দুনিয়াতে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমরা লাখ লাখ টাকার ইমারতে থাকব আর মানুষ ঝুপড়ী ঘর পাবে না, এটা ইনসাফ নয় বরং জুলুম।

ইহুদী-খৃষ্টানদের রক্ত শোষণ করা পন্থা অনুসরণে ভাল লাগে; রাসূল (সা.) এর ক্ষুধা সহ্য করা ও রক্ত ঝরানো তরীকায় মজা লাগে না। রাসূল (সা.) এর এক ফোঁটা রক্ত ও এক মুহূর্তের ক্ষুধা সমস্ত দুনিয়ার চেয়ে উত্তম। আশেকে রাসূলগণ মাল দিতেন আর রাসূল (সা.) উম্মতের প্রয়োজনে তা' ব্যয় করে নিজে উপবাস থাকতেন। ফাতিমা (রাযি.) অসুস্থ থাকায় আলী (রাযি.) আবু জাহেলের মেয়েকে বিয়ে করার ইচ্ছা পোষণ করলে রাসূল (সা.) মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেন, 'আমি হালালকে হারাম বলছি না কিন্তু এতে ফাতিমার কষ্ট হবে ও তার কষ্টে আমি কষ্ট পাব।' এ মাহবুবা মেয়ের বিয়েতে রাসূল (সা.) ২৫ টাকাও খরচ করেননি। ফাতিমা (রাযি.) যাতা পিষতেন, আলী (রাযি.) মজদুরী ও পানির মোশক টানতেন; ছয় জন সন্তান লালিত-পালিত হত। রাসূল (সা.) এর কাছে দাস-দাসী এলে আলী ও ফাতিমা (রাযি.) নিজেদের সাহায্যের জন্য গোলাম-বাদী চাইতে গেলেন। তাঁরা নিজ নিজ হাত ও কোমর দেখিয়ে গোলাম-বাদী চাইলেন। রাসূল (সা.) রাগ হয়ে বললেন, তোমাদের দাস-দাসী দিয়ে দেই আর আমার উম্মত ভূখা থাকুক। রাসূল (সা.) নিজেকে ও নিজের পরিবারকে কুরবান করে উম্মত বানান; তোমরা নিজেদের আরাম-আয়েশ কুরবানী করে উম্মতকে বাঁচাও।

আল্লাহর পথে চল; কওম, জন্মভূমি ও গোত্রের হয়ে চলো না। স্থানীয় ও অস্থানীয়দের সমস্যায় জুলুম করো না। সিন্ধি ও পাঠান বলা এক জুলুমের শব্দ। যখন মানুষ জুলুম করে, বংশ ও এলাকার ভিত্তিতে সাহায্য করে, তখন নামাজ-রোজা তার মুখের উপর নিক্ষেপ করা হয়। কোন মুসলমান অমুসলিমকে আঘাত করলে যে মুসলমান ঐ যালেম মুসলমানকে সাহায্য করবে সেও যালেম হবে। প্রতিটি সমস্যা সঙ্কুল ঘটনার চিন্তা-ভাবনা কর। পাঞ্জাবী পাঠানের মাল লুটছে, সিন্ধি পাঞ্জাবীকে মারছে। জুলুম ও ইনসাফের কথা বল! ইনসাফকারী সম্মানিত হয় ও যালেম অসম্মানিত হয়। মুসলমান ইনসাফ করবে, আল্লাহ ইনসাফ দ্বারা উপরে উঠান। গোত্র বা আত্মীয়তার ভিত্তিতে সাহায্যকারী না হয়ে কে মজলুম কে জালেম তা' দেখতে হবে। আল্লাহকে প্রভু মেনে তিন রাস্তায় মেহেনত করে রাসূল (সা.) এর তরীকায় উঠলে আল্লাহ বোম থেকে হিফাজত করবেন। রাসূল (সা.) এর তরীকায় সম্মানিত করবেন ও ঐ তরীকা ভঙ্গকারীকে পদদলিত করবেন।

'আল্লাহ রব' হওয়ায় ইয়াকীনে প্রথমে ইবাদত শক্তিশালী কর ও তিন লাইনে রাসূল (সা.) এর তরীকায় উঠ, তবে আল্লাহ সাহায্য করবেন। এজন্য রাসূল (সা.) ঘরের নক্সা বানিয়েছেন; আল্লাহ যার উপর আসা সহজ করবেন। ইউরোপ রক্ত শোষণকারী ও রাসূল (সা.) রক্তদানকারী। 'আল্লাহ রব' এ ইয়াকীন থাকলে বিপথগামী মুশরীক, ইহুদী ও খৃষ্টানরা যে খুন করছে তা' দেখে রাসূল (সা.) এর তরীকা প্রিয় হবে। সাহাবা কিরাম (রাযি.) জান-মাল নিয়ে ইবাদতের পরিবেশ কায়েমের জন্য চার মাস আল্লাহর রাস্তায় বের হতেন। বাকী সময় নিজ ঘরে থাকা অবস্থায় অর্ধ দিন মসজিদে, অর্ধ দিন কাজে, অর্ধ রাত মাসজিদে, অর্ধ রাত ঘরে কাটাতেন। এ হিসেবে চার মাস এলাকায় ইবাদতের পরিবেশ তৈরীর জন্য, দুই মাস কাজকর্ম, দুই মাস ঘরের জন্য ও চার মাস বাইরে ইবাদতের পরিবেশ তৈরীর জন্য ব্যয় করতেন। যখন কিছু সংখ্যক লোক মদীনার সাহাবা (রাযি.) দের তারতীবের উপর এসে যাবে, তখন দুনিয়াতে দ্বীন প্রসারিত হবে। এ উত্তম তারতীব ছাড়াও আর এক তারতীব আছে; তা' হলো জীবনে একবার চার মাস সময় দিবে, প্রতি বছর চল্লিশ দিন, প্রতি মাসে তিন দিন, প্রতি সপ্তাহে দুই গাশ্‌ত, প্রতি দিনের তা'লীম, তাসবীহ পাঠের পাবন্দী ও সাপ্তাহিক ইজতিমা। এ এমন তারতীব যে, আঙ্গুল কেটে শহীদের নাম লিখার মত। প্রত্যেক সপ্তাহে মারকায মসজিদে রাত্রি যাপন করবে। ইবাদতের তারতীব কায়েম কর; নামাজ শক্তিশালী হবে, আল্লাহ তোমাদের সম্মানিত করবেন ও উন্নতি দান করবেন। এখন বল! কে কোন্ তারতীবের উপর উঠবে? এ বয়ানের পর লোকদের এক চিল্লা, তিন চিল্লার জন্য তাশকীল করা হল; এক ব্যক্তির আবেদনে হযরতজী বিয়ে পড়ালেন।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে প্রায় দেড় মাসের বেশি একটানা সফরে দিন-রাত কঠোর পরিশ্রম করে হযরতজী আগেই ক্লান্ত ছিলেন; এজন্য নিজের অভ্যাসের ব্যতিক্রম মাত্র এক মিনিট দু'আ করলেন। হযরতজী মাথা ঘুরছে উল্লেখ করে সাদ বিন হাফিয মুহাম্মদ সিদ্দীক নাওহীর হাত ধরে নিকটের বিশ্রামাগারে যেতে গিয়ে হঠাৎ মাটিতে বসে ঘেমে গেলেন। হযরতজীকে চৌকিতে শুইয়ে দেয়া হল; তিনি বেহুশ হয়ে গেলেন। হেকিম সাহেব ঔষধ খাওয়ালেন; কিছুক্ষণ পর হুশ ফিরে এলো। দুইজনের সাথে রাত দেড় টায় ঈশার নামায আদায় ও সকালে ফজরের নামাজ পড়লেন। মাওলানা ইনামুল হাসান (রহ.) কে নিজের কিতাবের যাকাত দেওয়ার ওসীয়ত করলেন। ডাক্তার সাহেব দেখে বললেন যে, বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে আর কোন ভয় নেই।

জুমার নামাযের সময় অবস্থার পরিবর্তন হল; দুইজন লোকের সাথে ইশারায় যোহরের নামায আদায় করলেন। বিশেষ বন্ধুবর্গ বার বার 'রাব্বি আল্লাহ' পড়ছিলেন। সবাই জুমার নামাজ পড়ে আসার পর হযরতজী বললেন যে, হয়ত শেষ সময়। সবাই কুরআন পাঠ ও যিকিরে মশগুল হলেন ও হযরতজী হিজবুল আজম দু'আ পড়তে লেগে গেলেন। বিশেষভাবে যে দু'আ রাসূল (সা.) মক্কা বিজয়ের সময় পড়েছিলেন ঃ লা' ইলা'হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু আনজাযা ওয়া'দাহু ওয়া নাসারা আবদুহু ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহু; পড়তে পড়তে বার বার আসমানের দিকে শাহাদাত আঙ্গুল উঠাচ্ছিলেন। ডাক্তার এসে হাসপাতালে নিয়ে যেতে বললেন। হযরতজী শুনে বললেন যে, সেখানে যাব না, মহিলা আছে। ডাক্তার ও অন্যান্য হযরতরা আরজ করলেন যে, একজন মহিলাও কাছে আসবে না। তিনি বললেন, তবে কোন ক্ষতি নেই। অবশেষে হযরতজীকে বড় গাড়ীতে শোয়ানো হলো। তিনি বলেন, আমার সাথে কে যাচ্ছে? মাওলানা ইনামুল হাসান ও হাফেয মুহাম্মদ সিদ্দীক ছাড়াও অনেকে সাথে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, কেউ যাচ্ছে না; আল্লাহ আমার সাথে আছেন, ব্যাস! সারা রাস্তা লা' ইলা'হা ইল্লাল্লাহ এর যিকির করছিলেন। হযরতজী জিজ্ঞাসা করলেন যে, হাসপাতাল কত দূর। কালেমা তাইয়্যেবা পাঠে হযরতজীর ঠোট নড়ছিল, হাসপাতালের গেটে আল্লাহর রহমত এ ব্যাকুল আত্মাকে কোলে তুলে নিল (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)। বছরের পর বছর ধরে ক্লান্ত মুসাফির শ্রেষ্ঠ বন্ধুর সান্নিধ্যে গিয়ে আরাম পেলেন।

৪। দ্বীনের দা'ঈর সিফাত সম্পর্কে বিশ্ব তাবলীগ জামায়াতের ৩য় আমীর

হযরত মাওলানা ইনামুল হাসান (রহ.) এর বর্ণনা ঃ

১) দা'ঈ রাগ হবে না ঃ দা'ঈ রাগ দমিয়ে রাখবে, কখনও তা' প্রকাশ হতে দিবে না। দা'ঈ রাগ হলে সাথী ও কাজ উভয়ই বিগড়ে যাবে।

২) উটের মত সহিষ্ণু হবে ঃ দা'ঈ মাটির মত সহিষ্ণু ও উট যেমন এক দিন খেয়ে কয়েক দিন চলতে পারে, দা'ঈকেও তেমন সহিষ্ণু হতে হবে।

৩) পাহাড়ের ন্যায় অটল হবে ঃ পাহাড় যেমন সকল পরিস্থিতি মোকাবেলায় স্বস্থানে অবিচল থাকে, দা'ঈ তেমন সকল অবস্থায় দ্বীনের কাজের উপরে অটল থাকবে। কোন অবস্থা তাকে যেন কাজ থেকে সরাতে না পারে।

৪) সাগরের মত বিশাল হবে ঃ দা'ঈ গ্লাসের পানির মত না হয়ে সাগরের মত বিশাল হবে। এক ফোটা পেশাব গ্লাসের পানিকে নাপাক করে কিন্তু শত গ্লাস পেশাব সাগরের পানিকে নাপাক করতে পারে না। কারো ব্যবহারে মন খারাপ না করা ও সাথীদের দোষ-ক্রটি উপেক্ষা করে চলা চাই।

৫) নিজের মধ্যে দোষ দেখা ও অন্যের মধ্যে গুণ দেখা ঃ হয়তো আমার কোন দোষে কিয়ামতের দিন আটকে যেতে পারি পক্ষান্তরে যার মধ্যে দোষ দেখছি সে হয়তো কোন গুণের কারণে নাজাত পেয়ে যেতে পারে।

৬) কানা'আত ঃ দা'ঈর কম ফিকির ও মেহেনতের জন্য যত নাফরমানি হচ্ছে। দুনিয়ার বিষয়ে কানা'আত কিন্তু আখেরাতের বিষয়ে থাকবে না। দুনিয়ার বিষয়ে নিজের চেয়ে নীচু ব্যক্তির দিকে নজর করা ও আখেরাতের বিষয়ে নিজের চেয়ে উচু দরজার লোকের দিকে নজর করা চাই।

৭) গাফেল না হওয়া ঃ দা'ঈ কখনও গাফেল হবে না বা অযথা সময় নষ্ট করবে না। সময়ের হেফাজত করবে ও নিজেকে নেক আমলে মশগুল রাখবে।

৮) সাদেগী ঃ দা'ঈর সাদাসিধা জীবন যাপন করা চাই। এমনকি বাদশাহ হলেও আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন না করা চাই।

৯) আখলাক ঃ দা'ঈ কারও অনিষ্ট কামনা করবে না। হাসি মুখে শত্রুর উপকার করতে পারলে বুঝা যাবে যে, দা'ঈর মধ্যে আখলাক এসেছে।

১০) মুয়ামালাত ও মুয়াশারাত ঃ লেন-দেন ও আচার-আচরণ হলো মুয়ামালাত। দেনা দিয়ে দেওয়া ও পাওনার জন্য কড়াকড়ি না করা চাই। মুয়াশারাত অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্য শরীয়ত অনুযায়ী করা যাতে মানুষের কল্যাণ হয়।

১১) মদযূ না হওয়া ঃ দা'ঈকে যেন কেউ অন্য দাওয়াত দেওয়ার সুযোগ না পায় বা দাওয়াত দিলেও সে যেন কবুল না করে। দা'ঈ নামাজে মশগুল ব্যক্তির ন্যায়। সালামের জবাব দেওয়া ওয়াজিব হলেও নামাজরত ব্যক্তি তা' করতে পারে না, দা'ঈ তেমনই অন্য কোন লাইনের কাজে নিজেকে জড়াবে না।

১২) ইখলাস ঃ দা'ঈর সকল কাজে ইখলাস থাকা চাই। কারও মাঝে ইখলাস আছে কিনা এ ফায়সালা মুফতি সাহেব দিতে পারবেন না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক শহীদ, ক্বারী, আলেম ও দা'ঈর ইখলাসের ফায়সালা দিবেন।

১৩) ইস্তিখ্‌লাস ঃ দা'ঈর প্রতিটি আমল এমন ইখলাসের সাথে হওয়া চাই যেন তা' আল্লাহ পাকের জন্যই হয়, কোন যায়েজ বিষয়ও তাতে সামিল না করা চাই। যেমনঃ চাশ্‌তের নামাজ দ্বারা রুজী বা বরকতের চিন্তা না করা।

১৪) দা'ঈর ইয়াকীন ঃ দা'ঈ সর্বাবস্থায় আল্লাহর সাহায্যের ইয়াকীন করবে। মুসা (আঃ) এর খাস ইয়াকীন ছিল কিন্তু তার উম্মতের তা' ছিল না।

১৫) ইহ্‌তিসাব ঃ দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে যা' কিছু সাওয়াব ও বরকত রয়েছে তা' সবই পাব এরূপ দৃঢ় আশার সাথে একটু ভয়ও থাকা চাই।

১৬) ইস্তিক্‌সার ঃ দ্বীনের কাজের বড়ত্বের খেয়াল থাকা ও হেয়ালী না আসা চাই।

১৭) মুহাম্মদ (সা.) এর অনুসরণ ঃ হুজুর (সা.) এর অনুসরণে দাওয়াত ও তাবলীগ এর যাবতীয় কাজ করা; বুদ্ধি-বিবেক, দেশ-চল ও প্রথা অনুসারে না করা। মরক্কো ও মিশরের মুদাররিস্‌গণ প্রথমে একাজে রাজী ছিলেন না, পরে ৭০ জন যুবককে গাশ্‌ত করে মসজিদে নেওয়ায় তাদের ভুল ভাঙ্গে।

১৮) মুতাওয়াক্কিল ঃ দা'ঈ সর্বাবস্থায় আল্লাহ পাকের উপর নির্ভরশীল হবে।

১৯) দা'ঈ নিরাশ হবে না ঃ মানুষের তবিয়ত নিরাশার দিকে চলে যায়। নফ্‌স ও শয়তানের ধোকা হলো কেউ কথা শুনে না, কেউ আসে না কিভাবে কাজ করবো। এরূপ ইয়াকীন রাখা যে, বৃষ্টির প্রতি ফোটায় যেমন পানি বাড়তে থাকে তেমন দাওয়াতের প্রতি কাজ ও কথায় দ্বীন জিন্দা হয়।

২০) মুখালিফদের হক কথায় নারাজ না হওয়া ঃ যারা দাওয়াত ও তবলীগের কাজ পছন্দ করে না তারা যদি কোন দা'ঈর ছয় নাম্বারের মধ্যে কমি দেখিয়ে দেয়, তাকে স্বীকার করে তা' দূর করার চেষ্টা করতে থাকা চাই।

২১) দা'ঈর ইস্তিগাসা ঃ দা'ঈ আল্লাহ পাকের কাছ থেকে নিজের জন্য যাবতীয় সিফাত কেঁদে কেঁদে হাসিল করবে।

এসব কিভাবে আসবে? আল্লাহ পাকের রাস্তায় যে যে পরিমাণ জান ও মালের কোরবানী করবে তার মধ্যে ঐ পরিমাণ সিফাত আসতে থাকবে।

৫। ১৯৮৬ইং সালে কাকরাইল ইজতিমায় দ্বীনের কাজ সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তরে

হযরত মাওলানা ইনামুল হাসান (রহ.) ঃ

১) ইজতিমার পরে কি ধরনের মেহেনত করতে হবে?

➢ ইজতিমার আগে ও পরে একই মেহেনত করতে হবে। দীর্ঘ সময়ের জন্য যে সব জামায়াত বের হয়েছে তাদের দেখাশুনা ও খোঁজ-খবর নাও। ইজতিমা হয়ে গিয়েছে বলে অবসর মনে করো না। যে সকল জামায়াত বের হয়েছে, তাদের সাথে নিয়ে মসজিদে মসজিদে জামায়াত বানাও।

২) হাজ্বী সাহেব জানতে চান যে, গরীবদের মধ্যে কাজ বাড়ানোর উপায় কি?

➢ যে সব জামায়াত বের হয়েছে, তাদের দ্বারা গরীবদের মধ্যে কাজ করাও।

৩) তিনি আরও জানতে চান যে; বাহিরের যে সব জামায়াত আসে বিশেষতঃ আরব জামায়াত, তাদের কিভাবে ব্যবহার করা হবে?

➢ ঐ সব জামাতের অবস্থা বুঝে তাদের ব্যবহার কর।

৪) দ্বীনের জন্য পুরা-জীবন উৎসর্গকারীদের কিভাবে ব্যবহার করা হবে?

➢ তাদের নিজের খরচে চলার কথা বুঝাও। তারা যেন মনে না করে যে, তার খাওয়া-দাওয়া সব কাকরাইলের জিম্মাদারী। সামর্থানুযায়ী ৫/৬ মাস দাও, মাশওয়ারা অনুযায়ী বাকী সময় বাড়ীতে থেকে কামাই করুক।

৫) চাকুরীজীবীরা কিভাবে জীবন দিবে?

➢ চাকুরী ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না; দ্বীনের কাজের নিয়তে অফিসে যেতে বল। তাদের কাছ থেকে কিছু কিছু সময় (চিল্লা/তিন চিল্লা) নিতে থাক।

৬) এক সালের জামায়াত একই জেলায় কাজ করবে না ভিন্ন ভিন্ন জেলায়?

➢ শুরুতে কাছে পাঠাও। যখন ইত্মিনান হবে তখন দূরের সফরে পাঠাও।

➢ এক প্রশ্নের জবাবে হযরতজী (রহ.) বলেন যে, যারা জিন্দেগী দেয় তাদের ঘরবাড়ী ও বিবাহ-শাদির ব্যয় তাদের অবস্থানুযায়ী দেখা দরকার।

৭) এক সালের জামায়াত বানানোর জন্য-৩-চিল্লা শর্ত রাখা হবে কি না?

➢ হযরতজী হাঁ বলেন। এক সালের জামায়াতকে ডেকে এনে উৎসাহ দাও, কিভাবে কাজ করছে তা' জানো। দরকার হলে বুঝাও ও আবার পাঠাও।

৮) যে সব সমজিদে জামায়াতকে কাজ করতে দেয় না, সেখানে কিভাবে কাজ করতে হবে? এক সাথী জানতে চান।

➢ কারো ঘরে বা গাছের নিচে অবস্থান করে ক.জ কর। ভাই আব্দুল ওয়াহ্হাব সাহেব বলেন যে, জামায়াত যে গাছের নিচে কাজ করবে আল্লাহ পাক চাইলে সেখানে মসজিদ কায়েম করে দিবেন।

৯) শুরার সাথীদের কি কি গুণ থাকা দরকার। কেউ তিন চিল্লা না দিয়ে শুরার সাথী হতে পারে কিনা?

➢ উদ্যোমী, বুদ্ধিমান ও দায়িত্বশীল হলে তিন চিল্লা ছাড়া শুরার সাথী হতে পারে। শুরার সাথীর (১) ইখলাস, (২) ইস্তিখলাস, (৩) দ্বীনের কাজের অগ্রাধিকার, (৪) মাশওয়ারা অনুসারে চলা, (৫) নিজের রায় মানানোর চেষ্টা না করা, (৬) দ্বীনের কাজে উদ্যোমী, (৭) সাথীদের নিয়ে চলতে ও তাদের সহ্য করতে পারা, (৮) পরস্পর মিলে-মিশে ও মাশওয়ারার সাথে সমস্যার সমাধান করে। নিজেকে সব সময় মাশওয়ারার মুহতাজ মনে করা; নিজকে দেখলে মনের মিল হবে আর অন্যের দিকে তাকালে মন ভাঙ্গবে।

১০) এলাকার শুরা কাকরাইল থেকে বানাবে না, এলাকা থেকে বানাবে?

➢ কাকরাইল থেকে এলাকাবাসীদের সংগে পরামর্শ অনুসারে বানাবে।

১১) বিদেশে গিয়ে তাদেরকে বাংলাদেশে আসার দাওয়াত দিতে পারি কি না?

➢ হযরতজী (রহ.) চিন্তার পর জবাব দেন যে, ভাই নিজামুদ্দিনের (হিন্দুস্তান) দাওয়াত দাও। কোন জামায়াতকে নিজের সাথে আনতে পারলে নিজের দেশে কাজ করাতে পার।

১২) মসজিদভিত্তিক জামাতের আমীর বানানো যাবে কি না?

➢ আমীর বানিয়ো না। আজকাল আমীর নিজকে বড় মনে করতে শুরু করেছে। জিম্মাদার বানাও।

১৩) অন্যকে খরচ দিয়ে চিল্লা/তিন চিল্লায় পাঠানো কেমন হয়?

➢ এতো খুব নাজুক প্রশ্ন। কর্জ করার দরকার হলে ঠিক আছে। তবে তা' এমনভাবে দাও যেন তার দৃষ্টি আল্লাহ পাকের দিক থেকে সরে না যায়।

১৪) মারকায এর জন্য জমি দিলে কি করা দরকার?

➢ এ বিষয়ে প্রতি ক্ষেত্রে মাশওয়ারা করে নাও।

১৫) কোন কোন এলাকায় নিজেরা মারকায বানিয়ে নিজেরা জামায়াত বের করে; আমাদের সাথে জুড়ে না।

➢ ঐ এলাকায় জামায়াত পাঠাও; উদ্যোমীদের ডেকে বুঝাও, তাদের জুড়ানোর চেষ্টা কর, যদি না আসে তবে নিজে যাও। বার বার যাও আর বুঝাও।

১৬) হাজী সাহেব জিজ্ঞাসা করেন যে, শবে জুম্মা কি আমাদের নেসাবের মধ্যে?

➢ হযরতজী (রহ.) না বলেন।

➢ জোড় হলো কাজ বাড়ানো, তাশকিল করা ও জোড়মিল তৈরীর জন্য। জেলা বা উপজেলার মাশওয়ারাকারীরা জোড়ে আসায় কোন অসুবিধা নাই। তবে

মুকামী লোকদের ডেকে ইজতিমা না করা উচিত, শুরার সাথীরা কোন প্রয়োজনে একত্রিত হয়ে নিজেরা গাশ্‌ত ও তা'লীম করে নিতে পারে।

১৭) ওয়াজ, দরস, তফসীরের অনুষ্ঠানে শরীক না হলে শেকায়াত হয় আবার শরীক হলে মনের দিক থেকে ক্ষতির আশঙ্কা। এমতাবস্থায় কি করা?

➢ ভাই! পরিবেশে মন বদলায়, হা ও না বলা অর্জন কর। নিজের কাজে লিপ্ত থাক ও সাথীদের জুড়াতে থাক। ঐসব অনুষ্ঠানের বিষয় কিছু মনে করো না।

১৮) কোন কোন সময় জামায়াত এমন জায়গায় পৌছে, যেখানে হঠাৎ মিলাদের ঘোষণা করা হয়। এমতাবস্থায় জামাতের সাথীরা কি করবে?

➢ জানিনা তোমাদের সাথীরা বুঝতে পারবে কি না। হুযূরে পাক (সা.) হাজির হয়েছেন, যদি এ ভুল আকিদায় কিয়াম হয় এবং না দাড়ালে শেকায়েত হয় তবে আকীদা ঠিক রেখে দাড়ানো যেতে পারে।

১৯) যে ঘরের মহিলা কাজে লেগেছে কিন্তু পুরুষ কাজে লাগেনি, সে ঘরে মেয়েদের ইজতিমা করা যাবে কি না?

➢ এ রকম ঘরে মেয়েদের ইজতিমা করা যাবে না। যদি ঐরূপ ঘরের মহিলা পীড়াপীড়ি করে, তবে তাকে নিজের ঘরে তা'লীম করতে বল।

২০) মেয়েরা টেলিফোন ও চিঠির মাধ্যমে দাওয়াত দিতে পারে কি না?

➢ স্বামীর মাধ্যমে পুরুষের কাছে দাওয়াত পৌছে দিতে পারে কিন্তু নিজে পর পুরুষের কাছে চিঠি লিখবে না বা ফোন করবে না।

২১) কোন সাথী নিজেদের তারতীবের তিন দিন লাগানোর পর আরও তিন দিন বা বেশী সময় দিতে চাইলে কিভাবে দিবে?

➢ ৩ দিন লাগানোর পর বাকী সময় কাকরাইলের মাশওয়ারা অনুসারে চলবে।

২২) যাদের কামাই ঠিক নাই তাদের দাওয়াত কবুল করা যায় কি না?

➢ মুফতির কাছে জিজ্ঞাসা করে নিও।

২৩) আমাদের সাথীরা ইসলামী ব্যাংকের সাথে লেন-দেন করতে পারে কি না?

➢ মুফতির কাছে জিজ্ঞাসা করে নিও।

২৪) রেওয়াজী দ্বীনি কাজ যথাঃ বিবাহ-শাদী ইত্যাদির মধ্যে আত্মীয়-স্বজন দাওয়াত দিলে শরীক হওয়া যাবে কিনা?

➢ হারাম জিনিস হলে শরীক না হওয়া চাই।

৬। ১৯৯৩ইং সালে কাকরাইল মসজিদে মাশওয়ারা বিষয়ে

হযরত মাওলানা ইনামুল হাসান (রহ.) এর বয়ান ঃ

রাসূল (সা.) এর বানী ঃ **'ওয়ামা খাবা মান্ ইস্তিখারা ওয়ামা নাদিমা মান্ ইস্তি শারা'** অর্থ ঃ **যে ব্যক্তি মাশওয়ারা ও ইস্তিখারা করবে সে কখনও লজ্জিত ও বিফল হবে না।** মাশওয়ারা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এতে সবার রায় (মত) গ্রহণ করা হয় ও চিন্তা-ভাবনা করে ফায়সালায় (সিদ্ধান্তে) উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা হয়। ফলে আল্লাহ পাক সঠিক রাস্তা দেখান। গুরুত্ব সহকারে মাশওয়ারায় বসে লক্ষ্য রাখা চাই যেন কারও রায়ের বিরুদ্ধে কিছু না বলা হয় অথবা কাকেও ছোট করা বা কারও রায়ের প্রতি কটাক্ষ না করা হয় বরং নিজের রায় বলে দিয়ে অন্যের রায় গুরুত্বের সাথে শোনা চাই। এভাবে মাশওয়ারায় যে ফায়সালা হয় তার মধ্যে আল্লাহ কল্যাণ করেন। আল্লাহ পাক আমাদের মাশওয়ারা করা ও মাশওয়ারার আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখার তাওফীক দান করেন। নিজের রায়ের ক্ষেত্রে হঠকারী হওয়া বা নিজের রায়ের পক্ষে পীড়াপীড়ি করা হতে রক্ষা করেন। রায় দেওয়া সবার জিম্মাদারী কিন্তু নিজের রায়ে হঠকারী বা রায়ের উপর জিদ ধরা উচিত নয়। রায় দেয়ার পর মাশওয়ারায় যে ফায়সালা হয় তার মধ্যে ইন্‌শাআল্লাহ কল্যাণ হবে। আল্লাহর রাস্তায় যে চলবে আল্লাহ পাক তাকেই কল্যাণ দিবেন।

মেরে আযীযও, বুজর্গ, ভাইও! গুরুত্ব সহকারে মাশওয়ারা করা ও মাশওয়ারার আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা চাই। মাশওয়ারার মধ্যে হাসি, ঠাট্টা বা জিদ না করা ও ইখলাসের সাথে নিজের রায় বলে দিয়ে ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা চাই। এ কথা না বলা যে, আমি প্রথমেই এরূপ বলেছিলাম; আমার কথা মানা হয় নাই বলে এ অবস্থা। এ কথায় বিশ্বাস রাখা চাই যে, মাশওয়ারা করে ফায়সালা গ্রহণ করা হলে আল্লাহ তার মধ্যে কল্যাণ দেন। আবু বকর (রাযি.) ও উমর (রাযি.) এর ব্যাপারে রাসূল (সা.) বলেছেন ঃ **'লাও ইজ্‌তামায়াতুমা মা খালাফতুকুমা'** অর্থ ঃ **তোমরা উভয়ে যদি কোন রায়ের উপর একমত হও, আমি তার অন্যথা করব না।** সুচিন্তিত রায় দেওয়া ও রায় নেওয়ার মধ্যে সঠিক ফায়সালায় উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা চাই। নিজের রায়কে বার বার প্রকাশ করে ফায়সালার জন্য জিদ ধরা উচিত নয়। কল্যাণতো আল্লাহই ভাল জানেন। কাজেই নিজের রায়কে প্রধান্য দিয়ে বার বার তা' প্রকাশ না করা যাতে অন্যের রায়ের উপর আঘাত আসে ও অন্যের রায়কে পিছে ঠেলে দেওয়া হয় বরং ইখলাসের সাথে অন্যের রায় মেনে নিয়ে নিজের সুচিন্তিত রায় দেওয়া চাই। নিজের রায়ের উপর ফায়সালা হলে শুকরিয়া আদায় করি আর নিজের রায় গ্রহণ করা না হলে মনে করা যে, হয়তো আমার রায়ের মধ্যে কোন অকল্যাণকর কিছু লুকায়িত আছে যা' আমার জানা নাই; আল্লাহ পাক আমাকে রক্ষা করেছেন। এভাবে যদি মাশওয়ারা

করা হয়, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে সঠিক পথ দেখানোর পূর্ণ আশা করা যায়। আল্লাহ আমাদের শরীয়তের উসূলের উপর অটল থাকার তাওফীক দান করেন।

শরীয়তের সব উসূল কল্যাণের অন্তর্ভূক্ত; এর মধ্যে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে কল্যাণ নিহিত। শরীয়তের অনুগত থাকা ও সর্বদা নিজেকে এর উসূলের উপর অটল রাখার চেষ্টা থাকা চাই। আমাদের অধিকারে চিন্তা ও চেষ্টা রাখা হয়েছে। সুতরাং যেন কোন উদ্দেশ্যমূলক রায় দেওয়া না হয়। আল্লাহর দ্বীনকে সামনে রেখে দ্বীনের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য করে নিজের রায় দিয়ে দেওয়া চাই। এরপর ফায়সালা মেনে নেয়ায় আল্লাহ পাক শয়তানী প্রভাব থেকে হিফাজত করবেন। শয়তান মানুষের দুশমন হওয়ায় প্রত্যেক বিষয়ে সে দখল নেওয়ার চেষ্টা করে। রায় দানকারী ও ফায়সালা দানকারীদের মাঝে শয়তান ঢুকে হঠকারী হওয়া ও অন্যের রায়কে ছোট করে দেখানোর কাজে লেগে যায়; ফলে মাশওয়ারার বরকত চলে যায়। রায় দানের সময় হঠকারীতা ও বারবার নিজের রায়ের গুরুত্ব প্রকাশ থেকে বিরত থাকা জরুরী। ইখ্‌লাসের সাথে রায় দেওয়া ও নিজের রায়ের মধ্যে যা' সঠিক মনে হয় তা' বর্ণনা করা চাই। অতঃপর ফায়সালার উপর রাজী ও খুশী থাকা চাই। আল্লাহ আমাদের হিদায়াত দিয়ে সঠিক পথে চলার তাওফীক দান করেন, আমীন!

৭। ১৯৮৬ইং সালে কাকরাইল মসজিদে মদীনা মুনাউওয়ারার আমীর

হযরত মাওলানা সা'ঈদ আহমাদ খান (রহ.) এর বয়ান ঃ

পুরানো কে? সে পুরানো, যে দ্বীনের জন্য দুনিয়ার সবকিছু ছোট করে দেখে। সে পুরানো, যার তা'লীম, গাশ্‌ত, দাওয়াত ইত্যাদি যাবতীয় কাজ ঠিক হয়েছে। সে মনে করে যে, আমার উদাসীনতার জন্য কাজের ক্ষতি হচ্ছে। সে পুরানো, যার মধ্যে সিফাত ও উসূল এসেছে। কেবল সময় লাগানো দ্বারা পুরানো হয় না বরং পুরানো তো গুণের দ্বারা হয়। পঞ্চাশ বছর যাবত কাজ করে যার কাজের উসূল জানা হয় নাই, সে পুরানো নয়। যে আমীর হওয়া সত্বেও দায়িত্ব পালন করে না, সে পুরানো নয়। পুরানো সে যার মধ্যে ইকরাম এসেছে। ইকরাম শুধু বড়দের জন্য নয় বরং সাথীদের ইকরাম করা চাই। জান ও মাল দিয়ে ইকরাম করা চাই। যে রাগ হয়, সে পুরানো নয়। তবে রাগ করায় যদি সাথী আগে বাড়ে তবে ভিন্ন কথা। এক সাথী নিজামুদ্দীনে বড় হযরতজী (রহ.) এর নিকট থেকে ছুটি নিয়ে বাড়ী যায় কিন্তু ইজাজত ছাড়া বাড়ীতে দুই দিন বেশী থেকে মারকাযে ফিরে এসে হযরতজীকে সালাম দিলে তিনি সালামের জবাব না দিয়ে বরং তাকে মসজিদ থেকে বের করে দেন। সে আবার হযরতজীর নিকট গেলে তিনি লোক দিয়ে তাকে বের করে দেন। সে পুনরায় হযরতজীর নিকট গেলে হযরতজী তাকে মসজিদের বাইরে বড় রাস্তায় রেখে আসার জন্য বলেন, যেন সে মসজিদে ফিরে না আসে। তা' করা হলেও সে ফিরে এল। এবার হযরতজী বুকে জড়িয়ে ধরে তাকে বললেন, 'আমি দেখছিলাম তুমি পুরানো হয়েছ কিনা?' এরপর নতুন এক সাথী বাড়ী গিয়ে পনের দিন বেশী কাটিয়ে এসে ভাবছিল হযরতজী তার প্রতি রাগ হবেন কিন্তু হযরতজী তার প্রতি কোন রাগ না হয়ে বললেন, 'আমার রাগ খুব দামী; আমি যেখানে সেখানে তা' ব্যবহার করি না'। যার ইস্‌লাহ হবার সম্ভাবনা আছে তার ওপর রাগ হওয়া চাই। তিন জন বাদে ৩০/৪০ হাজার মানুষ তাবুক যুদ্ধে শরীক হন। আল্লাহ্ পাক ও রাসূল (সা.) ঐ ৩ জনের উপর নারাজ হন। পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত তাদের সাথে কথা-বার্তা, লেন-দেন সব বন্ধ করে দেওয়া হয়। এমনকি বিবিদের বিছানা থেকে তাদের পৃথক করে দেওয়া হয়। শুধু একবার মাত্র জিহাদে শরীক না হওয়ায় এ ব্যবস্থা ছিল।

আজ নামাজী বেশী না বেনামাজী, আমানতদার বেশী না খেয়ানতকারী বেশী? সমাজে শতকরা কত ভাগ দ্বীনদারী আছে? যখন দাওয়াতের কাজ চলতে থাকে, দ্বীনদারী বাড়তে থাকে পক্ষান্তরে যখন দাওয়াতের কাজ বন্ধ থাকে তখন দ্বীনদারী কমতে থাকে। হযরত নূহ (আ.) থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত যখন কোন নবী (আ.) দাওয়াতের কাজ করেছেন তখন সমাজে দ্বীনদারী বেড়েছে। নবী (আ.) দুনিয়া ছেড়ে যাওয়ায় দাওয়াতের কাজ বন্ধ হয়েছে ও দ্বীনদারী কমেছে। বর্তমানে সকল ব্যবস্থাপনা কুরআন-হাদীসের

খেলাফ ও বাতিলের উপর চলছে। যারা হকের উপর থেকে হকের মেহেনত করছে তাদের মেহেনতের কমির জন্য দ্বীন প্রতিষ্ঠা হতে পারছে না। আজ থেকে সাতাশ বছর পূর্বে হজ্জে গেলে সেখানকার লোকেরা বলতো এখানে থেকে যাও; খাওয়া-পরার চিন্তা নাই। কোথায় থাকব কি খাব; আজ মানুষ শয়তান ও হুকুমতের পাবন্দীতে লেগে গেছে। সে পুরানো, যার মধ্যে দা'ঈর সব গুণ এসে যায়; মাল আসার পরও যার অন্তরের অবস্থা বদ্‌লায় না। সে কখনও ভুল সিদ্ধান্তের উপর অর্থ ব্যয় করে না। যার অন্তরে দুনিয়ার নিয়ামতের চেয়ে জান্নাতের নিয়ামত ও দুনিয়ার মুসিবতের চেয়ে জাহান্নামের মুসিবতের চেতনা বেশী আসে। আল্লাহর নিয়ামত ও আযাব কত বেশী তার ইয়াকিন অন্তরে এসে যায়। পুরানো গায়েবের খবরের উপর চলে, সে কখনও মুশাহাদার উপর চলে না। দুনিয়ার জীবন ধোকা ছাড়া কিছু নয়; ধোকার উপর যে চলে সে কি করে পুরানো হতে পারে? এক হাদীসে আছে ঃ এক সময় আসবে যখন মানুষের দ্বীন মা-বাবার হাতে নষ্ট হবে। সাহাবা কিরাম (রাযি.) জানতে চান, 'যদি মা-বাবা না থাকে।' রাসূল (সা.) বলেন, 'তাহলে বিবি-বাচ্চার হাতে দ্বীন নষ্ট হবে।' সাহাবা কিরাম (রাযি.) জানতে চান, 'যদি তাও না থাকে।' রাসূল (সা.) জবাবে বলেন, 'ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজনের হাতে মানুষের দ্বীন নষ্ট হবে।'

সৌদি আরবের এক ছেলে আমেরিকায় পড়তে গিয়ে তাবলীগ জামায়াতে সময় দিয়ে দ্বীনের উপর চলা শুরু করে। দেশে ফিরে গেলে তার মা-বাবা তার উপর খুব অখুশী হন; তার পোষাক ও চাল-চলন তাদের পছন্দ হয় না। দা'ঈ দুনিয়ায় এমন কোন কাজ করবে না যাতে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। হুব্বুল-আয়েশ বা বিলাসিতা নেশার মত। নেশাগ্রস্থ অবস্থায় মানুষ সবই ভুল বলে ও করে। এমনকি নেশাগ্রস্থ অবস্থায় নেশায় বিভোর থাকায় তার ভুল কথা ও ভুল কাজের খবরও থাকে না। এক সময় নেশার প্রভাব কেটে যায় ও তার জ্ঞান ফিরে আসে। যারা বিলাসিতার মধ্যে ডুবে আছে তারাও ঐ নেশাকারীর মত। তাদেরও খবর নাই যে, তারা কি করছে। দুনিয়ার পিছনে মেহেনত করে যারা দুনিয়াকে উদ্দেশ্য বানিয়েছে তারাও বিলাসিতার নেশার মধ্যে ডুবে আছে। যাদের হুশ আছে তারা বুঝে যে, নেশাগ্রস্থ ব্যক্তি নেশায় বেহুশ হয়ে আছে। আল্লাহ পাকের নেয়ামত ও আযাব সম্পর্কে যাদের জ্ঞান নাই, তারা অজ্ঞতার অন্ধকারে রয়েছে। নেশাগ্রস্থ লোকের নেশা এক সময় কেটে যায় যখন নেশাদার বস্তুর প্রভাব কাটে। বিলাসিতা ও অজ্ঞতার নেশা তখন কাটে যখন মৃত্যু আসে। আল্লাহ পাক যুগে যুগে মানুষের ঐ নেশা দুইভাবে খতম করেছেন। (১) সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) এর মত হিদায়াত দ্বারা (২) কওমে আদ ও কওমে সামুদের মত আযাব ও গজব দ্বারা। জামায়াতে বের হয়ে যে সাথীদের কষ্ট দেয় সে পুরানো নয়।

একবার চার/পাঁচ জনের এক জামায়াত পানির জাহাজে নানা বন্দর ঘুরে এক মাসে আমেরিকায় পৌছে। সম্পূর্ণ অচেনা আমেরিকায় তারা রাস্তায় অপেক্ষা করছিল; এমন সময় একজন মুসলমান এসে তাদের দেখে মুসলমান হিসেবে তার গাড়ীতে করে তার বাড়ীতে নিয়ে যায়। সেখানে আশ-পাশের মুসলমানদের মধ্যে দ্বীনের কাজ করে তারা একটা হোটেলে উঠে কাজের বিভিন্ন ফিকির করতে থাকে। এক আমেরিকান মেয়ে রোজ হোটেলে এসে তাদের কামরা ও বাথরুম পরিস্কার করে দিয়ে যেত; এক সময় পরিস্কার করে দিতে তাদের নিকট কাপড়-চোপড় চাইল। তারা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারে যে, মেয়েটির নাম ফাতিমা। মেয়েটি বলে যে, সে হোটেলের কর্মচারী নয় বা জামায়াতের সাথীদের কাজের বিনিময়ে হোটেল থেকে সে কোন অর্থও পায় না। সে শুধু সাওয়াবের আশায় তাদের খেদমত করছে। মেয়েটি তার মুসলমান হওয়ার পুরা ঘটনা বর্ণনা করে। সে বলে যে, সে খৃষ্টান ছিল। তার মা তাকে গির্জায় নিয়ে যেত কিন্তু তার কাছে তা' মোটেই ভাল লাগত না। একবার খুব জ্বর নিয়ে সে তার কামরায় শুয়ে ছিল, তার মা ছিলেন পাশের কামরায়। গভীর রাতে সে স্বপ্নে দেখে যে, তার ঘরের ছাদ ফেটে গেল ও এক সুন্দর সৃষ্টি ঘরে প্রবেশ করল; যার মুখে ছিল, লা' ইলা'হা ইল্লাল্লাহ্। মেয়েটি ঘুমের মধ্যে তার সাথে বার বার লা' ইলা'হা ইল্লাল্লাহ্ পড়ছিল ও তার অন্তরে তা' গেথে গেল। এমনকি লা' ইলা'হা ইল্লাল্লাহ্ পড়তে পড়তে তার ঘুম ভাঙ্গল। ঘুম ভাঙ্গার পরও সে জোরে জোরে লা' ইলা'হা ইল্লাল্লাহ্ পড়তে থাকে। তার লা' ইলা'হা ইল্লাল্লাহ্ পড়ার শব্দ শুনে পাশের ঘর থেকে তার মা জেগে উঠে এসে বলে যে, সে পাগলের মত এসব কি বলছে। সে পরে এক মুসলমানের কাছ থেকে কলেমার অপর অংশ 'মুহাম্মদূর রাসূলুল্লাহ' শিখে নেয়। এরপর সে আর কোনদিন গির্জায় যায়নি। সে অন্য মুসলমানের কাছে থেকে কালিমা তাইয়িবাহ্‌র অর্থ জেনে নেয়। এভাবে কাউকে হিদায়াত দেয়া আল্লাহ্‌র কুদরত; যে কুদরত দ্বারা আল্লাহ আদম (আ.) কে পিতা-মাতা ছাড়া সৃষ্টি করেন ও ঈসা (আ.) কে পিতা ছাড়া সৃষ্টি করেন। আল্লাহ্‌র সুন্নাত হল; সন্তানের জন্য বিয়ে ও ফসলের জন্য চাষাবাদ শর্ত। তেমনি হিদায়াতের জন্য মেহেনত ও জান-মালের কুরবানী শর্ত। মানুষের মধ্যে যখন বিলাসিতা ও অজ্ঞতার নেশা বাড়তে থাকে এবং দাওয়াতের মেহেনত কমতে থাকে, তখন প্রথম তার ইখলাস কমতে থাকে ও পরে তাক্ওয়া কমতে থাকে।

এক ব্যক্তি উসমান (রাযি.) এর নিকট কিছু চেয়ে বলে যে, আপনার কাছে আসার আগে আমি দুই রাকাত নামাজ পড়েছি। আপনার দ্বারা আমার প্রয়োজন পুরা হলে বুঝব যে, আল্লাহই তা' করেছেন আর যদি আপনার দ্বারা আমার প্রয়োজন পুরা না হয় তবে আমি আপনার প্রতি মোটেই নারাজ হব না। আমি মনে করব যে, আল্লাহ্ পাক আপনার দ্বারা আমার হাজত পুরা করতে চান নাই।

এক ব্যক্তি পাসপোর্টের জন্য পাসপোর্ট অফিসে গেলে কর্মকর্তা বলেন, 'পাসপোর্ট হবে না, আপনি চলে যান।' ঐ ব্যক্তি দুই দিন পর পাসপোর্ট অফিসে গেলে এবারও কর্মকর্তা বলেন, আপনাকে বলা হয়েছে আপনার পাসপোর্ট হবে না, আপনি অফিসে আসবেন না, আপনি চলে যান। লোকটি পুনরায় পাসপোর্ট অফিসে গিয়ে বলে, আমার পাসপোর্ট দিন। পাসপোর্ট কর্মকর্তা তাকে বলেন, আপনাকে অফিসে আসতে নিষেধ করা হয়েছে ও আপনার পাসপোর্ট হবে না বলে পরিস্কার জানানো হয়েছে, তবুও আপনি কেন বার বার আসেন। তখন ঐ ব্যক্তি বলেন, পাসপোর্ট দেওয়ার প্রকৃত ক্ষমতা আপনার নেই একথা আমি জানি। আমার পাসপোর্ট দেওয়া না দেওয়ার আসল ক্ষমতা আল্লাহর হাতে রয়েছে। যখন আল্লাহ্ পাক পাসপোর্ট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিবেন তখন আমি পাসপোর্ট পাব; এ জন্যই আমি বার বার আসি। একথা শুনে পাসপোর্ট কর্মকর্তা লোক ডেকে তখনই ঐ লোকের পাসপোর্ট দিয়ে দিতে বলেন। পুরানো তো সে যে কোন মুসিবত বা দুশমনী এলে ঘাবড়ায় না ও মুখে প্রকাশও করে না। নামাজ পড়ে আল্লাহ্ পাকের কাছে চায় ও ফায়সালা করে নেয়। যত নেশামুক্ত হতে থাকবে তত পুরানো হতে থাকবে, পক্ষান্তরে যত নেশা বাড়বে তত নুতন হতে থাকবে। ফেরেশ্তা ও আসমান নতুন, এরা কখনও পুরানো হয় না। যতদিন যায় পাহাড় তত পুরানো হতে থাকে, ততই মজবুত হতে থাকে। পুরানো পাহাড়ের ন্যায়; যতদিন যায় তার মধ্যে তত ইয়াকীন, তাক্ওয়া, তাওয়াক্কুল, কানা'য়াত, সবর, আদল, ইন্সাফ, সাদাকাত, আমানতদারী বাড়ে; সব সিফাত বাড়তেই থাকে। পুরানো মনোযোগী ও বিনম্র থাকে এবং নিজকে কখনও উপযুক্ত মনে করে না ও ভয় করতে থাকে। যে নিজকে পুরানো মনে করবে সে নীচে পড়ে যাবে। কিয়ামতের দিন আমীরদের পিছে হাত বাধা অবস্থায় হাজির করা হবে (হযরত ঘাড়ের উপর দুহাত একসাথে করে দেখান)। ইমারতের দায়িত্ব ঠিকমত পালন করলে হাত খুলে দেওয়া হবে। সে পুরানো যার মনে নিজে পুরানো এ কথা না আসে। যখনই মনে করবে যে, বিশ/ত্রিশ বছর থেকে তাবলীগ করে আমি পুরানো হয়েছি, তবুও আমাকে মাশওয়ারায় ডাকে না, বয়ান দেয় না; তখনই বুঝতে হবে খান্নাস বা শয়তান তাকে ঘুরাচ্ছে।

হযরত ইলিয়াস (রহ.) বলতেন, আমি দাওয়াতের কাজকে বুঝার চেষ্টা করছি। এখন বলো পুরানো কে? হযরতজী আরও বলেন যে, জুনায়েদ বাগদাদী (রহ.) এর কাছে এক যুবক এসে বায়াত হল এবং রিয়াযত বা সাধনা করতে লাগল। কেউ বার বছর, সতের বছর, কুড়ি বছর যাবত ইসলাহের জন্য পড়ে আছে অথচ জুনায়েদ বাগদাদী (রহ.) ঐ যুবককে সতের দিন পর সবার সামনে খিলাফত দিলেন। মুরিদদের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে আলাপ-আলোচনা লক্ষ্য করে তিনি সকলকে একত্রিত করে জঙ্গল থেকে একটা ভিজা কাঠ এনে আগুন লাগাতে

বললেন। কথামত কাজ হল কিন্তু ভিজা কাঠে কোন মতেই আগুন ধরানো গেল না, শুধু ধোয়ার সৃষ্টি হল। জুনায়েদ বাগদাদী (রহ.) এবার জঙ্গল থেকে একটা শুকনা কাঠ এনে তাতে আগুন লাগাতে বললেন। দেখা গেল যে, অতি সহজেই শুকনা কাঠে আগুন ধরে গেল ও কাঠটি জ্বলতে লাগল। তখন তিনি বললেন, এ হলো তোমাদের ও যুবকের মধ্যে পার্থক্য। যুবক হওয়া স্বত্বেও তার মধ্যে দুনিয়ার খাহেশ নাই; তোমাদের মধ্যে দুনিয়ার খাহেশ পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। হযরত ইলিয়াস (রহ.) রাতে খুব পেরেশান থাকতেন ও উম্মতের নাজাতের জন্য আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করতেন। এ অবস্থা দেখে তার বিবি সাহেবা বলতেন যে, তিনি কেন এত কান্নাকাটি করেন। হযরতজী বলতেন, যদি তুমি জানতে কেন আমি এত পেরেশান ও কান্নাকাটি করি; তবে এ ঘরে কান্নাকাটি করার লোক এক জনের স্থলে দুই জন হয়ে যেত।

৮। মদীনা শরীফে মদীনা মুনাউওয়ারার আমীর

হযরত মাওলানা সা'ঈদ আহমাদ খান (রহ.) এর বয়ান ঃ

'আমি অবশ্যই তোমাদের কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়-ক্ষতি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করব। তুমি ধৈর্যশীলদের শুভ সংবাদ দাও।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত-১৫৫)। সকল আম্বিয়া (আ.) দাওয়াতের কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। সর্বশেষ বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.) এর মুজাহাদার ফলে দাওয়াতের কাজে সাহাবা কিরাম (রাযি.) যোগ দেন; তাদের ত্যাগ ও উদ্দীপনাপূর্ণ মেহেনত আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করে ও বাতিলের কালিমা অবনত হয়। ইসলামী শরীয়াহ কায়েম ও ইসলাম সম্মানীত হয় এবং কুফর অপদস্ত হয়। খুলাফায়ে রাশেদীনের পর উম্মত দাওয়াতের কাজ থেকে গাফেল হওয়ায় তাদের মধ্যে রাজ্য ও পদের আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে ধীরে ধীরে বাতিল প্রসার লাভ করতঃ সমগ্র উম্মতকে আচ্ছাদিত করতে থাকে। এভাবে উম্মতে মুসলিমা বাতিলের জালে ফেঁসে যায়; উম্মতের মন ও মস্তিস্কে দুনিয়ার আকাঙ্খা ও বড়ত্ব এসে যায়। এ সুযোগে বিপথগামীরা নানা পন্থায় উম্মতে মুসলিমাকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দেয়, যারা একে অপরের বিরোধী হয়ে উম্মতের ঐক্য নষ্ট করে। আল্লাহ পাক বিশেষ মেহেরবানীতে বর্তমানে উম্মত গড়ার গায়েবী উসূল বুঝিয়ে দিয়েছেন। দাওয়াতের মেহেনতের ফলে নানা দলে বিভক্ত উম্মত **'তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু (কুরআন ও ইসলাম) দৃঢ়ভাবে ধর'** (সূরা আল্-ইমরান, আয়াত-১০৩অংশ) এর দিকে আসতে পারে। ঐসময় সম্ভব হবে যখন দা'ঈ দাওয়াতের ময়দানে প্রশিক্ষণ নিতে থাকবে ও নিজের উদ্দেশ্য ত্যাগ করে আল্লাহর আদেশ-নিষেধের মর্যাদা দিতে থাকবে এবং আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে দ্বীনের আনুগত্যের দিকে ধাবিত হবে। দা'ঈর লক্ষ্য রাখতে হবে যেন দাওয়াতের কাজকে শুধু তাহরীকে পরিণত করা না হয় বরং রাসূল (সা.) এর দাওয়াতকে পুনর্জীবিত করাই লক্ষ্য হয়। সাথীরা এমন মুজাহাদা করবে, যা' রাসূল (সা.) এর মুজাহাদাকে স্মরণ করাবে। এ মেহনতে অগ্রণী হয়ে শেষাবধি চলবে, যারা আল্লাহ ও রাসূল (সা.) এর ওয়াদা ও জান্নাতের সু-সংবাদ সামনে রাখবে। তারা দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশের আকাঙ্খী হবে না বরং নিজের আরাম ত্যাগ করতে থাকবে। সর্বদা কুরআনের শিক্ষা, রাসূল (সা.) ও সাহাবা কিরাম (রাযি.) এর সীরাত সামনে রেখে অন্য পন্থার দিকে তাকাবে না বা অন্য আদর্শকে নিজের জন্য আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করবে না। (১) কুরআন পাক, (২) সীরাতে রাসূল (সা.) ও (৩) সীরাতে সাহাবা (রাযি.); দাওয়াতের এ তিন উসূল দ্বারা উম্মত একত্রিত হবে। এছাড়া অন্য কিছু দ্বারা উম্মতকে একত্রিত করা যাবে না।

দাওয়াতের রাস্তা জাহান্নামের উপর পুলসিরাঁতের মত, যার নিচে মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য দুনিয়ার বড়ত্ব ও ভালবাসা রয়েছে। যাদের পা টলমল করে তারা দাওয়াতের রাস্তা থেকে ছিটকে পড়বে। দুনিয়ার লোভ ও ভালবাসা তাদের আকৃষ্ট করবে। এ দাওয়াতের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি নিজেকে দুনিয়া থেকে বাঁচাবে। যারা নিজের ইচ্ছানুযায়ী চলবে না, তাদেরকে লোকেরা **'আমাদের মধ্যে অপদস্ত ও ক্ষুদ্র চিন্তা-ভাবনাকারী'** (সূরা হুদ, আয়াত-২৭অংশ) মনে করবে। যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইখলাসের সাথে দাওয়াত দিবে আল্লাহ পাক তাদের সাহায্য করবেন ও তাদের মাধ্যমে উম্মতকে ঐক্যবদ্ধ করবেন। কুরআন দাওয়াতের কিছু উসূল পরিস্কার ভাষায় বলেছে ঃ **'তোমরা ক্ষমা ও উপেক্ষা কর'** (সূরা বাকারা, আয়াত-১০৯অংশ) **'যারা ক্রোধ সংবরণকারী ও মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল;'** (সূরা আল-ইমরান, আয়াত-১৩৪অংশ)। **'ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা,'** (সূরা হা'মীম আস্-সিজদা, আয়াত-৩৪অংশ)। **'রাহমান' এর বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফিরা করে ও তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে তখন তারা বলে সালাম** (তারা শান্তি কামনা করে, তর্কে অবতীর্ণ হয় না)।' (সূরা ফুরকান, আয়াত-৬৩)। এ পুরা রুকুতে দা'ঈদের সিফাত বর্ণনা করা হয়েছে। যখন এ সব সিফাত ও দ্বীনের জন্য জান-মালের কুরবানী সম্পন্ন হবে তখন আল্লাহ তা'য়ালা হিদায়াতের দুয়ার খুলে দিবেন, যা' এখন বন্ধ রয়েছে। পুনরায় মদদ ও নুসরত স্বচক্ষে দেখা যাবে, যেমন সাহাবা কিরাম (রাযি.) দেখেছিলেন। আল্লাহর নিয়ম কখনও পরিবর্তন হয় না যা' কুরআনে কারীমে স্পষ্ট বলা হয়েছেঃ **'তুমি আল্লাহর বিধানের কখনও কোন পরিবর্তন পাবে না এবং আল্লাহর বিধানের কোন ব্যতিক্রমও দেখবে না।'** (সূরা ফাতির, আয়াত-৪৩অংশ) যা' কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে।

তবে দাওয়াত ও তাবলীগের উসূল শিখতে হবে। আমরা কারও সমালোচনা, কাউকে প্রত্যাখান অথবা কারও মোকাবেলা করব না। এতে দাওয়াতের মধ্যে নানা বাধা সৃষ্টি হবে ও নিজের মধ্যে অহংকার, হিংসা, রিয়া পয়দা হতে থাকবে। ইলম ও আলেমদের পুরাপুরি কদর করব এবং যিকির ও যিকিরকারীদের পুরা আযমত অন্তরে রাখব। হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস (রহ.) বলেছেন যে, যারা তাবলীগের কাজ করবে তাদের জন্য আমার দুটি ভয় হয়। প্রথমতঃ তারা আসলে কোন কাজ না করে মনে করবে যে, আমি কাজ করছি। আসল কাজ হল নিজের মধ্যে ছয় নম্বর আনা, অন্য লোক আল্লাহর রাস্তায় বের হোক বা না হোক। যদি ছয় নম্বর এসে যায়, তবে ঈমান বাড়বে, নামাজের মধ্যে খুশু-খুযু আসবে, হালের তাকাযা জানা হবে, ইলমের সাথে ধ্যান ও খেয়াল আসবে। শরীয়াহর হুকুম পুরা করা ও ইকরামের সাথে মুসলমানদের হক আদায় করা হলে অন্তরে কারও প্রতি তাচ্ছিল্য আসবে না। অন্তরে আল্লাহর সন্তুষ্টির জয়বা বৃদ্ধি

পাচ্ছে, উম্মতে মুসলিমা বাতিলের জালে ফেঁসে যাওয়ার ব্যাথা বৃদ্ধি পাচ্ছে, দ্বীন জিন্দা করার আগ্রহ ও উম্মতকে বাতিলের বেড়াজাল থেকে বের করার ফিকির বাড়ছে। এরকম হলে বুঝা যাবে যে, আমাদের মেহেনত সঠিক রাস্তায় এগুচ্ছে। আর যদি মেহেনতের দ্বারা এগুলো আমাদের মধ্যে না আসে বরং শুধু জামায়াত বের হয়, তবে আমাদের উদাহরণ হবে মোমবাতীর মত, যা' অন্যকে আলো দান করে কিন্তু নিজে গলে শেষ হয়ে যায়। এমনিভাবে এ হাদীস আমাদের উপর বর্তাবে ঃ আল্লাহ তা'য়ালা নিজের দ্বীনের সাহায্যে কাফের ও ফাসিক বা ফাজির দ্বারাও করিয়ে নিবেন, শুধু মুমিনরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। দ্বিতীয় ভয় হয় যে, আস্‌বাব থাকা অবস্থায় আসবাবেব দিকে দৃষ্টি চলে যাবে। আসবাব থেকে নজর বাঁচানো খুবই কঠিন কাজ। আর আসবাবের দিকে নজর চলে গেলে আল্লাহর মদদ ও নুসরত থেকে সরে যাবে; যেমন সরে গিয়েছিল হুনাইনের যুদ্ধে। আবার যখন তাদের ভরসা ও তাওয়াক্কুল আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, আল্লাহর মদদও চলে আসে। বিরুদ্ধবাদীর প্রশ্নের উত্তর না দেওয়াই সুন্নাত। রাসূল (সা.) থেকে অনেক ক্ষেত্রে এরকম করার কথা বর্ণিত আছে। রাসূল (সা.) তাদের উপর অসন্তুষ্ট হন নাই, নিরাশও হন নাই। যখন আল্লাহ পাক তাদের পরিবর্তন ঘটানোর ইচ্ছা করবেন, তখন পরিবর্তন করে দিবেন। অন্যথায় তাদের আওয়াজ প্রভাবহীন হয়ে পড়বে। তাছাড়া প্রশ্নকারীর মাধ্যমে কিছু উপকার সাধিত হয়, যা' নিজের জন্য মঙ্গলকর। যখন দাওয়াতের জযবা সহীহ হয়; ধৈর্য্য ও সহ্য করার গুণ অর্জিত হয়, হিকমাতের দরজা খুলে যায়, দু'আর মধ্যে শক্তি পয়দা হয়, হুসনে খুলুক বা সদাচারের মশ্‌ক হয় ও হুস্‌নে তাকদীর বা সৌভাগ্যের পথ চেনা যায়; যার উপমা হাদীসে পাওয়া যায়। এ জন্য আমাদের সাথীদের খুব চিন্তা ফিকির করে বুঝে-শুনে দাওয়াতের কথা পেশ করতে হবে।

হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) বলেছেন ঃ যদি বে-উসূলীর সাথে কথা বলা হয় তবে যে ফিতনা শত বছর পর আসার কথা তা' কয়েক মাসে এসে যাবে। আর যদি উসূলের সাথে চলা হয়, তবে সকল ফিতনা দূরীভূত হতে থাকবে। তিনি আরও বলেছেন ঃ এমনভাবে কাজ কর, যাতে কাজ একশ মাইল আগে থাকে আর সুনাম একশ মাইল পিছে থাকে। যদি কাজের তুলনায় সুনামের পরিমান বেশি হয় তবে কাজের ক্ষতি হবে। আর বাতিল তাকে ভাঙ্গতে থাকবে। দাওয়াতের তাকাযা হল, প্রথমে গরীব, অপরিচিত ও সাধারণ মানুষের মাঝে কাজ শুরু করা ও তাদের মধ্যে খুব বেশী গাশ্‌ত করা। তাদের দু'আ খুব তাড়াতাড়ি কবুল হয়। 'তোমাদের দুর্বলদের কারণেই তোমাদের মদদ ও নুসরাত করা হয় ও রিযিক দেওয়া হয়।' একটি খুসূসি গাশ্‌ত করলে গরীবদের মাঝে ১০টি উমুমী গাশ্‌ত কর। খুসূসি গাশ্‌ত এর মধ্যে ক্ষতির আশঙ্কা আছে, উমুমী গাশতে যা' কম। বিশেষ লোককে সাধারণ লোকের সাথে মসজিদে এনে কথা শুনাও। যে

কথা গরীব মহলে বসে শোনা হবে আল্লাহ পাক তা' তাড়াতাড়ি বুঝিয়ে দিবেন। ইনশাআল্লাহ তাদের মধ্যে দ্বীনের গুরুত্ব পয়দা হবে। গরীবদের মালদারদের মহলে নিয়ে কথা শুনান হলে শয়তান তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ জাগাবে। গরীবরা মালদারদের মাঝে বসা ও তাদের সাহচর্যের প্রভাবে দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে। তাদের দুনিয়ার দিকে নজর যাওয়া শুরু হবে। তিনি আরও বলেছেন ঃ আমাদের কাজ হল সবার সাথে মিলেমিশে কাজ করা। এর ফলে বিভিন্ন সিফাত অর্জন করার সুযোগ পাওয়া যায়। যে সিফাত রাসূল (সা.) এর মধ্যে ছিল তা' এখন পুরা উম্মতের মধ্যে ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায় আছে; যাদের কাছ থেকে সিফাত গ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করা ও যার মধ্যে সিফাত আছে তার কদর করা। আল্লাহ পাকের দেয়া পুরস্কারের কদর করা। ওয়াস্‌সালাম।

৯। ১৯৯৫ইং সালে মদীনায় মাশওয়ারার আদব ও গুরুত্ব পড়ে শুনান

হযরত মাওলানা সা'ঈদ আহমাদ খান (রহ.) ঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। দাওয়াত ও তাবলীগে মাশওয়ারার গুরুত্ব বহু বেশী। কুরআন পাকে আল্লাহ পাক এর গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন। মাশওয়ারা অনুযায়ী চলায় আল্লাহর নৈকট্য হাসিল হয়। যারা মাশওয়ারা ছাড়া চলে তারা শয়তানের জালে পড়ে। মাশওয়ারার আদব খুব সুক্ষ্ম। যাদের মধ্যে দাওয়াতের সিফাত পয়দা হয়েছে, তারা মাশওয়ারার আদব রক্ষা করতে সক্ষম হবে।

সিফাত নিম্নরূপঃ

(১) মাশওয়ারাকারীরা আল্লাহর দিকে রুজু হয়ে বসবে, যেন আল্লাহ মাশওয়ারা শুনছেন। দুই জনে মাশওয়ারা করলে তৃতীয় হলেন আল্লাহ; তিন জন হলে চতুর্থ হলেন আল্লাহ। আল্লাহ কুরআন পাকে বর্ণনা করেছেন, অর্থ ঃ **'আপনি কি ভেবে দেখেননি যে, নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা' কিছু আছে আল্লাহ তা' জানেন। তিন ব্যক্তির এমন কোন পরামর্শ হয় না যাতে তিনি চতুর্থ না থাকেন ও পাঁচ জনেরও হয় না যাতে তিনি ষষ্ঠ না থাকেন। সংখ্যা কম হোক বা বেশি হোক ও তারা যেখানেই থাকুক না কেন তিনি তাদের সাথে আছেন। তারা যা' করে তিনি কিয়ামতের দিন তাদেরকে তা' জানিয়ে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সব বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।'**

(২) মাশওয়ারাকারীদের অন্তরে পরস্পর ভালবাসা তৈরী হয়। হাদীসে কুদসীতে আছে; অর্থ ঃ **'পরস্পর ভালবাসাকারীদের জন্য আমার ভালবাসা ওয়াজিব করে নিলাম।'**

(৩) এমন না হয়, অন্তরে মতভেদ সৃষ্টি হয়ে একে অপরকে ঘৃণা করতে থাকে।

(৪) কেউ কারও উপর অসন্তুষ্ট বা রাগ হলে আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত হবে ও ঈমান দুর্বল হয়ে পড়বে। হযরত ইলিয়াস (রহ.) বলতেন ঃ যারা দ্বীনের কাজ করবে তাদের জন্য আমার দুটি ভয় হয়; নিজের মধ্যে ছয় নম্বরের গুণ পয়দা না করে শুধুমাত্র জামায়াত বের করতে থাকবে। ফলে সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হতে থাকবে ও ঈমান দুর্বল হতে থাকবে। নিজের মধ্যে ছয় নম্বরের হাকীকত সৃষ্টি করা জরুরী। কালেমায়ে তাওহীদের মেহেনতের দ্বারা নিজের ঈমান বাড়তে থাকে, নামাজের মধ্যে খুশু-খুযু পয়দা হতে থাকে, দ্বীনের চাহিদা পুরা করার জয্‌বা সৃষ্টি হতে থাকে ও যিকিরের দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য হাসিল হতে থাকে। অন্যের অন্যের হক আদায়ের ফিকির বাড়তে থাকে এবং বে-ইক্‌রামী থেকে বাঁচাতে থাকে। নিজের জন্য কারও অন্তরে কষ্ট না হয় ও মাশওয়ারা আল্লাহর কাছে কবুল হওয়া সম্পর্কে সর্বদা ভীতি থাকে।

মাশওয়ারার তরীকাঃ

(১) কেউ নিজের রায়কে ইয়াকীনের সাথে সঠিক না ভাবে। সে ক্ষেত্রে এটা প্রমানিত হয় যে, তার উপর আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে সঠিক রায় উৎক্ষিপ্ত হয়েছে; যে অবস্থা সবার জন্য অর্জিত হয় না।

(২) নিজের রায়ের উপর পীড়াপীড়ি করবে না। এতে অহংকার প্রকাশ পায় ও নফ্‌স জয়ী হয় এবং যারা মাশওয়ারা করবে শয়তান তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাবে ও শত্রুতার সৃষ্টি করবে।

(৩) মাশওয়ারাকারীরা একে অন্যের রায় প্রত্যাখ্যান করবে না, এতে যার রায় প্রত্যাখ্যান করা হবে, সে অপমান বোধ করবে। এ কথা মনে করতে হবে যে, অন্যের রায়ের মধ্যে কল্যাণ থাকতে পারে। সব ধরণের ইকরাম বজায় রেখে নিজের রায় দিবে। এটাই আল্লাহকে রাজী করার উপায়।

(৪) মিষ্টি মুখে অন্তর নরম রাখবে। আল্লাহ পাক মুহাম্মদ (সা.) এর সিফাত বয়ান করেছেন ও একটি জিনিসের প্রতি সতর্ক করেছেন যা' আমাদের জন্য খুব শিক্ষণীয়। আল্লাহ পাক রাসূল (সা.) কে কোমল অন্তরের অধিকারী করেছেন। যদি তিনি কটুভাষী ও কঠিন অন্তরের অধিকারী হতেন, তবে তিনি নবী ও সমস্ত সিফাতের অধিকারী হওয়া স্বত্ত্বেও মানুষ তাঁর সাথে জুড়তো না বরং আলাদা হয়ে যেত। এটা আখলাকের উচ্চতর সিফাত; যার মধ্যে উক্ত সিফাত এসে যাবে সে ব্যক্তি আল্লাহর প্রিয় বান্দা হয়ে যাবে। উম্মত তার সাথে জুড়তে থাকবে ও তার মধ্যে খিলাফতের সিফাত হাসিল হবে অর্থাৎ মানুষের অন্তরে তার খিলাফাত জারী হবে। মাশওয়ারা সূক্ষ আমল; এ দ্বারা দুনিয়াতে দাওয়াত ছড়াবে ও দা'ঈর দরজা বুলন্দ হবে। দুনিয়াতে উম্মতের মধ্যে দাওয়াত কায়েম না থাকায় শয়তান উম্মতের মধ্যে বিভিন্ন দল ও আঞ্চলিকতার জযবা পয়দা করে আদল ও ইনসাফ শেষ করে দিয়ে বাতিলকে জয়ী করেছে। হকপন্থীদের বাতিপন্থীদের অনুগত করে দিয়েছে। এজন্য সর্বপ্রথম দাওয়াতের আমল চালু করতে হবে ও সকল মুসলমানকে তার জীবনের উদ্দেশ্য দাওয়াতের উপর আনতে হবে। প্রত্যেককেই দা'ঈ বানাতে হবে, যেন তাদের গোটা জীবন কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত তরীকার উপর এসে যায়। তবেই আল্লাহর পক্ষ হতে রহমত, বরকত, মদদ, শান্তি ও সাহায্যের দরজা খুলে যাবে এবং আল্লাহর গায়েবী নিযাম পক্ষে আসবে। এসব ব্যক্তি উভয় জাহানে কামীয়াব হবে।

আল্লাহ পাক স্বীয় নবী (সা.) এর শানে একটি আয়াত নাযিল করেন, অর্থ ঃ **'আপনি সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করুন।'** পরে অন্য এক আয়াত নাযিল করেন, অর্থ ঃ **'যারা তাদের পালনকর্তার আদেশ মান্য করে ও নামাজ কায়েম করে,**

পারস্পারিক পরামর্শক্রমে কাজ করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা' থেকে ব্যয় করে।' কেয়ামত পর্যন্ত যত উম্মত আসবে তারা যদি মাশওয়ারার সাথে চলে, তবে সঠিক পথে থাকবে। বদরে খাব্বার বিন্ মুনযির (রাযি.) এর রায়কে জিবরাইল (আ.) সঠিক বলেন। বদরের কয়েদীদের ব্যাপারে উমর (রা.) এর রায়ের বিষয়ে আয়াত নাযিল হয়। মুহাম্মদ (সা.) ওহুদের যুদ্ধে যুবকদের রায় মেনে নিয়েছেন; আল্লাহ পাক রায়কে ভুল বলেননি। এসব ঘটনা আমাদের জন্য উসূল কায়েম করেছে। যখন এ উসূল আমাদের মধ্যে যিন্দা হবে, তখন উম্মতে মুসলিমার মধ্যে **ঈমান** ও ইসলামের জয্বা পুরোপুরি এসে যাবে ও তারা বাতিলের উপর জয়ী হবে। হযরতজী ইউসুফ (রহ.) এরকমই বলেছেন। বাতিলকে হকের দিকে ফিরাবেন; যারা হকের দিকে ফিরবে না, মুসলমানদের দ্বারা তাদের পরাজিত করবেন অথবা পরস্পর দ্বন্দ্বে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিবেন। সম্ভবতঃ এ আয়াতটির ইঙ্গিত এদিকেই; অর্থ ঃ **'বরং আমি সত্যকে মিথ্যার উপর নিক্ষেপ করি, অতঃপর সত্য মিথ্যার মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়; অতঃপর মিথ্যা তৎক্ষণাত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তোমরা যা' বলছো তোমাদের জন্য তা' দুর্ভোগ।'**

প্রথমদিকে যারা দাওয়াত দিবে তারা মুজাহাদার মধ্যে চলবে এবং আল্লাহ পরীক্ষা নিবেন যা' এ আয়াতে বলা হয়েছে, অর্থ ঃ **এবং অবশ্যই আমি তোমাদের পরীক্ষা করবো কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের।** সর্বশেষে বলা হয়েছে, অর্থ ঃ **'এবং তোমাদের মধ্যে যে মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে সে সমান নয়। এরূপ লোকদের মর্যাদা বড় তাদের অপেক্ষা যারা পরে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে। তবে আল্লাহ উভয়কে কল্যাণের ওয়াদা করেছেন।'**

মুজাহাদার পর খোশখবরীর ওয়াদা হল জান-মাল ও নিজের চাহিদা এমনভাবে ত্যাগ করবে যে, নিজের জান-মাল আল্লাহর রাস্তায় বেশী লাগে ও নিজের চাহিদা ভঙ্গ হয় এবং অন্তর ও মন আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে লাগে। তবে দ্বীনের অনুসারীদের মধ্যে গণ্য হবে ও যারা তাদের সাথে চলবে তারা আসহাবুল ইয়ামীনদের মধ্যে গণ্য হবে; এরা উভয়ই হবে কামিয়াব। তারপর আল্লাহ মুজাহিদীনদের দুটি দরজা কায়েম করেছেন। কখনও মক্কা বিজয়ের পরের ঈমানদারদের দরজা আগের ঈমানদারদের মত হতে পারে না। কারণ মক্কা বিজয়ের পর গনীমত আসা শুরু হয় ও জয়ের আশা কায়েম হয়।

১০। ইজতিমা সম্পর্কিত একটি পর্যালোচনা

হযরত মিয়াজী মেহরাব (রহ.) ঃ

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ভাই! ইজতিমা কোন নতুন কিছু নয় বরং পুরানো উসূল। যখন উম্মত দ্বীনের চাহিদা পুরণের জন্য একত্রিত হয়, তখন উম্মত বিস্তার লাভ করে ও তাদের অন্তর হক্বের পথে চলে। উম্মতকে একত্রিত করার জন্য ঘোষণা ছিল 'আচ্ছালাতু জামিয়াহ'। এ ঘোষণার মধ্যে এমন আকর্ষণ ছিল যে, সবাই ব্যস্ততা ছেড়ে জান-মাল নিয়ে দ্বীনের প্রয়োজন পুরা করতে প্রস্তুত হয়ে মসজিদে উপস্থিত হত। দুই/এক ঘন্টা বয়ান শুনে ফেরত যাওয়ার জন্য তারা জমা হত না বরং এ জন্য জমা হত যে, জান দেয়ার প্রয়োজন হলে জান দিয়ে দিবে। ঐ সময় কাউকে দ্বীনের রাস্তায় যেতে পারবে কি না জিজ্ঞাসা করা হলে সে অপমান বোধ ও মন খারাপ করে বলত, 'আমি কি মুমিন ও রাসূল (সা.) এর উম্মত নই! দ্বীনের রাস্তায় যাওয়া কি আমার জীবনের উদ্দেশ্য নয়!' প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোক আল্লাহর রাস্তায় যাওয়ার পর যারা বাকী থাকত তাদের পরবর্তী ঘোষণার অপেক্ষায় থাকতে বলা হত। এখন তাদের জিম্মায় দুইটি কাজ; যারা আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে গেল তাদের ঘরের খবর নেওয়া ও নিজের কাজ কারবার সামলে নেওয়া। উম্মত যখন দ্বীনের কাজকে উদ্দেশ্য বানিয়েছিল, তখন আল্লাহ পাকের সাহায্য উম্মতের সাথে ছিল ও অন্তর হক্বের দিকে পাল্টাচ্ছিল।

ভাই! আল্লাহ হিদায়াত দিবেন; এ উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা এখানে জমা হয়েছি। নামাজের প্রতি রাকাতে 'ইহ্‌দিনাচ্ছিরাতল মুস্তাকিম' বলার মাধ্যমে মহান দৌলত হিদায়াত চাওয়া হয়। নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও সালেহ; আল্লাহ পাক এ চার শ্রেণীর মানুষকে পুরস্কৃত করেন, যারা নিঃস্বার্থভাবে মানুষের কল্যাণের ফিকিরে চলাফিরা করে। এখানে যারা এসেছেন তারা রেডিওর ঘোষণা অথবা ইশতিহার বা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নয় বরং নিজ চিন্তা ও চেষ্টায় এখানে এসেছেন। বহু কষ্ট ও মেহেনতের বদলে এ মজমা। আল্লাহর বান্দারা কেউ দুনিয়ার কোন লাভের জন্য এখানে আসে নাই বরং আল্লাহ ও রাসূল (সা.) এর প্রতি ভালবাসায় এসেছে। এ এত দামী মাজমা যে, কেউ যেন এ থেকে সম্পর্কহীন না থাকে। তিন জন করে জামায়াত বানিয়ে ঘরে ঘরে গিয়ে বয়স্কদের এ কথা বুঝাও যে, প্রত্যেক মুসলমান দ্বীনের জিম্মাদারী আদায়ের এক শীরোনাম ইজতিমা। দ্বীনের জন্য ঈমানদার ব্যক্তিগণ একত্রিত হলে আল্লাহর সাহায্য আসবে, আল্লাহ পাক তথায় কল্যাণের দরজা খুলে দেবেন এবং ফিতনার দরজা বন্ধ করে দেবেন। ইজতিমার মাধ্যমে লোকদের মধ্যে হক্ব কবুল করার যোগ্যতা পয়দা হয়।

১১। ২০০০ইং সালে লেখা তাবলীগ জামায়াত বাংলাদেশের শুরা সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম (রহ.) এর একটি পত্র ঃ

ভাই মুহাম্মদ আনোয়ারুল হক

আস্‌সালামু 'আলাইকুম ওয়ারাহ্‌মাতুল্লাহ। আপনার পত্রের সাথে কুরআনের আয়াত ও হাদিস সম্বলিত 'ইসলামী জীবন বিধান' নামক সম্পাদনা পড়ে খুশী হয়েছি। দু'আ করছি পরম করুণাময় আল্লাহ পাক আপনার চিন্তা-ফিকিরকে সঠিক পথে চালিত করেন ও উম্মতের হিদায়াতের সহায়ক বানান।

নতুন-পুরাতন সকল তাবলীগী মুবাল্লিগ ছয়টি বিশেষ গুণ অর্জনের জন্য একে অপরকে বলাবলি করে থাকে। যেমনঃ (১) আল্লাহর স্বত্বা ও গুণাবলীর উপর সর্বদা ইয়াকীন রেখে তাঁর আদেশ-নিষেধ মুহাম্মদ (সা.) এর তরীকায় পালন; (২) সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) এর অনুসরণে নামাজ আদায়ের চেষ্টা; (৩) দ্বীনি ইলম অর্জন ও জিকিরে লিপ্ত থাকার অনুশীলন; (৪) মুসলমান-অমুসলমান তথা সৃষ্টির হক আদায়ে তৎপর থাকা; (৫) আল্লাহকে খুশী করার নিয়তে সকল সৎকাজ করা এবং (৬) নিজের ও সকল মুসলমান নর-নারীর মধ্যে এসব অত্যাবশ্যকীয় গুণ অর্জনের জন্য জান, মাল ও সময় নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে সাধ্যমত চেষ্টা-সাধনা করা। এসব গুণের সাথে মানুষের হিদায়াত সম্পর্কযুক্ত ও দ্বীনের উপর চলার জন্য হিদায়াত অপরিহার্য। হিদায়াত ছাড়া সুপথে চলার জন্য ইলম যথেষ্ট নয়। উদাহরণ হলো, সকল মুসলমান নর-নারীর উপর সালাত ফরজ জানা স্বত্বেও দিনের পর দিন বহু মুসলমান আল্লাহর এ হুকুম ছেড়ে দিচ্ছে। আবার অনেকে আল্লাহর রাস্তায় কিছু-দিন চলা-ফিরার পর হিদায়াত লাভ করে নিয়মিত দ্বীনের আদেশ-নিষেধ পালনে রত হচ্ছে। আল্লাহর রাস্তায় গিয়ে মানুষ দ্বীনের আদেশ-নিষেধ পালনে লাভ ও অবহেলায় ক্ষতি এবং আখেরাতের গুরুত্বের কথা শুনতে থাকে ও তদনুযায়ী আমল করতে থাকে। আখেরাতের লাভ-ক্ষতি সর্বদা মানুষের মনে আসার নাম হিদায়াত; হিদায়াতের পর মানুষ আখেরাতে কল্যাণ লাভের জন্য জান ও মাল দিতে তৈরী হয়ে যায়। আল্লাহর রাস্তায় মানুষ ফাযায়েলের তা'লীম শুনতে থাকে ও মানুষের ময়দানে তা' বলতে থাকে; আল্লাহ ঐ ব্যক্তির জন্য নেক-আমল সহজ করেন। মানুষের মধ্যে আমলের আগ্রহ জন্মে; ঐ ব্যক্তি আলেমের নিকট থেকে দ্বীনের আদেশ-নিষেধ জেনে আমল করতে অভ্যস্ত হয়।

আমাদের পরামর্শ হল, মনের সকল দ্বিধা দূর করে হিদায়াতের জন্য সময়-সুযোগ করে আল্লাহর রাস্তায় চার মাসের জন্য বেড়িয়ে পড়লে দেখবেন, হৃদয়ের দুর্বলতা দূর হয়েছে; মনে শুধুমাত্র মৃত্যু ও কবরের ভয়ের স্থলে একই সাথে

আশার সঞ্চার হয়েছে এবং দুনিয়ার জন্য জায়েয কাজ ও আখেরাতের জন্য নেক-আমল করতে ভাল লাগছে। দুনিয়া হল আখেরাতের শষ্যক্ষেত্র। আল্লাহ মানুষকে নেক আমলের জন্যই দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। আল্লাহর রাস্তায় যতদিন বেশী সময়ের জন্য বের হতে না পারছেন ততদিন মহল্লায় দ্বীনের কাজের সাথে লেগে থাকুন ও তবলীগী ভাইদের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন করে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার অভ্যাস করুন। এছাড়া মসজিদ ও বাসায় ফাযায়েলের কিতাবের তা'লীম করতে ও শুনতে থাকুন এবং আল্লাহর কাছে নিজের ও উম্মতের দ্বীনের রাস্তায় বেশী সময়ের জন্য বের হওয়ার তাওফীক চেয়ে দু'আ করতে থাকুন।

সবশেষে আপনার বোনদের বিয়ের ব্যাপারে আল্লাহর উপর পূর্ণ নির্ভরশীলতার সাথে তাদের আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনার পরামর্শ দিয়ে আত্নীয় ও ঘনিষ্টদের কাছে বলাবলি করতে থাকুন। এতে সুফল লাভের আশা করা যায়।

ওয়াসসালাম।

কাকরাইল মসজিদ, ঢাকা।

১২। ২০০৮ইং সালে লেখা তাবলীগ জামায়াত বাংলাদেশের শুরা সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম (রহ.) এর আরেকটি পত্র ঃ

মুহ্তারাম

আল্লাহর ফযল, করম ও রহমে সহি-সালামতে দ্বীনের মোবারক মেহনতে লিপ্ত আছেন ও উম্মতের হিদায়াত, রহমত, খায়ের, বারাকাতের দু'আ করছেন। কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ ও জ্বীন আসবে আল্লাহ পাক তাদেরকে ঈমান ও ইসলামের ছায়াতলে আসার তাওফীক দান করেন। আমীন!

আলহামদুলিল্লাহ! বাংলাদেশের টঙ্গীতে বিশ্ব-ইজতিমা সার্বিক কামিয়াবির সাথে সম্পন্ন হয়েছে। দেশী-বিদেশী মেহমান আশরীফ এনেছেন ও অধিকাংশ বিদেশী মেহমান দেশের অভ্যন্তরে কাজ করছেন। দেশী মেহমান দেশে ও বিদেশে দাওয়াতের কাজে (জান-মাল নিয়ে এক বছর, চার মাস ও চল্লিশ দিনের জন্য) সফর করছেন। আল্লাহ ইজতিমা থেকে বের হওয়া মেহমানদের জান ও মালের কুরবানী কবুল ফরমান এবং সারা আলমের জ্বীন ও ইনসানের হিদায়াতের ফয়সালা করেন। আমীন!

যারা বের হতে পারি নাই, ইনশাআল্লাহ ২০০৯ইং সালের বিশ্ব-ইজতিমায় বেশী সময় নিয়ে দাওয়াতের মুবারক মেহনতে শরীক হওয়ার জন্য এখন থেকে নিয়ত, চেষ্টা ও দু'আ করি। আল্লাহ পাকের রাস্তায় নিজের জান ও মাল নিয়ে এক বছর, চার মাস ও চল্লিশ দিনের সফর করি, যাতে আলমের তাকাযা পুরা হয় এবং হাবিবে পাক (সা.) এর চিন্তা ও ব্যথা অন্তরে পয়দা হয়। আল্লাহ সমস্ত আলমের জন্য হিদায়াত, রহমত, বারাকাত ও খায়েরের ফয়সালা করেন। আমীন!

এই সাথে হাদীস-৪ সংযোজিত হল। বেশী বেশী কালিমা লা' ইলা'হা ইল্লাল্লাহ পড়তে থাকি; ঈমান ঠিক থাকার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে দু'আ করতে থাকি ও নিজেকে গুনাহ হতে বাঁচাতে থাকি। আমীন! ওয়াস্সালাম। বান্দা, মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম।

হাদীস নং-৪

জায়েদ ইবনে আরকাম (রাযি.) বর্ণনা করেন ঃ যে ব্যক্তি ইখলাসের সাথে **লা' ইলা'হা ইল্লাল্লাহ বলে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'** কালেমার ইখলাস সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে রাসূল (সা.) বলেন, মানুষকে যা' হারাম কাজে বাধা দেয়।

ফায়দা ঃ মানুষ হারাম কাজ হতে বিরত থেকে লা' ইলা'হা ইল্লাল্লাহ তে বিশ্বাসী হলে নিঃসন্দেহে এ পাক কালেমার বরকতে নিজের **মন্দ** কাজের শাস্তি ভোগের পর সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। হাঁ! খোদা না করুন, যদি বদ-আমলের কারণে সে ইসলাম ও ঈমান হতে বঞ্চিত হয়ে যায়, তবে ভিন্ন কথা।

ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দী (রহ.) 'তাম্বীহুল গাফেলীন' কিতাবে লিখেন, 'মানুষের জন্য জরুরী যে, সে বেশী করে কালেমায়ে তাইয়্যেবা পড়তে থাকবে, নিজের ঈমান বজায় থাকার জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে দু'আ করতে থাকবে ও নিজেকে গোনাহ হতে বাঁচাতে থাকবে।' বহু লোক গোনাহের কারণে শেষ পর্যন্ত ঈমান হারা হয়ে মারা যায়। ফলে দুনিয়া হতে কুফর অবস্থায় বিদায় নেয়। এর চেয়ে বড় মুসীবত আর কি হতে পারে যে, দুনিয়ায় যার নাম মুসলমানদের তালিকায় রইল কিন্তু কিয়ামতের দিন সে কাফেরদের তালিকাভুক্ত হল। যে সারা জীবন গীর্জা বা মন্দিরে কাটায় তাকে ফাফেরদের দলভুক্ত করায় দুঃখ নাই; আফসোস তার জন্য যে মসজিদে জীবন কাটিয়ে কাফেরদের মধ্যে গণ্য হল। অধিক গোনাহ ও নির্জনে হারাম কাজে লিপ্ত থাকায় এরূপ অবস্থা হয়ে থাকে। অন্যের গচ্ছিত সম্পদ জানা স্বত্বেও মনকে বুঝায় যে, এক সময় তাকে ফেরত দেওয়া বা মালিক হতে মাফ করিয়ে নেওয়া যাবে কিন্তু সে সুযোগ আসার পূর্বেই মৃত্যু এসে যায়। এমন লোক আছে, যার স্ত্রী তালাক হয়ে গেছে বুঝা সত্ত্বেও ঐ স্ত্রীর সাথে সহবাসে লিপ্ত থাকা অবস্থায় তার মৃত্যু আসে, তওবা করার তাওফীক হয় না। এ অবস্থায় ঈমানহারা হয়ে মারা যায়। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন।

হাদীসের কিতাবে বর্ণিত আছে যে, এক যুবকের মৃত্যুর সময় মুহাম্মদ (সা.) তশরীফ নিয়ে তার কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করলে সে বলে, হে রাসূলাল্লাহ! আমার অন্তরে যেন একটি তালা লাগানো আছে। জানা গেল যে, যুবকটি তার মাকে কষ্ট দেওয়ায় মা তার উপর অসন্তুষ্ট। রাসূল (সা.) তার মাকে ডেকে বলেন, কেউ যদি বিরাট অগ্নিকুন্ড তৈরী করে তাতে তোমার ছেলেকে নিক্ষেপ করতে চায়, তুমি কি তাকে বাঁচানোর অনুরোধ করবে? যুবকটির মা বলে, হে রাসূলাল্লাহ! হাঁ, করব। রাসূল (সা.) বলেন, তবে তোমার ছেলেকে ক্ষমা করে দাও। হুযূর (সা.) এর কথায় যুবকের মা তাকে ক্ষমা করে দিল। অতঃপর যুবককে কালেমা পড়তে বলায় তৎক্ষণাৎ সে কালেমা পড়ে নিল। রাসূল (সা.) তাঁর উসীলায় যুবকটি দোযখের আগুন হতে রক্ষা পাওয়ায় আল্লাহর শোকর আদায় করেন। এরূপ গোনাহের মধ্যে লিপ্ত থাকা হয়, যার ফলে দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ইমাম গাজ্জালী (রহ.) এহইয়াউল উলূম গ্রন্থে লিখেছেন, একবার রাসূল (সা.) খুতবায় বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন ভেজাল না করে লা' ইলা'হা ইল্লাল্লাহ বলবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হবে। আলী (রাযি.) ভেজালের অর্থ বুঝিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করলে রাসূল (সা.) বলেন ঃ দুনিয়ার মহব্বত ও তালাশে লেগে থাকা। অনেকে কথা বলে নবীদের মত কিন্তু কাজ করে অত্যাচারী ও অহঙ্কারীর মত। ঐরূপ না করে কেউ কালেমা পড়লে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হবে।

ফাযায়েলে আ'মাল (দারুল কিতাব, ৫০ বাংলা বাজার, ঢাকা) থেকে সংগৃহীত।

13. Translation of reply to a sister in Bangladesh who wanted to know about the involvement of ladies in the work of 'Tableeg' from

Hazrat Enamul Hasan (Rah.)

Kakrail Masjid
22 January, 1989

Dear Sister

Assalaamu `Alaikum

We received your letter; your desire for 'Deen' is 'Mubarak'. May Allaah Ta'ala accept and grant you 'Ikhlas' and 'Istiqamat' (consistency). Without any doubt, the work of the ladies is within their homes. Through the daily 'Ta'leem' of 'Fazail' makes the attitude of everyone in the home along the lines of 'Deen' (Islam). Through 'Salaat' (Namaz), recitation of Qur'an and 'Tasbih'/'Zikr' (remembrance of Allaah) create an environment within the house. To make 'Tarbiat' (spritual training) of the children and to prepare and encourage the menfolk of the house for going out in the path of Allaah, to make them ready for sacrificing their lives and wealth for 'Deen' and to assist and support them in this activity are important jobs for the ladies. For this they should live and perform all their work with simplicity and spend their lives with 'Sabr' (patience) and 'Tawakkul' (complete reliance on Allaah). This is the real thing.

Sometimes, it is also necessary to go out in ladies 'Jammats' along with the 'Mahram' (close male relatives with whom marriage is forbidden) for near and far places, for short and long periods, especially for preparing the 'Deeni' mentality of ladies and to bring alive the work of 'Deen' in them. In addition, they should utilize their capabilities as far as their abilities allow. All this, however, should be under the guidance and 'Mashwarah' (counsel) of the menfolk and that is more appropriate. May Allaah grant the Treasure of His pleasure and involve us in this august and blessed effort of 'Dawah' until the last breathe of our lives.

Wassalaam.

14. Translation of Participation by Muslim Ladies in 'Tableeg' on 11 March, 1996 narrated by

Hazrat Enamul Hasan (Rah.)

The following lines are expounded from a letter of late Hazratjee Moulana Muhammad Yusuf, Rahmatullah `Alaihi (Mercy of Allaah be on him), in respect of how the Muslim ladies take part in the 'Tableeg work' (propagation and inculcation of Islamic way of life). The delicacy of this work by the ladies is still greater. Ladies should never be taken to the general Ijteema (gathering or meeting) of men. In their respective areas, in a house where Pardah (restrictions regarding womenfolk being observed by men) is maintained, the ladies of the nearby houses may gather, once a week, and do Ta'leem (teaching and learning). This may be initiated in this manner:

Whatever the menfolk hear at the Ijteema, Dawah (Invitation to the Path of Allaah), Ta'leem etc., they tell those to their womenfolk. In this way, within a short time feeling for the Islamic way of life will grow among the ladies. In this way, Ta'leem should be started in every family. A time, out of twenty-four hours of daily life, should be set apart for Ta'leem, from portions of the books compiled by Shaikhul Hadeeth Hazrat Moulana Muhammad Zakaria, Rahmatullah `Alaihi (Mercy of Allaah be on him), for use by the 'Tableeg-in-Jamaat' (groups engaged in 'Tableeg work'). After the Ta'leem, as mentioned above, has been started in every family and every locality, the womenfolk of the town may assemble, once in a week, in a house where every precaution is observed regarding Pardah. To start with, the ladies should carry out Ta'leem among themselves.

Thereafter, an experienced Muballig (one who regularly devotes his time and money in 'Tableeg work') may from outside the Pardah, address the ladies and explain to them the importance and exigencies of 'Tableeg work', to begin with, among the Muslims themselves, and how the Muslim ladies can take part in this august mission, the mission of the Prophets, `Alaihimusallaam (May peace be on them), the mission enjoined on the Muslim by Allaah Ta'ala and most liked by Him. The purpose of his talk should be to persuade the ladies to encourage and help their menfolk to go out in the path of Allaah, to observe patience in the trials and tribulations that may be fall them in the absence of the menfolk and in such circumstances beseech Allaah alone for help and fortitude through patience and prayer, as enjoined by Allaah Ta'ala. This is the real participation by

the ladies in Tableeg. If they do so, they will be rewarded by Allaah Ta'ala, to extend of the rewards gained by their menfolk, toiling and striving in the path of Allaah, while they themselves stay at home taking care of the house and the family. In the end they will be reunited in Heaven, enjoying the everlasting bliss, never to be separated again and above all they are blessed by Allaah Ta'ala with His permanent pleasure. The speaker should try to imbibe in the blessings of the hereafter, in a manner that the hearts of the listeners become desirous for achieving them.

He should narrate the incidents of the womenfolk of Rasulullaah, (the messenger of Allaah) Sallallaahu `Alaihi Wasallam (May blessings of Allaah and peace be on him), and of the previous Prophets, `Alaihimusallam (May peace be on them), and of the Companions, Radi Allaahu`anhum (May Allaah be pleased with them) of Rasulullaah, Sallallaahu `Alaihi Wasallam, as to how they bore the difficulties befalling them, with patience and prayers, while their menfalk were toiling, striving and sacrificing their lives for the cause of the truth, the cause of 'Laa Ilaaha Illallaah' (there is none to be worshiped other than Allaah); that this 'Holy Kalima' (the proclamation of the truth) be established in the world. Afterward, from time to time, parties of ladies, who have well understood the work and its principles, may be formed to go to other towns. They must be escorted by their respected husbands or a Mahram (a male person with whom marriage is forbidden in Islam: for example- brother, son, father, paternal or maternal uncle). Pardah should be observed in journey and in the house where the ladies will put up. The males accompanying the ladies shall put up in the nearby Masjid and do regular 'Tableeg work'. The ladies will demonstrate to the assembled womenfolk of the locality the code and mode of conducting Ta'leem according to the principles of Tableeg which is described below:

The meaning of a Hadeeth (narration of the Messenger of Allaah, Sallallaahu `Alaihi Wasallaam), is: Allaah Ta'ala does not take notice of your countenances nor your wealth, but He considers what is in your hearts (i.e., your faith and intentions) and your deeds (your behavior towards the Creator and the creature). Allaah Ta'ala accepts as devotion and servitude, his all and every action and deed, for temporal and everlasting (commencing from the moment of death) benefits, when the same is performed in accordance to His injunctions, in the manner directed by Rasulullaah, Sallallaahu `Alaihi Wasallam, and with the sole intention of pleasing Allaah Ta'ala.

At all times, according to the prevailing conditions and circumstances, some injunction or order of Allaah Ta'ala is enjoined on His slave & there are directions of Rasulullaah, Sallallaahu `Alaihi Wasallam, for carrying out that order of Allaah Ta'ala. In this life, engaging every part of the human body, bestowed to man as a boon by Allaah, according to His injunctions & orders and in the manner of Rasulullaah, Sallallaahu `Alaihi Wasallam, is called Deen (the natural relegion of human beings as ordained by the Creator), also known as Islam (the relegion of submission and peace. One abiding by the precepts of Islam acquires peace, tranquility of heart, and a goodly life here and the hereafter). When the above is fulfilled with the sole intention of seeking Allaah Ta'ala's goodwill, every action and deed will be accepted by Allaah Ta'ala as `Ibadat (servitude to Him). In this respect, one has to remember that Allaah Ta'ala has declared, in very plain words,, 'I have not created Jins (Jennie) and men except that they serve Me (alone). '(Al-Qur'an, Ch.51, Ver.56).

By announcing the holy Kalima 'Laa Ilaaha Illallaah', (there is none to be served other than Allaah), 'Muhammadur Rasulullaah' (Muhammad, Sallallaahu `Alaihi Wasallam is Allaah's Messenger), every Muslim man and woman binds himself into this bondage. To one who sincerely and faithfully fulfills the terms of this bondage, Allaah Ta'ala, being pleased with him, has promised various pleasant rewards in this life and the hereafter and Allaah Ta'ala never fails to fulfill His promise. On the other hand, Allaah Ta'ala has warned about to severe punishment and retribution for disregard and disobedience of His intention and injunctions. By the second part of the Kalima, one binds himself or herself to serve Allaah according to the directions conveyed by His Messenger, Muhammad, Sallallaahu `Alaihi Wasallam.

With the above in view, Rasulullaah, Sallallaahu `Alaihi Wasallam, has ordained that seeking of knowledge (of Deen) is incumbent on every Muslim. The way of acquiring this Ilm (knowledge) is known as 'Deen-i-Ta'leem'. The purpose of this Ta'leem is to gain the ability to ascertain what to do at different times, under different conditions, different circumstances & different environments. One who journeys for seeking 'Deen-i-Ilm', his journey, until he returns home is accounted as `Ibadat of Allaah Ta'ala. Seventy thousand angels lay down their wings under his feet. Every creature in the Heavens & in the earth pray for his salvation. To Shaitan (Satan), a learned Muslim is more difficult to be deceived

than a thousand (ignorant) worshippers. If death overtakes him while away from home, seeking 'Deen-i-Ilm', he is reckoned as a martyr.

Ta'leem occupies an important part in the program of 'Tableeg work'. It is performed in two ways: (1) collectively and (2) individually. The purpose of the 'collective Ta'leem' is not to make the participants well versed in all aspects of Deen, but to create in everyone an earnest desire to live in obedience to the injunctions of Allaah Ta'ala, carried out in the manner directed by Rasulullaah, Sallallaahu `Alaihi Wasallam, and with the sincere intention of pleasing Allaah Ta'ala. This desire should imbibe in his or her a thirst for acquiring 'Deen-i-Ilm' to be attained by approaching the Olama (learned persons) and from books. With this result in view, in the 'collective Ta'leem' discourses are held on the rewards to be aquired from Allaah Ta'ala for performing the different duties of `Ibadat and also on the punishment pronounced by Allaah Ta'ala for disregard and disobedience to His orders. It should be observed that in the 'collective Ta'leem' discourses on 'Masla-Masael' (the tenets) of Islam must not be held. Once the thirst is created, one has to obtain those 'Masla-Masael' from his respective that is from an Alim of the sect to which he belongs, i.e., a Hanafee from a 'Hanafee Alim', a Shafi from a 'Shafi Alim', and so on.

In the 'collective Ta'leem' only portions from the books, compiled by Shaikhul Hadeeth Hazrat Moulana Muhammad Zakaria, Rahmatullah `Alaihi, specifically for the purpose of 'Tableeg work', should be read out. That is, the following books are to be used: (i) Virtues of Zikr (remembrance) (ii) Virtues of Qur'an, (iii) Virtues of Salaat (Namaz), (iv) Virtues of Tableeg, (v) Virtues of Sadakat (charity), (vi) Virtues of Ramzan- in the month of Ramzan, (vii) Virtues of Hajj- at the time of Hajj (viii) 'Hikayet-i-Sahaba'- anecdotes of the Companions, Radi Allaahu Anhum, and also the book entitled 'the prevailing degradation of the Muslims and its only remedy' –by– Hazrat Moulana Muhammad Ihteshamul Hasan (Rah.). After having read out a few pages from the selected books, the person conducting the Ta'leem may say a few words in order to increase the zeal of the listeners for abiding by the golden principles and practices of Islam, as amplified by Rasulullaah, Sallallaahu `Alaihi Wasallam.

In the Ta'leem everyone should endeavor to sit with Ajmot (greatness) and Mahabbat (love) of Allaah and His Rasul, Sallallaahu ``Alaihi Wasallam, in the heart, with attention and concentration and with proper etiquette. By way of etiquette the following should be observed as far as possible: (i) Perform Wadu (ablution), (ii) remembering Allaah, The Lord, to be present; sit and behave as a slave does before a master, (iii) do not lean against anything, (iv) do not be enticed by self-desire to go out of Ta'leem, (v) do not indulge in conversation, (vi) in order to correctly convey and deliver to others and thereby make one's own knowledge sound, one should try to commit to memory whatever is read out. If everyone follows the above principles and etiquette, the angels would surround that gathering, the ability and habit of obedience would be inculcated in the participants, by the practice of imbibing in oneself the feeling of greatness and the love, such illumination from the glorious Qur'an and Hadeeth is produced in the heart by virtue of which true guidance is received. At the very outset, the aim and object, the principles and the etiquette of Ta'leem should be mentioned. The aim and object of this Ta'leem in short, is to imbibe on oneself as earnest desire to abide by the Islamic code of life and to do so creates a hankering for gaining 'Deen-i-Ilm'. So, a portion from the 'Virtues of Qur'an' should be read out, keeping the particular virtues in mind. Practices should be for a short while, to recite Suras (chapters) of the holy Qur'an which are commonly recited in Salaat (Namaz). The temporary restrictions in this respect must be observed. For this purpose, groups of three or four people should be formed. `Tashaahud', 'Dua-e-Qunut' etc., should not be practiced in 'collective Ta'leem'. These are to be learned in 'individual Ta'leem'.

Therefore, groups gathering again, portions from the books mentioned above should be read out. Whatever opportunity arises to be alone, these books should be perused in order to acquire the ability and desire to invite others to the path of Allaah. After having read the selected books, some time should be devoted to discourse of the 'six numbers' of 'Tableeg'. Besides the above, every Muslim man and woman should endeavor to see that every person of the locality is performing Salaat (Namaz), that everyone is reciting the holy Qur'an everyday, that everyone devotes some times, morning and evening, in remembrance of Allaah Ta'ala and meditation, that Ta'leem is held regularly in every family for sometime everyday. He or she should endeavor to establish the injunctions of Allaah Ta'ala and the modes of Rasulullaah, Sallallaahu `Alaihi Wasallam, in everyday behaviors and in everyday transactions. Above all, every Muslim lady should consider herself a participant in the work that was carried out by Rasulullaah, Sallallaahu `Alaihi Wasallam; his Companions, Radiallaahu `Anhum; their Womenfolk, Radiallaahu`anhuma and encourages the men folk to take active part in this august mission.

15. Advice about Umoor (promt) of Masjid Waar Jamaat by Hazrat Enamul Hasan (Rah.)

1) Two 'Jaulahs' Every Week:

Make effort to prepare cash 'Jamaats' through every 'Jaulah'. Through second 'Jaulah' efforts are made to develop work in every Masjid of the town by forming 'Masjid Waar Jamaats' in each Masjid.

2) Daily 'Ta'leem' in 'Masjid' and Home:

In addition to 'Ta'leem' in 'Masjid', efforts should be made to conduct 'Ta'leem' in every house to increase the eagerness and urge by doing 'Amaal' along with the family and to encourage the ladies to spend their 24 hours daily life according to 'Deen' by inquiring from 'Ulama' through their menfolk.

3) Monthly 3 Days 'Khuruj':

Every worker should spend 3 days regularly by taking new brothers of his locality along with him. Through these 3 days 'Jamaats', efforts should be made to establish 'Masjid Waar Jamaats' in all the 'Masjids' of the vicinity and for the progress of work in the vicinity.

4) Daily $2^{1}/_{2}$ Hours:

Make efforts to visit each and every house of the locality to revive the 'Amaal' of 'Dawah' and also spend time in 'Dawah' of 'Iman', 'Halqas' of 'Ta'leem' of 'Fazael', sending and receiving 'Jamaats' to and from inside and abroad, 'Ilm' and 'Zikr', hospitality of incoming guests and the 'Ta'leem' and 'Tarbiat'. Brothers should eat and sleep in their own houses. $2^{1}/_{2}$ hours is the minimum. Encourage brothers to give more time so that the 'Masjid' is populated by the 'Amaals' of the 'Masjid-e-Nabwi' throughout the 24 hours. If some brothers give less than $2^{1}/_{2}$ hours, do not look down at them and appreciate whatever time they give.

5) 'Maswarah':

Brothers should sit daily for 'Maswarah' and 'Fikir' for a short time after any 'Salaat' at their convenience. Review the efforts made in the previous day and make 'Maswarah' for efforts to be made on that day to revive 100% 'Salaat' (Namaz), 'Tilawath', 'Zikr', 'Dua', 'Ibadat', 'Husn-e-Akhlaq' (good manners) and full 'Deen' in the entire world.

Wassalaam.

16. Guide-lines for Jamaat travelling to Forien Country by Engineer Muhammad Sirajul Islam (Rah.)

1) Money is a trust. It should be spent properly with Mashwara.
2) Purchase necessary items for one's personal need in one's own country before departure.
3) Do not make purchase in foreign countries to bring to one's own country.
4) Do not bring anything given in trust for anybody nor bring any presents for anybody.
5) Do not engage in any business discussion or transaction in foreign countries. Sometimes such business discussions have been held and on the person's return, trade relations have been established with those with whom such matters have been discussed overseas.
6) a. Give the `Jamaat address' when in a foreign country as far as possible, for example, 'Kakrail Malwali Mosque', Kakrail, Dhaka.
   b. Personal letters which one writes to one's family members should carry a brief message of health and well being, and message of encouragement and Dawat.
   c. Detailed accounts of the journey should be written and sent to Kakrail, It is important that this should be done at least once a fortnight.
7) Do not borrow money in a foreign country, if this is absolutely necessary then such request must be made to Kakrail.
8) All matters can be solved by Allaah Ta'ala providing, if the whole journey is conducted with obedience to the Ameer and all work is done with Mashwara.
9) a. The whole Jamaat should come back and hold Mashwara together to spend twenty days as they do before departure.
   b. If anybody has a pressing matter during these days then this should be put off to a later date.
10) a. No gifts or presents should be accepted in foreign countries besides foods and drink (with care).
   b. If it is forced to accept such a gift or one accepts It out of respect, then it should be given away there, and not brought back to one's country.
   c. It is necessary, we display complete disinterest in the things of the world, otherwise love for things would be rooted in our heart and it will have a grievous effect on the hearts of others.
11) a. When a Jamaat departs from a European country, England, Spain, Portugal etc., then on arrival in the next county,

photostat copies of the passport indicating entry and departure from the previous country should be immediately sent to Kakrail. This is very important, for it makes easy for other Jamaats to obtain Visas.

b. Photostat copies of the first page of the passport on which the passport holder's name appears, should be posted with the rest.

12) a. When a Jamaat returns, leftover foreign currencies must be exchanged in a bank and a receipt obtained. The receipt must be handed over to the 'Kakrail Malwali Mosque'.

b. This money must not be given to anybody.

13) Passport, ticket and currencies must be carefully looked after.

13) Brothers should carry with them only 'Fazail-E-Aamaal' kitabs, which are for their personal use. Do not carry any extra kitabs as presents for others.

14) Jamaat wishing to book air-tickets should work in consultation with local Jamaat brothers.

15) When submitting reports (supplying information) of your Jamaat activities and movements include the following information:-

a. The efforts being made in each Masjid visited towards explaining the work, and in establishing 5-AMAALS.

b. Inspiring the brothers in the Fazail (virtues) of going out in the path of Allaah.

c. Encouraging them towards establishing Jamaat to carry out the work of Tabligh in their locality.

d. Information as to the effectiveness & impact of the work of Dawat.

e. Details of plans and intentions made towards encouragement of the work of Tabligh.

1.6) Jamaat should try to solve their problems and overcome their difficulties as far as possible on their own.

17) Jamaat brothers flying Biman should make the following recommendations on the `suggestion or complaint forms'.

a) That space be made available for Salaat with Jamaat on all planes,

b) That an announcement on the time of commencement of each Salaat be made on every flight.

c) That the direction of Qiblah be announced for each Salaat.

Every Jamaat is advised to make all necessary arrangements for their departure, to finalise their ticket and currency matters, and then, they should to spend 72 hours in 'Kakail Markaz' before departure.

17. A letter from Shura, Bangladesh Tableeg Jamaat

Engineer Muhammad Sirajul Islam (Rah.)

Bismihi Ta'ala

Muhammad Sirajul Islam 377/B, Khilgaon
BECE (CU) MASCE (USA) FIE (Bangladesh) Dhaka-1219
Ex Deputy Chief Engineer RHD Dhaka &
Ex FAO National Consultant in Bangladesh

Jonab Sayed Shaheb

Assalaamu `Alaikum Wara`hmatullaah Wabarakaatuhu. Al`hamdu- lillaah. We hope and pray, you and each and every member of your family are well, hale and hearty. As we were in a period of long unbarring silence, I feel, I should break the silence as the holy month of Ramadan is knocking at the door. Allaahumma Bariklana AlaRazaba WaSha'ban Waballignaa Ramadaan. Ameen!

I am enclosing herewith a photocopy of Hadith no. 15 from Fazael-E-Zikir which deals with virtues for proper use of tongue, and vices for wrong use of tongue. May Allaah Subhaanahu Watabaaraka Wata`ala kindly grant all the Ummat of our beloved prophet (SAS), Ameen! InshaaAllaahul Aziz, this year also, we shall arrange Salaatut Taraweeh in our Prayer Room in the Ground floor. Do please forgive me and each and every member of our family if you were, in any way, feeling otherwise. May Allaah Subhanahu Wata'ala kindly grant all of us and the humanity at large, Hedaet, Ra`hmat, Khayer WaBarakaat. Ameen!

Banda, Muhammad Sirajul Islam.
(13.09.2007)

Bismillaahir Rah'maanir Ra`hiim : Hadith No : 15

Rasulullaah (Sallallaahu `Alaihi Wasallam) said, `Whosoever recites Sub`hanAllaah Wal `Hamdulillaah Walaa Ilaaha Illallaahu Wallaahu Akbar, will be rewarded with ten virtues for each letter thereof. Whosoever supports an unjust party in a dispute incurs the wrath of Allaah, until he repents and does Toubah. Whosoever intercedes to prevent infliction of punishment awarded according to Islamic law is considered to oppose Almighty Allaah, and whosoever slanders a Muslim, man or woman, will in the Hereafter be imprisoned in Khabal (a deep part of Hell), until he gets exonerated from this sin, which will hardly be possible there.'

Backing an unjust cause has, now-a-days, become our second nature. In spite of knowing that we are at fault, we become unjust and

partial for the sake of our relatives and friends. We are not afraid of the wrath, displeasure and punishment of Almighty Allaah, when our relatives and friends are involved. We do not tell them that they should desist from committing wrong. We do not even keep quiet and remain neutral, but we go to the extreme in supporting them. If anybody puts up a claim against them, we try to oppose him. If a friend of ours commits theft, wrongs somebody, or indulges in adultery, we encourage and help him in all possible ways. Is this according to the dictates of our faith and relDgion? Is this according to Islam that we feel proud of? Do we not thus degrade our Islam in the eyes of others, and degrade ourselves before Almighty Allaah? It is stated in one Hadith that one who deals or fights with somebody on the basis of sectionalism is not one of us. According to another Hadith, sectionalism stands for helping one's own people in their wrong cause.

Radghatul Khabal is the mud formed by the blood and puss of those in the Hell. How dirty and horrible would be that place where such people who do slander against the Muslims will be imprisoned. In this life we take it very lightly to talk against whosoever we like, but we will realize the graveness of our offence in the Hereafter when we will be required to justify and prove whatever we have said here, and the proof given there will have to be acceptable from the Shariat point of view. Fluent talk based on lies will be of no avail there. Whatever we talk here, the real truth will all be known there. Rasulullaah (Sallallaahu`Alaihi Wasallam) had said, `Sometimes one talks merely to amuse others, but because of it he is thrown into the Hell to a depth which exceeds the distance between the earth and the sky. A slip of the tongue is fraught with more dangers than the slip of the foot.' It is said in Hadith, `Whosoever reproaches somebody else for his sin will find himself involved in it before his death.' Imam Ahmad (Rah.) explained that this Hadith implies such sins from which the sinner has done Toubah. Hazrat Abu Bakar (Radi Allaaho`anhu) used to pull his tongue and say, `You are the cause of our woes.' Ibn Munkidar, a famous Muhaddith and a Tabaee was seen weeping when he was about to die. Someone asked why he was weeping. He replied, I do not remember to have committed any sin, but I might have said something which, though ordinary in my opinion, may turn out to be something very serious before Almighty Allaah.

Collected, from the Book `Tableegi Nisab' Translated by Abdur Rashid Arshad, Anjuman-E-Islahul Muslemeen, UK